

(দীপ্যমানমকরতুল্যে কুণ্ডলে যত্রতৎ) মুখরাবিন্দং বিভাণং (ধারয়ন্তং) তঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) বিলোকা শ্রীবৎস-
লাঞ্জনঃ (শ্রীবৎসচিহ্নিতঃ) চতুর্ভূজঃ অরবিন্দাঙ্কঃ বনমালী অতিসুন্দর অয়ং পুশান্ নারদপ্রোক্তৈঃ
লক্ষণৈঃ বাসুদেবোহি, অস্ত্রো ভবিতুং ন অহঁতি ইতি। ইতি নিশ্চিত্য নিরায়ধুঃ (অস্ত্রহীনঃ) [অতঃ]
অনেন [সহ] পদ্ম্যাংচলন্ নিরায়ধুঃ [অহং] যোৎশ্চে (যুদ্ধং করোমি) ইতি নিশ্চিত্য যবনঃ পরাঙ্মুখং
(পশ্চাৎদিশি ঘূর্ণিত মুখং যসাতম্) প্রাক্তবন্তুঃ—(ঈষৎ দ্রুতগত্যা পলায়মানঃ) যোগিনাম্, অপি দুরা-
পম্, (দুর্লভঃ) তং (শ্রীকৃষ্ণঃ) জিঘৃক্ষুঃ (গ্রহিতুং ইচ্ছুঃসন্) অস্বধাবৎ (অনুসৃতবান্)।

১-৬। মূল্যাবাদঃ : শ্রীশুকদেব বল্লভম্, হে রাজা পরীক্ষিৎ! কালযবন উদীয়মান চন্দ্রের
মত নিরতিশয় সুন্দর, পীতব্রেশমীবস্ত্র পরিধানা, শ্রীবৎসাক্ষিত বক্ষা, উজ্জ্বল কস্তুরভরণিতে অলঙ্কৃত-গ্রীবা-
দেশা, ঈষৎ স্থূল-দীর্ঘ চতুর্ভূজতে শোভন, নবকমলবৎ অরুণ নেত্রযুগলে মনোরম, চিরপ্রসন্ন, বিশুদ্ধহাসিতে
উজ্জ্বল, শোভনগণ্ড যুগলে রমণীয়, দীপ্তিশীল মকরকুণ্ডলে, শোভমান মুখরাবিন্দবিশিষ্ট (সেই শ্রীকৃষ্ণকে পুর-
দ্বার থেকে বের হতে দেখে কালযবন নিশ্চয় করল,— শ্রীবৎসচিহ্নিত চতুর্ভূজ কমলনয়ন বনমালী অতি-
সুন্দর এই পুরুষটি নারদোক্ত লক্ষণ অনুসারে নিশ্চয়ই ষড়ৈশ্বর্যযুক্ত ভগবান বাসুদেব, অত্বে কেউ হতে
পারে না। এইরূপ নিশ্চয় করত ঠিক করলেন যেহেতু ইনি অস্ত্রহীন, স্তবরাং এর সঙ্গে পায় চলতে
চলতেই যুদ্ধ করব। একপ সিদ্ধান্ত করে যবন পিছনে মুখ ঘোড়ানো, ঈষৎ দ্রুত গতিতে পলায়মান
যোগীদেরও দুর্লভ সেই শ্রীকৃষ্ণকে ধরবার ইচ্ছায় তার অনুসরণ করতে লাগল।

১-৬। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকা : তমিতি ষট্ কন্ম। বিনিক্ষান্তমিতি—বিশব্দেন সম্যক
নিষ্কন্ম এব তস্ম নিশ্চয়োহভূদিতি জ্ঞাপিতম্। উজ্জ্বলানমিত্যাদিনা শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যবর্ণনং স্বপ্রেমতত্ত্ব-
সম্ভাববর্ণনাপেক্ষ্যৈব, ন তু যবনস্তানুভবাপেক্ষয়া, তত্র সতি বৈরাসম্ভবাৎ। 'নাহং প্রকাশঃ সর্ববস্তু
যোগমায়াসমারুতঃ' ইতি শ্রীগীতাভাষ্যে (৭।২৫); যথা তিক্তাদি-কুচি-স্বভাবাঃ খণ্ডাদিমাধুর্যং নাস্তু-
মোদস্ব ইতি তদগ্রহণাভাস এব তেষাং, তদ্বৎ; তদেবমহা পশ্যন্তোহপি ন পশ্যন্তীতি ভাবঃ। 'পুণ্ড্র-
দীর্ঘচতুর্ভূজ' ইতি শ্রীনারদোপদেশানুসারেণোদয়াৎ তেন তথোপদেশাৎ বিলক্ষণলিঙ্গেন শীঘ্রং নিশ্চি-
নোতাসাবিতি। নবকঞ্জে ইবারুণে ঈক্ষণে যস্য তম্, 'অবাক্তরাগজ্জরুণঃ' ইত্যমরঃ, শ্রীমৎ কান্তিবৃক্ণঃ,
প্রশংসায়াং মতুপ্, স্তবকপোলমিত্যবয়বসৌর্ভবোপলক্ষণং, শুচিস্থিতমিতি বিলাসসা ক্ষুব্ধিত্যাদিবেষস্য।
ষট্ কৈহপি বাসুদেব ইতি সাক্ষিমবাস্তবমস্মিতমিত্যোতৈলক্ষণৈর্বাসুদেব এবায়াং ভবিতুমহঁতি, ন ত্বা ইতি
সম্বন্ধঃ। লক্ষণান্তোবাহ—পুমানিত্যাদিনা; তস্মান্নিরায়ধু ইতি; ইতীতি বাসুদেব ইত্যাদি-পরামর্শকম্।
প্রকার্বেণ লীলাবিশেষেণ চ আ ঈষৎ দ্রুতগত্যা দ্রবন্তং চলন্তম্; জিঘৃক্ষুরিতি—তস্য গর্বিভবন্তং দুরা-
পমিত্যুপহাসাস্পদবৎ ব্যঞ্জিতম্ ॥ জী. ১-৬।

১-৬। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকাবৃত্তাদ : 'তমিতি' ছয়টি শ্লোক একসঙ্গে ব্যাখ্যা করা

হস্তপ্রাপ্তমিবাঙ্গানং হরিণা স পদে পদে ।

নীতো দর্শয়তা দূরং যবনেশোহদ্রিকন্দরম্ ॥৭॥

৭। অর্থঃ : স যবনেশঃ (কালযবনঃ) পদে পদে (প্রতিপদং) আঙ্গানং হস্তপ্রাপ্তমিবা দর্শয়তা হরিণা দূরং (দূরস্থিতং) অদ্রিকন্দরং (পর্বতগুহাং নীতঃ) ।

৭। মূল্যাবাদ : শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপদক্ষেপে যবনরাজের হস্তগত হওয়ার মত ভঙ্গীতে চলতে চলতে উহাকে অতি দূরবর্তী পর্বত গুহায় নিয়ে উপস্থিত করলেন ।

হচ্ছে - বিবিক্ষান্তম্ - এ শব্দটি ব্যবহারে একরূপ জানানো হল, যথা - [বি + বিক্ষান্তম্, 'বি' শব্দে সম্যক্য উপযুক্ত রূপে বহির্গমনেই ইনি যে কৃষ্ণ, তা নিশ্চয় হল উজ্জিহানম্মিবাডুপম্ - 'উদীয়মান চন্দ্রের শ্রায়' ইত্যাদি দ্বারা যে কৃষ্ণমাধুর্য বর্ণন, তা শ্রীশুকদেবের স্বপ্নে থকে বৃষ্ণ স্বভাববর্ণন অপেক্ষাতেই, কালযবনের অনুভব অপেক্ষায় নয় কিন্তু । সেরূপ হলে যবনের বৈরতা অসম্ভব হত । — 'আমি যোগ-মায়া দ্বারা সমাচ্ছিন্ন থাকি বলিয়া সকল লোকের সমক্ষে প্রকটিভূত হই না ।' - (গীতা ৭।২৫।২৬) - যথা তিজ্জাদি-রুচি-স্বভাব জনের মিছরিখণ্ডের মাধুর্য্যে প্রবৃত্তি হয় না, তাই তদগ্রহণ আভাসই হয় তাদের, সেইরূপই হল যবনের । তাই অহো দেখেও দেখল না, একরূপ ভাব । 'স্কুলদীর্ঘ চতুর্বাহু', ইত্যাদি নারদের নির্দেশ অনুসারে উদয় হেতু ও তথা নির্দিষ্ট-বিলক্ষণ চিত্রের দ্বারা ঐ যবন ঝটিতি নিশ্চয় করল নবপদের মত অরূপ লোচনযুগল বিশিষ্ট কৃষ্ণকে, 'অব্যাক্তরাগ হল অরূপ' ইত্যমরং, শ্রীমৎ কন্তিযুক্ত-প্রশংসায়ঃ মতপ্। সুবাপোহং শ্যামঃ - ম'ধুর্যমণ্ডিত গগুদেশা কৃষ্ণ - এর দ্বারা উপলক্ষণে অবয়ব সৌষ্ঠব বলা হল । শ্রুতিস্মিতং মুখারবিন্দং - মধুর হাসিযুক্ত মুখকমল । বিভ্রাণং - ধারণকারী । 'শুচিস্মিতং' কথাটি বিলাস সম্বন্ধে । 'ফুরং' = 'দীপ্তিশীল' ইত্যাদি বেশসম্বন্ধে ।

১ শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধের 'শ্যামং' থেকে ২ শ্লোকের 'নবকঞ্জারূপেক্ষণম্' পর্যন্ত এই ২২ লাইনে বর্ণিত লক্ষণে ইনি যে বাসুদেব, তা নির্ণিতই হয়ে গেল । অতঃ কেউ একরূপ হতে পারে না । সম্বন্ধযুক্ত লক্ষণ সমূহ বলা হচ্ছে, যথা - 'পুমান্' ইত্যাদি দ্বারা - পুষ্পাৎ - ভগবান্ বড়ৈশ্বর্যযুক্ত তাই বিরায়ুপ্রঃ - নিরস্ত্র । ইতি - 'বাসুদেবো হ্যয়মিতি' ইনি বাসুদেব ইত্যাদি প্রাজ্ঞবন্তঃ - প্রকর্ষের সহিত ও লীলা-বিশেষে ঈষৎ দ্রুতগতিতে চলমান কৃষ্ণকে জিঘৃক্ষু - ধরবার ইচ্ছায় এই শব্দে যবনের গর্ব, ধরবার অক্ষমতা ও উপহাসাস্পদত্ব ব্যঞ্জিত হল । জীঃ ১-৬॥

১-৬। শ্রীবিষ্ণুস্বাধ্য টীকা : একপঞ্চাশতমে শ্রীমুচুকুন্দা দৃশ্যদহং ।

যবনঃ তুষ্টিবে কৃষ্ণং স তুষ্টিহস্যৈ বরং দদৌ ॥

উজ্জিহানমুদগচ্ছন্তঃ প্রকটিতমপি অতৌর্থথাযোগমায়াত্মানমপি ভগবন্মাধুর্য্যমশ্রুয়া বৈরভাবা দেবানু-
তবিতুং চক্ষুর্ভ্যাং পশ্যন্তোহপি ন শক্লুবন্তীতি জ্ঞাপয়িতুং দর্শনীয়েত্যাদিনা সৌন্দর্য্যং বর্ণিতম্ । প্রাজ্ঞবন্তঃ

পলায়নং যত্নকূলে জাতস্য তব নোচিতম্ ।

ইতি ক্ষিপন্নুগতো নৈনং প্রাপাহতাশুভঃ । ৮ ।

৮। অশ্রয়ঃ অনুগতঃ অহতাশুভঃ (‘অহতানি’ অবিনষ্টানি অশুভানি যস্য ‘সঃ’) [কালযবনঃ] এনং (শ্রীকৃষ্ণঃ) [হে কৃষ্ণ] যত্নকূলে জাতস্য তব পলায়নং ন উচিতং ইতি (এবং প্রকারঃ) ক্ষিপন্ (ভৎসয়ন্) অহতাশুভঃ (‘অহতানি’ অবিনষ্টানি অশুভানি যস্য সঃ) [কালযবনঃ] এনং (শ্রীকৃষ্ণঃ) নপ্রাপ ।

৮। মূলানুবাদঃ হে কৃষ্ণ, যে যত্নগণ মহাবীর বলে প্রসিদ্ধ, সেই যত্নকূলে জন্মে তোমার পলায়ন করা উচিত নয়—এরূপ ভৎসনা করতে করতে কালযবন কৃষ্ণের অনুগমন করতে লাগল কিন্তু তার অশুভকর্মবন্ধন ক্ষয় না হওয়ায় তাঁকে ধরতে পারল না ।

পলায়মানম্ ॥ ১-৬॥

১-৬। শ্রীবিষ্মবাহু টীকানুবাদঃ ৫১ অধ্যায়ে এরূপ বর্ণিত হচ্ছে, যথা—শ্রীমুচুকন্দ চোখের দুইপাতে কালযবনকে পুড়িয়ে ফেল কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করলেন । সন্তুষ্ট কৃষ্ণ শ্রীমুচুকন্দকে বর দান করলেন ।

উজ্জিহাবম্—উদীয়মান চন্দ্রের মত দৃশ্য হলেও, অত্র যথাযাগ্য ঐ ভগবৎ মাধুর্য আশ্বাদন করতে থাকলেও অশ্রুগণ কিন্তু চোখ দিয়ে দেখতে থাকলেও বৈরাভাবাপন্ন হওয়া হেতু আশ্বাদন করতে সমর্থ হলনা, ইহা জানাবার জন্য দর্শনীয় ইত্যাদি কথায় কৃষ্ণসৌন্দর্য বর্ণিত হচ্ছে । প্রদ্রাবন্তঃ—পলায়মান ।

॥বিঃ ১-৬॥

৭। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকাঃ ভগবন্তস্ত তত্রাপি চাতুর্যং দর্শয়তি—হস্ততি । পদে পদে দর্শয়তা জীঃ ৭॥

৭। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকানুবাদঃ তথায়ও শ্রীভগবানের চাতুর্য দেখান হচ্ছে, হস্ত ইতি । —যেন হস্তগত হচ্ছেন, এরূপ দেখাতে দেখাতে দূরে নিয়ে গেলেন । জীঃ ৭॥

৮। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকাঃ তথাপ্যপ্রাপ্যং বিলোক্য স্থিরীকর্তুং পরুষমাহ—পলায়ন-মিতি । যত্নকুল ইতি—যাদবানাং সুপ্রসিদ্ধমহাবীরাদিভিঃ ভাবঃ । ক্ষিপন্নুপলভমানঃ অনুগতমনু-গচ্ছন্নপি ন প্রাকর্ষণে স্পর্শনাপি ; তত্র হেতুঃ—অহতাশুভ ইতি । অশ্রাপাতপ্রতীতার্থতা চেতর্হি তদ-প্রাপ্তৌ হেতুঃ বক্তুং মহদেবানুচিতম্ ; যবনস্তাশু যদি ভাগ্যমপ্রতিহত্তমভবিষ্যদর্হি সোইয়ং তচ্ছত্র-স্তগতশ্চাভবিষ্যদিতি শোচন্ প্রতিপত্ত্যা বিরুদ্ধমতিকৃত্তপ্রতিপত্তেঃ । ন চ যবনস্ত মুক্তিফ্রিয়াতিপত্ত্যা শোচনমিদমিতি বক্তব্যং, তন্মুক্তেবনস্তঃ ভাবিহাং, তচ্চ ‘যে চ প্রলম্বখর-দর্জ-র-কেশ্যরিষ্ট মল্লৈভ-কংস-যবনাঃ’ ইত্যাদৌ দ্বিতীয়স্কন্ধাভিধানাং (৭৩৪) ন চ প্রসিদ্ধাশুভহানিমাশ্রয়ে তৎপ্রাপ্তিযোগ্যতা বক্তব্য । ‘যং-

পাদপাংসুর্ভজ্ঞানকৃষ্ণতো ধৃত্যভিঃ' (জীভা ১০।১২।১২) ইত্যত্রাসম্মতত্বাৎ, 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহঃ' (জীভা ১১।১৪।২১) ইতি লক্ষণসাধনাস্তুরস্বপ্রতিপন্নত্বাচ্চ। তস্যাৎ 'অপরেহতপাপ্মানো বাজনৈঃ' (জীভা ১০।১৫।১৭) ইত্যত্র হতপাপ্মা, তয়া যথা সমন্তেন তটস্থেন প্রতিপক্ষেণ ভাবেন রহিতায়াং পরমভক্তা-বেব পর্য্যবসনাৎ, তথাত্রাপ্যহতা শুভতায়ান্তদ্বিরুদ্ধভাব এব পর্য্যবসিতিরিতীর্থমেব সাক্ষাৎ তৎপ্রাপ্ত্যভাবে হেতুতা গম্যতে। যথা জীভাজেশ্বরী পঞ্চাদাবন্তী তং পরাদ্রবন্তমপি প্রাপ্তবন্ত্যেব, তথা সোইপ্যং কথং প্রাপ্ত্যুদিত্যভিপ্রায়াৎ ॥জী० ৮॥

৮। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকাবুবাদঃ তথাপি অপ্রাপা রয়ে গেসেন দেখে, দাড় করাবার জন্য কক্ষকে বলল—পলায়ন ইতি। যদুকুল ইতি—যাদবদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ মহাবীর হওয়া হেতু, এরূপ ভাব। ক্ষিপণবুগত—গালাগালি দিতে দিতে পিছু পিছু যেতে লাগলেও। ন প্রাপ—[প্র+আপ] ঠিক মত স্পর্শও পেল না, এতে হেতু অহতামুভঃ—অশুভ ক্রয় হয় নি। এর আপাত-প্রতীতি মত অর্থ যদি করা হয়, তা হলে, তৎ অপ্রাপ্তি বিষয়ে হেতু বলতে যাওয়া বহুতই অনুচিত হবে। এই যবনের যদি ভাগ্য বাধাহীন হত, তা হলে নির্বাধ সে তার শত্রু কক্ষের হস্তগত হয়ে পড়ত, এরূপ অনুশোচনা করত সাধনের দ্বারা বিরুদ্ধ বুদ্ধি ও কার্য ছেড়ে দিত। যবনের মুক্তি-ক্রিয়া সাধন শরণাগতিও নেই, এরূপ অনুশোচনা করারও দরকার নেই। উহা মুক্তির পরে হওয়া হেতু—ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে (৭।৫৪) শ্লোকের উক্ত থাকা হেতু, যথা—যে চ “শ্রলম্ব—খর” ইতি” অর্থাৎ ‘শ্রলম্ব-ধেনুক-বক-কেশী-বষাসুর-চাগুর-মুষ্টিকাदिमल्ल-कुवलयपीड-कंस-यवन’ ইত্যাদি। এই শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকা—বলপার্থেজি দৈতামোক্ষ-দাহিত লক্ষণয়া-সর্বাসাধারণশক্ত্যাং তেষ্মাবেশাৎ; ইদং তু যত্র দ্বিবিদাদি বধে তস্তাসাত্ত্বম্, তত্রৈব জেয়ম্। সাক্ষাৎভাবে তু তন্নিরীক্ষণেমব মুখ্যং কারণম্; যথোক্তম্, জীভাশ্লো—(ভা. ১০।১২।১২) “যমিহ নীরিক্ষ্য হতা গতাঃ স্বরূপং” ইতি অর্থাৎ ‘কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যারা কক্ষের দর্শন করত হত হয়ে স্বরূপানামক মুক্তিলাভ করেছে সেই কক্ষের প্রতি এই মৃত্যু সময়ে আমার প্রীতি হোক।’ কেউ কেউ যারা মৃত্যুকালে দর্শন না করে গিয়েছে তারা ব্রহ্ম লয় প্রাপ্ত হয়েছে—কিন্তু কেউ কেউ কক্ষেতেই মোক্ষলাভ করেছে।—এই বিভেদ করতে হবে। আরও প্রসিদ্ধ অশুভ নাশমাত্রে জীভগবৎ প্রাপ্তি যোগ্যতাও বস্তু নয়,—

কারণ (জীভা. ১০।১২।১২) শ্লোকে এ বিষয়ে অসম্মতি দেখা যায়, যথা,—“বহুজ্ঞান যম-নিয়মাদি ক্রেশে স্থিরীকৃত মনা যোগীগণ দ্বারাও যার পদরঞ্জ লেশ মাত্রও অলভ্য ইত্যাদি”

আরও তার সম্মতিও যেহেতু কৃষ্ণপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় (জীভা. ১০।১৪।২১) শ্লোকে কৃষ্ণ নিজমুখে যুক্তি-প্রমাণাদি দ্বারা প্রতিপন্ন রেখেছেন, যথা—“একমাত্র ভক্তিদ্বারাই আমি গ্রাহ্য” বাক্যে। সুতরাং “অপরে হত পাপ্মানো বাজনৈঃ”—(জীভা. ১০।১৫।১৭) অর্থাৎ [কতিপয় মহাভাগ্যবন্ত

এবং ক্ষিপ্তোহপি ভগবান্ প্রাবিশদ্গিরিকন্দরম্ ।

সোহপি প্রবিষ্টস্তত্রান্যং শয়ানং দদৃশে নরম্ ॥৯॥

৯। অর্থঃ : ভগবান্ (সর্বজ্ঞ কৃষ্ণ) এবং ক্ষিপ্তোহপি (ভৎসিতোহপি) গিরিকন্দরং প্রাবিশৎ ('প্র + আবিশৎ' সম্যাক্রূপেন আবিশৎ অর্থাৎ প্রবিষ্টা মুচুকুন্দস্য শিরঃ প্রদেশেইতিষ্ঠদিত্যর্থঃ), সঃ (কালযবনঃ) তপি তত্র প্রবিষ্ট [সন্] শয়ানং অগ্ৰং নরং দদৃশে ।

৯। মূলানুবাদঃ সর্বজ্ঞ কৃষ্ণ এইরূপে ভৎসিত হয়েও গিরিগুহায় প্রবেশ করত মুচুকুন্দের শিরো-
দেশে গিয়ে দাঁড়ালেন । সেই কালযবনও তথায় প্রবেশ করে অগ্র একজন মনুষ্যকে শায়িত অবস্থায়
দেখল ।

বালক পদসমূহান আর কতিপদ নিম্পাপ বালক বীজন ইত্যাদি] এখানে হতপাপম্ অর্থাৎ নিম্পাপ
বালকগণ, এর দ্বারা যথা সমস্ত তটস্থ প্রতিপক্ষ ভাবহীন বালকদের ভক্তিতে পর্যাবসান তথা অত্র
সম্ভবত অবিদিত অন্তত্ব হেতু সেই বিরুদ্ধভাবেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তি অভাবে হেতু বৃথা যায় । যথা
শ্রীযশোমা বাল গোপালের পিছু পিছু ধেয়ে চলে ত্রুত চলমান তাকে ধরে ফেললেন, তথা এই কাল-
যবনেরও কি করে গোপালকে ধরে ফেলার সামর্থ্য হবে অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তি হবে । ইহাই এখানে
অভিপ্রায় ।

॥জীঃ ৮॥

৭-৮। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : আত্মানং হস্তপ্রাপ্তমিব দর্শয়তা দূরং নীত ইত্যর্থঃ ॥৭-৮॥

৭-৮। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদ : হস্তপ্রাপ্তমিব ইতি—প্রতিপদবিক্ষেপে নিজেই হস্ত-
প্রাপ্তের মত দেখাতে দেখাতে দূরে পর্বত-গুহায় নীত ॥বিঃ ৭-৮॥

৯। শ্রীজীবঃ বৈঃ তোঃ টীকা : ভগবান্ সর্বজ্ঞঃ গিরিগুহাস্থঃ শায়ি-মুচুকুন্দস্ত প্রভাবং ভক্তিক
জাননিত্যর্থঃ । প্রাবিশদিতি—প্রবিষ্টা মুচুকুন্দস্য শিরঃপ্রদেশেইতিষ্ঠদিতি জ্ঞেয়ম্ ; তথা চ শ্রীহরি-
বংশে—'শিরঃস্থানে তু রাজর্ষে মুচুকুন্দস্য কেশবঃ । সন্দর্শনপথং যুক্ত্বা তস্যৈ বুদ্ধিমতাং বরঃ ॥' ইতি ।
কালযবনস্য তত্রাবকাশায় প্রথমতঃ স্বগোপনায় চেতি ভাবঃ । অগ্রমেব দদৃশে, ন তু তত্রৈব স্থিতং
ভগবন্তম্ ॥জীঃ ৯॥

৯। শ্রীজীবঃ বৈঃ তোঃ টীকানুবাদ : ভগবান্—সর্বজ্ঞ অর্থাৎ তাই গিরিগুহায় ভিতরে
শায়িত মুচুকুন্দের প্রভাব ও ভক্তি জানেন । প্রাবিশৎ—[প্র + আবিশৎ] 'প্র' সম্যাক্রূপে
আবিশৎ ('আ' সম্যক্, 'বিশ্' প্রবেশ' করা—এ ভাবে অর্থ আসছে, মুচুকুন্দের শিরোদেশে গিয়ে
দাঁড়ালেন কৃষ্ণ । এরূপই শ্রীহরিবংশে দেখা যায়, যথা—রাজর্ষি মুচুকুন্দের শিরোদেশে বুদ্ধিমানের
মধ্যে শ্রেষ্ঠ কেশব দাঁড়ালেন সন্দর্শন পথ খোলা রেখে— প্রথমতঃ কালযবনের তথায় প্রবেশের জন্য,

নদ্রসৌ দূরমানীয় শেতে মামিহ স'ধুৎ।

ইতি মত্ৰাচ্যুতং যুচুস্তং পদা সমতাড়য়ং ॥১০॥

স উথায় চিরং সুপ্তঃ শনৈরুন্মীল্য লোচনে।
দিশো বিলোকয়ন্ পাশ্বে তমদ্রাক্ষীদবস্থিতম্ ॥১১॥

১০। অর্থঃ : সবু—(বিতর্কে) মৃতঃ (হতবিচার যবনঃ) অসৌ (কৃষ্ণ) মাং দূরমানীয় ইহ
সাধুবৎ শেতে ইতি তং অচ্যুতং মত্ৰা পদা সমতাড়য়ং।

১১। অর্থঃ : চিরং সুপ্তঃ সঃ (মুচুকুন্দঃ) উথায় শনৈঃ লোচনে (নেত্রযুগলং) উন্মীল্য দিশঃ
(সর্বান্ দিগ্ভাগান্) বিলোকয়ন্ (বিশেষণ পশ্যানসন্) পাশ্বে অবস্থিতং তং (যবনং) অদ্রাক্ষীৎ
(দৃষ্টবান্)

১০। মূল্যাবাদঃ : শায়িত লোকটিকে দেখে কালযবন মনে করল যে আমাকে এই হৃদ্র
পর্বতগুহায় নিয়ে এসে কৃষ্ণই স্বয়ং সাধুব ন য় শুষ্য গিয়েছে, তাই হতবিচার যবন মুচুকুন্দকে কৃষ্ণ ভেবে
পদাঘাত করল।

১১। মূল্যাবাদঃ : অতঃপর উক্ত দীর্ঘ ত্রিভাষ্য পুরুষটি পদাঘাতে হেগে উঠে ধীরে ধীরে নেত্রদ্বয়
উন্মীলন পূর্বক চতুর্দিকে অবলোকন করতে করতে স্বকীয় পার্শ্বদেশে অবস্থিত কালযবনকে দেখলেন।

আর নিজেকে গোপনের জ্ঞান, একপ ভাব। কালযবন প্রবেশ করে অগ্ন একটি লোককে দেখল, কিন্তু
তথায়ই দাঁড়ানো কৃষ্ণকে দেখতে পেল না। জী. ১৥

১০। শ্রীজীব বৈ. ভো. টীকাঃ : নহু বিতর্কেইচ্ছ্যতমিতি, অতোহস্তত্র শ্রীভগবৎপ্রাণস্য
তেনামননাভিপ্রায়েণ। ন ত্বনুগম্যমানঃ সন্তঃ কথং তথা সুপ্যাদিতি বিচারযোগোইপ্যসৌ দৃষ্টচতুর্ভুজহাদি-
রূপাদিত্যন্তবিলক্ষণরূপং নরং দৃষ্টাপ্যচ্যুতং কথমমমৃতং? তত্রাহ—মৃতঃ গুহাতমসাব্যাপ্ত্যা ক্রোধাদিনা চ
হততত্ত্ববিচার ইত্যর্থঃ ॥জী. ১০॥

১০। শ্রীজীব বৈ. ভো. টীকাবুবাদঃ : সবু—বিতর্কে অচ্যুতং ইতি—অচ্যুত মনে করে
—অতএব শ্রীকৃষ্ণের অগ্ন প্রস্থান চিন্তার মধ্যে আনতে না পারা হেতুই তাকে পদাঘাত করল। যার
পিছে পিছে চলছিল সেই লোকটি তৎক্ষণাৎ কি করে শুষ্য ঘুমিয়ে পড়তে পারে, এ কথা বিচারযোগ্য
হলেও, আরও আগে আগে আসা লোকটি চতুর্ভুজ রূপে দৃষ্ট হওয়া হেতু ভিন্নলক্ষণ রূপা হলেও তাকে
এখানে দেখে কি করে অচ্যুত বলে মনে করল? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে, মৃতঃ—গুহার অন্ধকার
ও ক্রোধাদি দ্বারা অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন হয়ে সেই সেই বিচারহীন হয়ে পড়ল যবন, একপ ভাব।

১১। জী. ১০।

স তাবৎ তস্ত রুষ্টস্ত দৃষ্টিপাতেন ভারত ।

দেহজেনাগ্নিনা দন্ধো ভস্মসাদভবৎ কণাৎ ॥১২॥

১২। অন্নম্নঃ ভারত ! (হে রাজন্!) স (যবনঃ) তাবৎ রুষ্টস্য (ক্রুদ্ধস্য) তস্য (মুচু-
কন্দস্য) দৃষ্টিপাতেন দেহজেন অগ্নিনা (দৃষ্টিপাতেন সংদীপ্ত যঃ স্বদেহজোহিগ্নিঃ তেন) দন্ধঃ [সন্]
কণাৎ ভস্মস্মাৎ অভবৎ ॥

১২। য়লাবুবাদঃ হে রাজা পরীক্ষিৎ! তাবৎ রুষ্ট সেই মুচুকুন্দের দৃষ্টিপাতে প্রজ্জ্বলিত
স্বদেহাগ্নি দ্বারা দন্ধ হয়ে কালযবন কণমায়ে ভস্মীভূত হয়ে গেল ।

১১। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ চিরমিতি—বৈবস্বতমন্তরাত্তর্যুগে ত্রেতায়াং জাতস্য
তস্য সাত্ৰাজ্যে দেবসাহায্যাৎ শনৈরिति—বলান্নিদ্রাভঞ্জন ঘূর্ণাব্যাপ্তত্বাৎ ॥জি০ ১১॥

১১। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ চিরত্মপ্ত—দীর্ঘকাল ঘুমিয়ে আছেন কেন? এরই
উল্লেবে—বৈবস্বত মন্তরে আত্ম চতুর্য়ুগে ত্রেতায় জাত তার সাত্ৰাজ্যে দেবতাদের সাহায্য হেতু তাদের
কাছে দীর্ঘঘুমের বর প্রাপ্ত হয়েছিলেন ॥জি০ ১১॥

১-১১। শ্রীবিষ্মনাথ টীকাঃ। সোহপি কালযবনোহপি অত্য় নরং দদর্শ ॥বি০ ১-১১॥

১-১১। শ্রীবিষ্মনাথ টীকানুবাদঃ। সোহপি—কালযবনও। দদৃশে বরম্—অত্য় একটি
লোককে দেখলো ॥বি০ ১-১১॥

১২। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ যাবদ্রাক্ষীভাবদেবেতি—দাহস্য দর্শনসমকালতোজ্ঞা,
কণাদিতি চ—ভস্মসাস্তবনে শীঘ্রত। ভারতেতি—মহাবংশ-জাতেন ভবতেতি, মহাবংশানাং তাদৃশ-
প্রভাবে কিমপ্যাশ্চর্য্যং ন মন্তব্যমিতি। অতন্ত্যোতি—তস্য মহাপুরুষস্য নব ক্রোধদৃষ্ট্যাগ্নিস্তে দন্ধঃ,
দেবাদিবরুণলক্ষণমিতি জীবাদরায়ণের্মতম্; অতএব স নাত্র প্রস্তুতে। ‘স্বপন্তং যো গুহামধো’
ইতোতদগ্রে পশুন্ত বিগীতমসংলগ্ধ। শ্রীপরাক্ষরবৈশম্পায়ন-মতে তু বরাদেব তৎ। তথা চ শ্রীবিষ্ণু-
পুরাণে—‘প্রোক্তচ দেবৈঃ সংসৃপ্তং যন্তামুখাপয়িষ্ঠতি। দেহজেনাগ্নিনা সত্য়ঃ স তু ভস্মীভবিষ্ঠতি ॥’ ইতি;
শ্রীহরিবংশে চ দেবেষু তৎপ্রার্থনে—‘প্রসৃপ্তং বোধয়েদেয়া মাং তং দহেয়মহং শূরাঃ। চক্ষুর্বা ক্রোধ-
দীপ্তেন এবমাহ পুনঃ পুনঃ ॥’ এবমস্তিতি তং শত্রু উবাচ ত্রিদশৈঃ সহেতি। অনেন স্বনিজাপ্রার্থন-
মিদং ভগবদর্শনং যাবদভবিষ্ঠতি, তাবদ্যম নিদ্রেব সমীচীনা, ন তু জাগরণমিত্যভিপ্রায়েণ; জাগরণ-
হেতুমাহ—প্রার্থনা চ পূর্ববদস্বরসেনানাশনার্থমসৌ ভক্তোহপি মাং ন জাগরয়েদিত্যভিপ্রায়েণ ॥

১২। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ। যাবদ্রাক্ষীভাবদেবেতি—দাহস্য দর্শনসমকালতোজ্ঞা, কণাদিতি চ—ভস্মসাস্তবনে শীঘ্রত। ভারতেতি—মহাবংশ-জাতেন ভবতেতি, মহাবংশানাং তাদৃশ-প্রভাবে কিমপ্যাশ্চর্য্যং ন মন্তব্যমিতি। অতন্ত্যোতি—তস্য মহাপুরুষস্য নব ক্রোধদৃষ্ট্যাগ্নিস্তে দন্ধঃ, দেবাদিবরুণলক্ষণমিতি জীবাদরায়ণের্মতম্; অতএব স নাত্র প্রস্তুতে। ‘স্বপন্তং যো গুহামধো’ ইতোতদগ্রে পশুন্ত বিগীতমসংলগ্ধ। শ্রীপরাক্ষরবৈশম্পায়ন-মতে তু বরাদেব তৎ। তথা চ শ্রীবিষ্ণু-পুরাণে—‘প্রোক্তচ দেবৈঃ সংসৃপ্তং যন্তামুখাপয়িষ্ঠতি। দেহজেনাগ্নিনা সত্য়ঃ স তু ভস্মীভবিষ্ঠতি ॥’ ইতি; শ্রীহরিবংশে চ দেবেষু তৎপ্রার্থনে—‘প্রসৃপ্তং বোধয়েদেয়া মাং তং দহেয়মহং শূরাঃ। চক্ষুর্বা ক্রোধ-দীপ্তেন এবমাহ পুনঃ পুনঃ ॥’ এবমস্তিতি তং শত্রু উবাচ ত্রিদশৈঃ সহেতি। অনেন স্বনিজাপ্রার্থন-মিদং ভগবদর্শনং যাবদভবিষ্ঠতি, তাবদ্যম নিদ্রেব সমীচীনা, ন তু জাগরণমিত্যভিপ্রায়েণ; জাগরণ-হেতুমাহ—প্রার্থনা চ পূর্ববদস্বরসেনানাশনার্থমসৌ ভক্তোহপি মাং ন জাগরয়েদিত্যভিপ্রায়েণ ॥

১২। শ্রীজীব বৈ. ত্তো. টীকাব্রবাদ : তস্য—সেই ক্রুদ্ধ লোকটির দৃষ্টিপাতে প্রজ্বলিত স্বদেহজ যে অগ্নি তার দ্বারা (ভস্মীভূত)। —সেইরূপই বর প্রার্থন হেতু সেই বরদান—তথা শ্রীহরিবংশে—‘হে দেবগণ ! নিদ্রিত হলে আমাকে যে জন জাগাবে আমি ক্রোধদীপ্ত দৃষ্টিপাতে তাকে ভস্মীভূত করব’—এরূপ বর পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা মুচুকুন্দ করল—দেবতাদের সহিত ইন্দ্র তাঁকে আশীর্বাদ করল “তথাস্তু।” —এখানে এই প্রার্থিত নিদ্রা যাবৎ বৃদ্ধ গর্গোল কৃষ্ণদর্শন ঘটবে, তাবৎই নিদ্রা আমার সুখকর হবে, জাগরণ নয়। তাঁর দর্শন-সমুৎকণ্ঠ আমার পক্ষে বহুতর চতুষ্টয় অবিচ্ছিন্ন-কাল জাগরণে কাটানো সম্ভব নয়। কিন্তু নিদ্রা মধ্যে এই সমস্ত কালটাই ক্ষণপ্রায় হয়ে যাবে। ঐ প্রার্থনায় এরূপই অভি-প্রায়। ক্রোধকরণক-দাহ প্রার্থন কিন্তু উপলক্ষন মাত্র। এই অধ্যায়ের পরবর্তী ২০ শ্লোকের পর ‘স্বপন্তং হ্যং’ ইত্যাদি শ্লোক নিন্দিত ও অসংলগ্ন।

শ্রীপরাশর-বৈশম্পায়ণ মতে কিন্তু দেবতা-বরের প্রভাবেই উহা হয়েছে। তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—‘মুচুকুন্দকে দেবভারা বর দিলেন —‘তুমি নিদ্রিত হলে যে তোমাকে জাগাবে সে তোমার দেহজ-অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হবে তৎক্ষণাৎ।

শ্রীহরিবংশ-শ্রীমুচুকুন্দের প্রার্থনা—‘হে দেবগণ ! নিদ্রিত হলে আমাকে যে জাগাবে আমি ক্রোধ-দীপ্ত দৃষ্টিদ্বারা তাকে ভস্মীভূত করব।’ এরূপ বর বার বার প্রার্থনা করল মুচুকুন্দ।—দেবতাদের সহিত ইন্দ্র তাঁকে আশীর্বাদ করলেন তথাস্তু। যাবৎ ভগবৎ-দর্শন না হয় সে কাল পর্যন্তই আমার নিদ্রা যাওয়াই সমীচীন, জাগরণ নয়, এরূপ অভিপ্রায়। কৃষ্ণদর্শন কাল এসে গিয়েছে। এই মুচুকুন্দ দেবতাদের দ্বারা প্রার্থিত হয়েছিল—অমুরসেনা নাশের জ্ঞা—এই মতোই আবার-না অমুরসেনা নাশের জ্ঞা ইন্দ্রাদি দেবভারা আমাকে জাগায়, এই অভিপ্রায়ে উক্ত প্রার্থনা (হরিবংশে) ॥ জী. ১২॥

১২। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : তস্য ক্রুদ্ধস্য দৃষ্টিপাতে সংদীপ্তো যঃ স্বদেহজোহগ্নিস্তেনেতি তথৈব তদ্বরপ্রার্থনাতদ্বরদানাচ্চ। তথা হরিবংশে “প্রস্তুপ্তং বোধয়েদযো মাং তং দহেয়মজং সুরাঃ। চক্ষুযা ক্রোধদীপ্তেন এবমাহ পুনঃ পুনঃ”রিত্যে। অত্র নিদ্রাপ্রার্থনমিদং বৃদ্ধগর্গোল-কৃষ্ণদর্শনং যাবত্তবিধাতি তাবন্নি দ্বৈব মম সুখায় ন তু জাগরঃ। তদর্শনসমুৎকণ্ঠস্য মম বহুতরচতুষ্টয়াবচ্ছিন্নঃ কালো জাগরণে যাপয়িতু-মশকাঃ নিদ্রয়া তু তাবানপি কালঃ ক্ষণপ্রায় এব ভবিষ্যতি ইত্যভিপ্রায়েণ। ক্রোধকরণকদাহপ্রার্থনং তু শক্রং ভীষ্ময়িতুমেবাণ্যথা স্ববৈরিঘাতনার্থং পুনরপি তং শক্রোজাগরয়েদিত্যভিপ্রায়েণ। ততশ্চ তদ্বরো বিষ্ণুপুরাণে যথা,—“প্রোক্তশ্চ দৈবৈঃ সংস্পৃগুং যন্তামুথাপরিষ্যতি। দেহজেনাগ্নিনা সতঃ সতু ভস্মীভবি-ষ্যতী”তি ॥ বি. ১২॥

১২। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাব্রবাদ : ‘বাবদ্রাক্ষীং তাবৎএব ইতি’ এইরূপে দাহের আর দর্শনের সমকাল উক্ত হল, আর ‘ক্ষণাৎ’ শব্দ প্রায়ে ভস্মসাৎ হওয়া বিষয়ে শীঘ্রতা বুঝানো হল। ভারত !

শ্রীরাজোবাচ

কৌ নাম স পুমান্ ব্রহ্মান কস্য কিংবীৰ্য্য এব চ ।

কস্মাদ্গুহাং গতঃ শিশ্বে কিং তেজো যবনাদ্ নঃ ॥১৩॥

শ্রীশুক উবাচ ।

স ইক্ষাকুকুলে জাতো মাঙ্কাত্তনয়ো মহান্ ।

যুচুকুন্দ ইতি খ্যাতো ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসঙ্গরঃ ॥১৪॥

১৩। অন্নয়ঃ রাজা (পরীক্ষিৎ) উবাচ—[হে] ব্রহ্মণ্ (হে মুনিবর) যবনাদ্ নঃ (যবন বিনাশনঃ সঃ) পুমান্ (পুরুষঃ) কঃ নাম (কো ভবতি) কস্ম (কস্ম বংশঃ) কিংবীৰ্য্যঃ (কীদৃক্ প্রভাববান্) কিং তেজঃ (কস্ম বীৰ্য্য অর্থাৎ পুত্রঃ) কস্মাৎ (হেতোঃ) গুহা গতঃ [সন্] শিশ্বে (অবশিষ্ট) এব চ (তৎসর্বং বদ ইত্যর্থঃ) ।

১৪। অন্নয়ঃ শ্রীশুক উবাচ—স মহান্ (মহাভাগবত) ইক্ষাকুকুলে জাতঃ মাঙ্কাত্তনয়ঃ যুচুকুন্দ ইতি (নাম্না) খ্যাতঃ ব্রহ্মণ্যঃ (ব্রহ্মপরায়ণঃ) সত্যসঙ্গরঃ (সত্যঃ 'সঙ্গরো' যুদ্ধ প্রতিজ্ঞা বা যশ্চ সঃ তাদৃশো বভূব) ।

১৩। যুগ্মাবুবাদঃ হে মুনিবর, উক্ত কালযবন বিনাশন হেতু কে? তিনি কোন্ বংশ-জাত? কার পুত্র? তাহার প্রভাবই বা কিরূপ? এবং কি জন্মই বা তিনি গিরিগুহায় শয়ন করে ছিলেন? তা সবকিছু বিস্তারিত ভাবে বলুন ।

১৪। যুগ্মাবুবাদঃ শ্রীশুকদেব বললেন, হে রাজা পরীক্ষিত! উক্ত পুরুষ মহাভাগবত, ইক্ষাকুবংশে জাত, রাজা মাঙ্কাতার পুত্র, ব্রহ্মপরায়ণ এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ ।

- হে রাজা পরীক্ষিৎ! তুমি মহাবংশ জাত হওয়া হেতু তোমার দ্বারা মহাবংশ জাত জনদের তাদৃশ প্রভাবে কোনও আশ্চর্য বোধ করা উচিত নয়। অতএব তস্যা ইতি—সেই মহাপুরুষের যে নব ক্রোধ-দৃষ্টাগ্নি, তার দ্বারাই দন্ধ হল যবন—দেবাদির বরতো ইন্দ্রকে ভয় দেখাবার জন্মই, অতথা নিজ শত্রু বধের জন্য পুনরায়ও তাকে জাগাতে পারে ইন্দ্র, এই অভিপ্রায়ে। অতঃপর সেই বর বিষ্ণুপুরাণে, যথা—দেবতাদের দ্বারা স্পষ্ট করে উক্ত হ'লেন 'গভীর নিদ্রায় মগ্ন তোমাকে যে উঠাবে তোমার দেহজ-অগ্নি দ্বারা সে সত্তা ভস্মীভূত হবে।' ৷বিং ১২॥

১৩। শ্রীজীব বৈং তোং টীকাঃ কো নাম কিং নামেত্যর্থঃ; যদ্বা নাম প্রাকাশে কঃ, কেন জাত্যাদিনা প্রসিদ্ধঃ, কিং জাতিঃ, কিং নাম চ ॥ জীং ১৩॥

১৩। শ্রীজীব বৈং তোং টীকাবুবাদঃ কো নাম—নাম কি? অথবা, পরিচয় কি? কোন জাত্যাদিতে প্রসিদ্ধ, কি জাতি ও নাম ॥ জীং ১৩॥

স যাচিতঃ সুরগণৈরিজ্জাঠৈরাশ্বরক্ষণে।

অসুরেভ্যঃ পরিত্রস্তৈস্তদ্রক্ষাং সোহকরোচ্চিরম্ ॥১৫॥

লক্ষা গুহং তে স্বঃপালং যুচুকুন্দমথাক্রবন্।

রাজন্ বিরমতাং কৃচ্ছাদ্ভবান্ নঃ পরিপালনাং ॥১৬॥

১৫। অশ্বয় : সঃ (যুচুকুন্দঃ) অসুরেভ্যঃ পরিত্রস্তৈঃ (অতিভীতৈঃ) ইজ্জাঠৈঃ সুরগণৈঃ আশ্বরক্ষণে যাচিতঃ (অভূদিতিশেষঃ) [ততঃ] সঃ চিরং তদ্রক্ষাং (তেষাং দেবানাং রক্ষাং) অকরোৎ ॥

১৬। অশ্বয় : অথ (অনন্তরঃ) তে (সুরগণাঃ) গুহং (কার্তিকৈয়ং) স্ব পালং (স্বর্গপালকং সেনাং) লক্ষা (প্রাপ্য) যুচুকুন্দং অক্রবন্ (উচুঃ) [হে] রাজন্! (হে যুচুকুন্দঃ!) ভবান্ নঃ অস্ম্যকং পরিপালনাং পরিরক্ষণরূপাং কৃচ্ছাং (ক্লেশাং অধুনা) বিরমতাং।

১৫। যুলাবুবাদ : ইজ্জাঠি দেবগণ অসুরগণের ভয়ে অতিশয় ভীত হয়ে আশ্বরক্ষার নিমিত্ত যুচুকুন্দের সাহায্য প্রার্থনা করায় তিনি বহুকাল তাদিকে রক্ষা করেছিলেন।

১৬। যুলাবুবাদ : অনন্তর দেবগণ কার্তিককে স্বর্গের রক্ষকরূপে প্রাপ্ত হয়ে যুচুকুন্দকে বললেন, “হে রাজন! আপনি এখন আমাদের পরিপালন রূপ কষ্ট হতে বিশ্রাম লাভ করুন।”

১৪। শ্রীজীব বৈ। তো। টীকা : মহান্ মহাভাগবতঃ। জী। ১৪।

১৪। শ্রীজীব বৈ। তো। টীকাবুবাদ : মহাব্, — মহাভাগবত। জী। ১৪।

১৫। শ্রীজীব বৈ। তো। টীকা : আশ্বরক্ষণে নিমিত্তে যাচিতশিরং কতিচিং চতুর্য়ুগাণি।

জী। ১৫।

১৫। শ্রীজীব বৈ। তো। টীকাবুবাদ : আশ্বরক্ষণে—‘স যাচিত আশ্বরক্ষণ নিমিত্তে ইজ্জাঠির দ্বারা যুচুকুন্দ প্রার্থিত চিরং—কোনও এক চতুর্য়ুগে। জী। ১৫।

১৩-১৫। শ্রীবিষ্ণুস্বাথ টীকা : কস্য বংশ্যঃ কিং বীৰ্য্যঃ কিং প্রভাবঃ কিং তেজঃ কস্য বীৰ্য্যং কস্য পুত্র ইত্যর্থঃ। বি। ১৩-১৫।

১৩-১৫। শ্রীবিষ্ণুস্বাথ টীকাবুবাদ : কস্য—কার বংশ। কিংবীৰ্য্য—কি প্রভাব, কি তেজ। কস্যবীৰ্য্যং—কার পুত্র। বি। ১৩-১৫।

১৬। শ্রীজীব বৈ। তো। টীকা : অথ কাংস্মৈন কৃচ্ছাদ্ভুংথৈকরূপাং। জী। ১৬।

১৬। শ্রীজীব বৈ। তো। টীকাবুবাদ : অথ—সম্পূর্ণরূপে বৃচ্ছাং-ভুংথৈকরূপ থেকে বিরমতাং—বিশ্রাম নিম্ন। জী। ১৬।

নরলোকং পরিত্যজ্য রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ।

অস্মান্ পালয়তো বীর কামান্তে সৰ্ব্ব উজ্জ্বিতাঃ ॥১৭॥

সুতা মহিষ্যো ভবতো জ্ঞাতয়োহমাত্যমস্তুনিঃ ।

প্রজাশ্চ তুল্যকালীয়া নাধুনা সন্তি কালিতাঃ ॥১৮॥

১৭। অন্নয়ঃ : বীর ! নরলোকং নিহত কণ্টকম্ (শত্রু রহিতং) রাজ্যং [চ] পরিত্যজ্য অস্মান্ পালয়তঃ (অস্মাকম্, রক্ষণং কুৰ্বতঃ) তে (তব) সৰ্বে কামাঃ (বিষয়াঃ) উজ্জ্বিতাঃ (তাক্তাঃ) ।

১৮। অন্নয়ঃ : ভবতঃ (তব) তুল্যকালীয়াঃ (সমকালবর্তিনঃ) সুতাঃ মহিষ্যঃ (স্ত্রিয়ঃ) জ্ঞাতয়ঃ অমাত্যাঃ (পার্ষদাঃ) মস্তুনিঃ প্রজাশ্চ [এতে] কালিতাঃ (কালেন বিনাশিতাঃ সন্তঃ) অধুনা ন সন্তি ।

১৭। মূলানুবাদঃ : হে বীর আপনি শত্রুরহিত ভূমণ্ডল ও রাজ্য পরিত্যাগ করত আমাদিকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে করতে আপনার সর্ববিষয় বিসর্জনে গিয়েছে ।

১৮। মূলানুবাদঃ : আপনার সমকালবর্তী পুত্র, মহিষী, জ্ঞাতী, পার্শদ মন্ত্রী, প্রজা—এরা সকলেই কালবশে বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছে, অধুনা আর নেই ।

১৭। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকা : কামা বিষয়াঃ, রাজ্যক্ষেতি পাঠে রাজ্যং নীতি কচিং ॥

॥জী ১৭॥

১৭। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকানুবাদঃ : কামাঃ—বিষয়সমূহ । ‘রাজ্যং’ একপ পাঠের স্থানে কোথাও কোথাও ‘রাজ্যং নীতি’ । জী. ১৭ ॥

১৬-১৭। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : গুহং কার্তিকেষম্ । বি. ১৬-১৭ ॥

১৬-১৭। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদঃ : গুহং—কার্তিককে । বি. ১৬-১৭ ॥

১৮। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকা : অমাত্যাঃ পার্শদা মস্তুনিঃপ্রজাশ্চ তুল্যকালীয়া ইত্যত্র তুল্যকালীনা ইতি কচিং । জী. ১৮ ॥

১৮। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকানুবাদঃ : অমাত্যাঃ—পার্ষদসকল । ‘মস্তুনিঃ’ পার্শদের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষ । ‘তুল্যকালীয়া’ স্থানে ‘তুল্যকালীনা’ কচিং ॥ জী. ১৮ ॥

১৮। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : কালিতাশ্চালিতাঃ ॥ বি. ১৮ ॥

১৮। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদঃ : কালিতাঃ—ইতঃস্ততঃ পরিচালিত । অর্থাৎ দেহান্তর প্রাপ্ত হয়েছে । বি. ১৮ ॥

কালো বলীয়ান্ বলিনাং ভগবানীশ্বরোহব্যয়ঃ ।

প্রজাঃ কালয়তে ক্রীড়ন্ পশুপালো যথা পশুন্ ॥১৯॥

বরং বৃণীষ ভদ্রং তে স্নাতে কৈবল্যমগ্না নঃ ।

এক এবেশ্বরস্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ ॥২০॥

১৯। অর্থঃ : পশুপালঃ পশুন্ যথা (পশুন্ ইব ভদ্রং) বলিনাং বলীয়ান্ ভগবান্ ঈশ্বরঃ
নিয়ন্তা অব্যয়ঃ (অনাগন্ত-প্রবাহঃ) ক্রীড়ন্ কালঃ প্রজা কালয়তে (অগ্নয়তি নয়তি) ।

২০। অর্থঃ : তে (তব) ভদ্রং (মঙ্গলং, অস্ত) অগ্নয়ঃ (অশ্মান, প্রতি) কৈবল্যং (সংসার
নিবৃত্তিপূর্বকং পরমপদপ্রাপ্তি) স্নাতে (বিনা, অগ্নিমিত্যর্থঃ) বরং বৃণীষ (প্রার্থয়) [যতঃ] অব্যয়ঃ
ভগবান্ (সর্বৈশ্বর্যযুক্তঃ) বিষ্ণুঃ এক এব তস্য (কৈবল্যস্য) ঈশ্বরঃ (প্রদান সমর্থঃ) ।

১৯। মূল্যাবাদঃ : পশুপালক যেমন যথেষ্টভাবে পশুদের পরিচালিত করে সেইরূপ শ্রীভগবান্
থেকে অভিন্ন ঈশ্বর হওয়া হেতু নিয়ন্তা, অনন্ত প্রবাহমান, বলবানদের মধ্যেও মহাবলবান্ কাল
প্রাণিমাত্রকেই যথেষ্ট ইত্যন্ততঃ পরিচালিত করে ।

২০। মূল্যাবাদঃ : হে রাজন্ ! (সাধারণ উক্তি) আপনার তাবৎ মঙ্গল হোক । (বিশেষ
উক্তি হল) অগ্ন আপনি আমাদের নিকট কৈবল্য (সংসার নিবৃত্তি পূর্বক পরমপদপ্রাপ্তি) ব্যতীত
অগ্নবর প্রার্থনা করুন, যেহেতু সর্বশক্তিমান, তুরি তুরি দানেও অপক্ষয় শূন্য সর্বশক্তিমান, বিষ্ণুই
কৈবল্য দানে সমর্থ ।

১৯। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকা : ভগবানিতি—শ্রীনারায়ণশক্তিগুণে তদভেদাৎ, অতএবেশ্বরো
নিয়ন্তা, ন বোভীত্যব্যয়ঃ অনাগন্তপ্রবাহঃ ; কালয়তেইগ্নয়তি নয়তি । নন্ব কিমর্থম্ ? তত্রাহ—ক্রীড়ন্
তাদৃশ্যেব তস্য ক্রীড়েত্যর্থঃ, ইতি তস্য বলীয়ন্তাতিশয়ো দর্শিতঃ । পশুপাল ইতি—তেষু তস্য স্বাচ্ছন্দো
দৃষ্টান্তঃ ॥ জীঃ ১৯ ॥

১৯। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকানুবাদঃ : কালঃ—ভগবান্ ঈশ্বরঃ, অব্যয় । 'কাল'কে ভগ-
বান্ বলার কারণ ইহা শ্রীনারায়ণ শক্তি হওয়া হেতু শ্রীভগবান্ থেকে অভিন্ন । অতএব এই কাল
'ঈশ্বর' অর্থাৎ নিয়ন্তা । অব্যয়ঃ—ন বোভি [বি+অভীত (গত) হয় না] তাই অব্যয়ঃ অর্থাৎ
অনাগ্নি অনন্ত এই কালের প্রবাহ । প্রজা কালয়ন্ত—অগ্নয়তি নিয়ে যায় । কেন নিয়ে যায় ? এরই
উত্তরে বলা হচ্ছে, ক্রীড়ন্—একপই তার ক্রীড়া—একপে কালের বলাতিশয় দেখান হল । পশু-
পালা' ইতি—এই দৃষ্টান্তে চালনা বিষয়ে তাঁর স্বাচ্ছন্দ দেখানো হল । জীঃ ১৯ ॥

১৯। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : কেন কালিতা ইত্যত আচ্ছঃ,—কাল ইতি ॥ বিঃ ১৯ ॥

এবমুক্তঃ স বৈ দেবানভিবন্দ্য মহাযশাঃ ।
 (নিদ্রামেব ততো বরে স রাজা শ্রমকর্মিতঃ ।
 যঃ কশ্চিন্মম নিদ্রায়া ভজং কুর্যাৎ সুরোত্তমাঃ ।
 স হি ভস্মাভবেদাশু তথোক্তশ্চ সুরৈস্তদা ।
 স্বাপং যাতং য মধ্যোক্তু বোধয়েৎ ত্রামচেতনঃ ।
 স ত্রয়া দৃষ্টমাত্রস্তু ভস্মাভবতু তৎক্ষণাৎ ॥
 অশ্রিয়িষ্ট গুহাবিষ্টো নিদ্রয়া দেবদত্তয়া ॥২১॥

২১। অন্নয়ঃ : এবং উক্তঃ মহাযশাঃ স বৈ (মুচুকুন্দঃ) দেবান্ অভিবন্দ্য গুহাবিষ্টঃ (গুহায়াং প্রবিষ্টঃ সন্) দেবদত্তয়া নিদ্রয়া অশ্রিয়িষ্ট (শেতে স্ম) ।

২১। মূল্যাবাদঃ : এইরূপে দেবগণের দ্বারা উক্ত হয়ে মহাযশা মুচুকুন্দ তাঁদিকে বন্দনা করত পর্বতগুহায় প্রবিষ্ট হয়ে দেবদত্ত নিদ্রায় শুয়ে থাকলেন ।

১৯। শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকানুবাদঃ : কার দ্বারা পরিচালিত । এরই উদ্ভবে বলা হল, কাল ইতি । বি০ ১৯ ॥

২০। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা : ভজং ত ইতি সামান্যতস্তাবনুঙ্গলং তব ভূয়াং, বিশেষ-
 তস্ত বরং বৃণীষ্যত্যাঃ । কৈবল্যাং সংসারনিবৃত্তিপূর্বকং পরমপদপ্রাপ্তিঃ, বিষ্ণুরৈবৈক ঈশ্বরঃ প্রদানসমর্থঃ ।
 তত্র হেতুঃ—ভগবান্ সর্বশক্তিযুক্তঃ, অসংখ্যোভ্যস্তদাদিদানেইপ্যব্যয়ঃ, ন ত্বম্বাদিবদল্লশক্তিঃ, তপআদি-
 ব্যাহেন সব্যয়ো বা ॥ জী০ ২০ ॥

২০। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ : ভজং তে—সাধারণ ভাবে বলা হল, তোমার
 ভাবং মঙ্গল হউক । বিশেষভাবে বলা হল, বর প্রার্থনা কর । কৈবল্যাং—সংসার নিবৃত্তিপূর্বক পরম-
 পদপ্রাপ্তি ঈশ্বরঃ—প্রদানেসমর্থ বিষ্ণুএকএব—এক বিষ্ণুই । এ বিষয়ে হেতু ভগবান্—তিনি যে
 সর্বশক্তিমান এবং অব্যয়—অসংখ্যজনকে সেসব মঙ্গলাদি দানেও অব্যয়ঃ—অপক্ষয়শূন্য । কিন্তু
 আমাদের মত অল্পশক্তি নন, তপাদি ব্যয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত বা ॥ জী০ ২০ ॥

২১। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা : মহাযশাঃ ইত্যস্তায়াং ভাবঃ—শ্রীবিষ্ণুরৈবৈকঃ কৈবল্যাদাতা
 চেতহৌতৈরত্বেণ কিং, প্রত্যুতাতদর্শনমপ্যায়োগ্যমতদুদর্শনং যাবৎ তৎপ্রিয়তম-শ্রীমথুরাস্তিকে বিবিভে
 স্তপ্তমেবাহামীতি নিদ্রায়া এব বরণাং । সর্বতো মহাযশো বিততানেতি এবং দেবৈরপি তদনুমোদনা-
 ক্য দ্বভেন দত্তয়া ; তচ্ছয়নগুহা তু শ্রীমথুরামণ্ডলস্ত দক্ষিণসীমায়াং খলপুর্গগিরিমধ্যে লোকপ্রসিদ্ধা ; যা
 তু মথুরাপরিক্রম-প্রসঙ্গে শ্রীবরাহদেবেন পুর্যাস্তরেষোক্তা, সা তদনুকারি-দেবালয় এব জ্ঞেয়ঃ, শ্রীযশোদা-
 লয়বদিগরিগহ্বর ইতি বক্ষ্যমাণাং ॥ জী০ ২১ ॥

যবনে ভস্মসান্নীতে ভগবান্ সাত্ত্বতৰ্ঘভঃ ।

আত্মানং দর্শয়ামাস মুচুকুন্দায় ধীমতে ॥২২॥

তমালোক্য ঘনশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্ ।

শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভেন বিরাজিতম্ ॥২৩॥

চতুর্ভুজং রোচমানং বৈজয়ন্ত্যা চ মালয়া ।

চারুপ্রসন্নবদনং ক্ষুরম্মকরকুণ্ডলম্ ॥২৪॥

প্রেক্ষণীয়ং নৃলোকস্থ সানুরাগস্মিতেক্ষণম্ ।

অপীব্যবয়সং মন্তমুগেন্দ্রোদারবিক্রমম্ ॥২৫॥

পর্যপৃচ্ছম্হাবুদ্ধিস্তেজসা তস্য ধর্মিতঃ ।

শঙ্কিতঃ শনৈকৈ রাজা দুর্দ্ধর্মিব তেজসা ॥২৬॥

২২। অন্নয়ঃ যবনে (কালযবনে) ভস্মসাৎ (ভস্মীভূতে সতি) ভগবান্ ধীমতে মুচুকুন্দায় আত্মানং (স্বরূপং) দর্শয়ামাস ।

২২। মূল্যাবুদঃ কালযবন ভস্মীভূত হলে, কৃষ্ণভক্তিতে একনিষ্ঠ হওয়া হেতু উদারবুদ্ধি মুচুকুন্দকে সর্বশক্তিমান কৃষ্ণ নিজরূপ দর্শন করালেন ।

২৩-২৬। অন্নয়ঃ ঘনশ্যামং, পীতকৌশেয় বাসসং, শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভেন বিরাজিতং (ভ্রাজমানেন তদ্বক্ষোলক কাস্তি বিশেষেণ কৌস্তুভেন বিরাজিতং) চতুর্ভুজং, বৈজয়ন্ত্যা মালয়া চ রোচমানং (শোভমানং) চারুপ্রসন্নবদনং, ক্ষুরম্মকরকুণ্ডলং, নৃলোকস্থ প্রেক্ষণীয়ং সানুরাগস্মিতেক্ষণং অপীব্যবয়সং ('অপীব্য' সুন্দরতরং 'ব্যো' নবযৌবনরূপং যস্য তং) মন্তমুগেন্দ্রোদারবিক্রমং (মন্তসিংহতুল্য মহাপরাক্রান্তং) তং (শ্রীকৃষ্ণং) আলোক্য তস্য তেজসা ধর্মিতঃ (অভিভূতঃ) মহাবুদ্ধিঃ রাজা [মুচুকুন্দঃ] শঙ্কিতঃ (কিং অয়ং ঈশ্বর ইব ইতি আগতশঙ্কঃসন্) তেজসা দুর্দ্ধর্ম [তং] শনৈকৈঃ (ক্রমশঃ) পর্যপৃচ্ছং ।

২৩-২৬। মূল্যাবুদঃ কৃষ্ণসৌন্দর্যবিশেষে আকৃষ্টচিত্ত শ্রীশুকদেব পুনরায় তাঁকে বর্ণনা কর-
ছেন, মুচুকুন্দের প্রশংসাগর্ভ চারটি শ্লোকে—

নবঘনশ্যাম, পীতকৌশেয়বাসা, শ্রীবৎসলাঙ্ঘিত বক্ষদেশা, দীপ্তকৌস্তুভমনি শোভমানা, চতুর্ভুজ, বৈজয়ন্তী মালায় দীপ্যমানা, চারুপ্রসন্নবদনা, দীপ্তমকরকুণ্ডলে শোভমানা, সর্বলোকের নয়নানন্দ, নবযৌবনরূপে সুন্দরতর, সানুরাগ মধুরহাস্যোজ্জ্বল নয়নে নিরীক্ষমান, মন্তসিংহতুল্য মহাপরাক্রান্ত কৃষ্ণকে দর্শন করে তাঁর তেজে অভিভূত ও ভীত হয়ে মহামতি মুচুকুন্দ তাঁকে ক্রমে ক্রমে সর্বতোভাবে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন ।

২১। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকাবুবাদ : মহাযশাঃ—এই কথাটার ভাব এইরূপ—
শ্রীবিষ্ণুই একমাত্র শুদ্ধা ভক্তিদাতা যদি হয় তা হলে অনেকে কি প্রয়োজন, শ্রুত অন্যদর্শনও অযোগ্য
কাজেই যাবৎ তাঁর দর্শন হয়, তাবৎ তাঁর প্রিয়তম মথুরার নিকটে নিজের ঘুমিয়ে থাকাই যুক্তিযুক্ত, ইহাই
বরণে হেতু ‘মহাযশাঃ’ সর্বত্র মহাযশ প্রখ্যাপিত যাঁর সেই মুচুকুন্দের দ্বারা এবং দেবতারাও
তা অনুমোদন করা হেতু তাঁদের দ্বারা দত্ত হল ঐ বর। সেই শয়নগুহা মথুরামণ্ডলের দক্ষিণ সীমানায়
ধবলপুর গুহা মধ্যে লোকপ্রসিদ্ধ। —যা মথুরাপরিক্রম প্রসঙ্গে শ্রীবরাহদেবের দ্বারা মথুরাপুরির
ভিতরে বলেই উক্ত হয়েছে। তবে উহা তদনুকারি দেবালয় রূপেই বিরাজমান, এরূপ বুঝতে হবে,
শ্রীযশোদা আলয়বৎ গিরিগহ্বর, এরূপ বক্তব্য থাকা হেতু ॥ জী. ২১ ॥

২২। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকা : ধীমতে বৃদ্ধৈকনিষ্ঠত্বং প্রশস্তবুদ্ধয়ে ॥ জী. ২২।

২২। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকাবুবাদ : মুচুকুন্দায় ধীমতে—‘ধীমতি মুচুকুন্দকে’—কৃষ্ণভক্তিতে
একনিষ্ঠ হওয়া হেতু উদার বুদ্ধি মুচুকুন্দকে ॥ জী. ২২ ॥

২০-২২। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : তস্য কৈবল্যস্য দাতৃত্যার্থঃ । বি. ২০-২২।

২০-২২। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুবাদ : তাঁর কৈবল্যের দাতা । বি. ২০-২২।

২০-২৬। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকা : তৎসৌন্দর্য্যবিশেষাকৃষ্টচিত্তঃ পুনর্মুচুকুন্দভাগ্য প্রশংসা-
গর্ভং বর্ণয়তি - তমিতি চতুঃকথা । ভ্রাজতা ভ্রাজমানেন তদ্বক্ষোল্লককান্তি বিশেষণ কৌস্তভেন বিরাজিতং,
বিশকো ভূষণান্তরাপেক্ষয়া পূর্বোক্তা পদ্মমালৈব, আপাদলম্বিতেন বনমালেতি পূর্বং নির্দিষ্টা, সং-
প্রতাস্মিন্ গর্গোপদেশানুসারেণ বৈজয়ন্তী, তয়া ক্ষুরিদিতি জ্ঞেয়ম্ । ইয়ন্ত পঞ্চবর্ণ-পুষ্পা ইতি—সর্বতদ-
ভূষণানাং ভগবদ্বদনন্তরূপত্বং ব্যঞ্জিতম্ । অপীব্যং সুলবতরং বয়ো নবযৌবনরূপং যন্ত তম্ ॥

রাজা তস্য তেজসা ধর্মিতঃ সন্ শনকৈঃ পর্যাপ্তঃ । যতো মহাবুদ্ধিরিতি শ্রীভগবদ্বেশেন নায়-
মশো মাং ভ্রময়তি, মদ্বিধর্ষক-প্রভাববহাভাবাদস্ত্যেতি বিচারসমর্থপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ । অতএব শঙ্কিতঃ
ক্রমশঃ খণ্ডনায় প্রথমং নানাবিতর্কং কৃতবানিত্যর্থঃ । শনকৈরিত্যত্র হেতুস্তুজসা হেতুনা দুর্দ্বিধং প্রশ্ন-
বিষয়মপি কর্তব্যং দুঃশকং তমিতি শেষঃ । ইবেতি ব্যাক্যলঙ্কারে । তথাপি পরি সর্বতো ভাবেনেতি
মহাবুদ্ধিগদেবেতি ভাবঃ । মহত্বপ্রাপ্ত শ্রীপ্রহ্লাদস্তেব ভক্তিবলং জ্ঞেয়ম্ ॥ জী. ২৩-২৬ ॥

২৩-২৬। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকাবুবাদ :

কৃষ্ণসৌন্দর্য্যবিশেষে আকৃষ্টচিত্তঃ শ্রীশুকদেব পুনরায় তাঁকে বর্ণনা করছেন মুচুকুন্দ
ভাগ্যপ্রশংসাগর্ভ চারটি শ্লোকে, তমালোক্য ইতি । ভ্রাজতকৌস্তভেব তাঁর বক্ষোল্লক কান্তি বিশেষে
দীপ্ত কৌস্তভের দ্বারা শোভমান বিরাজিতং—‘রাজিত’ শব্দ দিলেই চলত, কিন্তু অধিকন্তু ‘বি’
শব্দটা দেওয়া হল অগ্ণভূষণ পূর্বোক্ত পদ্মমালা অপেক্ষায় আপাদলম্বিত ভাবে বনমালা, ইহা পূর্ব-
নির্দিষ্ট । সংপ্রতি গলে গর্গমুনির উপদেশানুসারে ‘বৈজয়ন্তী’ মালা, এ হল কণ্ঠ থেকে জাহ্নুপর্যন্ত লম্বিত
পঞ্চবর্ণময়ী মালা, এ সবার দ্বারা দীপ্ত এরূপ বুঝতে হবে । ভগবানের মতো এই সর্বভূষণের অনন্ত-

শ্রীমুচুকুন্দ উবাচ ।

কো ভবানিহ সম্প্রাপ্তো বিপিনে গিরিগহবরে ।

পদ্ম্যাং পদ্মপলাশাভ্যাং বিচরন্ত্যরুকটকে ॥২৭॥

২৭। **অর্থ :** মুচুকুন্দ উবাচ ইহ উরুকটকে বিপিনে গিরিগহবরে ভবান্ কঃ পদ্মপলাশাভ্যাং পদ্মাং বিচরসি (কথং ভ্রমসি) ।

২৭। **মূল্যাবাদ :** কে আপনি এই অরণ্যে তার মধ্যেও আবার গিরিগহবরে ঘনকটকাকীর্ণ ছপ্রবেশ স্থানে পদ্মপলাশ সদৃশ চরণযুগলে বিচরণ করছেন ।

রূপত্ব ব্যঞ্জিত । **অপীব্যবয়সঃ**—সুন্দরতর ‘বয়ো’ নবযৌবনরূপবান্ কৃষ্ণকে ।

রাজা মুচুকুন্দ সেই কৃষ্ণের তেজের দ্বারা প্রমিতঃ—অভিভূত শক্তিতশ্চ ও ভীত হয়ে ।
—(কার এই তেজ ইত্যাদি শঙ্কমান) **শব্দক পর্যাপ্ত্যুচ্ছঃ**—ক্রমে ক্রমে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, যেহেতু ‘মহাবুদ্ধি’ শ্রীভগবৎ-সৌন্দর্যই আমাকে বিভ্রান্ত করে ফেলেছে, আমার মত জনের অভিভূতকারী প্রভাব দেখা যাচ্ছে । এ অত কিছু হতে পারে না, এরূপ বিচার সামর্থ্য জ্ঞানবান্ ।

—অতএব শঙ্কিত হ’লেন—ক্রমে ক্রমে শঙ্ক। খণ্ডনের জন্ত প্রথমে নানা বিচার করতে লাগলেন ।
শব্দকঃ—ক্রমে ক্রমে, এতে হেতু তেজসা দুর্দ্ধর্ষঃ—তেজ হেতু প্রবল পরাক্রান্ত কৃষ্ণকে প্রশ্নের বিষয় করাও দুঃশক, তথাপি [পরি + পৃচ্ছঃ] “পরি” সর্বতোভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, মহাবুদ্ধি থাকা হেতুই, এরূপ ভাব । ...এখানে ‘মহাবুদ্ধি’ শব্দে শ্রীপ্রহ্লাদের মত ভক্তিবলকেই বুঝতে হবে ।

॥জীং ২৩-২৬॥

২৫-২৬। **শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা :**—স্বপত্তমিতি পত্নং ন সর্বসম্মতম্ ।

শঙ্কিতঃ কিময়মীশ্বর এবোত্যাগতশঙ্কঃ । দুর্দ্ধর্মপ্রধৃগ্যম্ ইবেতি বাক্যালঙ্কারে ॥বিং ২৫-২৬॥

২৫-২৬। **শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুদ :** স্বপত্তম্ ইত্যাদি পত্ন সর্বসম্মত নয় ।

শঙ্কিতঃ—ইনি কি ঈশ্বরই হবেন বা, এরূপ আশঙ্কাস্থিত হল । **দুর্দ্ধর্মঃ**—অধৃগ্য অর্থাৎ অপরাধেয় যেন । **ইব**—এই শব্দটি বাক্যালঙ্কারে । বিং ২৫-২৬ ॥

২৭। **শ্রীজীবং ১০ তো টীকা :** প্রশ্নমেবাহ—ক ইত্যাদি-দ্বাভ্যাম্, তৈর্য্যাখ্যাংতঃ । তত্রোরুকটক ইত্যনন্তরং সংপ্রাপ্ত ইতি । তত্রাপি পদ্মোত্যাদি যোজ্যম্ । পদ্ম্যামিত্যাदिনা স্নেহো ব্যঞ্জিতঃ, প্রভাবশ্চ তর্কতঃ ॥জীং ২৭॥

২৭। **শ্রীজীবং ১০ তো টীকাবুদ :** কি প্রশ্ন, তাই বলা হচ্ছে, ক ইত্যাদি দুটি শ্লোকে । [শ্রীধরের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়েছে, যথা—**বিপিনে**—অরণ্যে তার মধ্যেও আবার গিরিগহবরে ঘনকটকাকীর্ণ ছপ্রবেশ স্থানে, পদ্মপলাশসদৃশ চরণযুগলে বিচরণ করছ]

কিং স্থিং তেজস্বিনাং তেজো ভগবান্ বা বিভাবসুঃ ।

সূর্যঃ সোমো মহেন্দ্রো বা লোকপালো পরোহপি বা ॥২৮॥

২৮। অর্থঃ : কিংস্থিং (বিতর্কে, কিং) তেজস্বিনাং তেজঃ (সর্বেষাং তেজস্বিনাং তেজঃ মূর্তিঃ প্রভাবঃ বা ভবতি), বা ভগবান্ বিভাবসুঃ (অগ্নিঃ) বা সূর্যঃ-সোমঃ (চন্দ্রঃ) মহেন্দ্রঃ (ইন্দ্রঃ) বা অপরঃ লোক-পালঃ (শিবাди অষ্টদিকপালঃ) অপি বা (ভবতি কিং)।

২৮। মূল্যাবাদ : যেমন যেমন প্রশ্নের উদয় হচ্ছে তেমন তেমনই জিজ্ঞাসা করছেন—
আপনি কি অখিল তেজস্বীদের পুঞ্জীভূত তেজঃ । অথবা ভগবান্ অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্র কিম্বা শিবাди অষ্টদিকপাল ?

ঘনকণ্টক ঐ গিরিগহবরের নিকটবর্তীস্থান সংপ্রাপ্ত । তথায়ও পদ্মপলাশসদৃশ চরণযুগলে বিচরণ করছ ।
—এতে মুহুন্দের কৃষ্ণ-স্নেহ ব্যঞ্জিত হল, এবং কৃষ্ণের প্রভাবও বিচারিত হল ॥জীঃ ২৭॥

২৮। শ্রীজীবৈবতো টীকা : স্থিং বিতর্কে । কিং তেজস্বিনামখিলানাং পুঞ্জীভূতং তেজঃ, অপি তু নেত্যর্থঃ । তদপেক্ষয়া তাবতোহপ্যল্লপ্রমাণত্বাদিতি ভাবঃ । এবমুত্তরত্রাপি অত্র টীকায়াং তেজে মূর্তিরিতি—তেজোরূপা মূর্তিরিত্যর্থঃ । প্রভাবো দীপ্তির্বা ইতি তচ্চ তেজঃ প্রভাব উচ্যতে, দীপ্তি-বৈত্যর্থঃ । তেজঃশব্দো হি ন মূর্তিবাচী, ‘তেজো বলে চ দীপ্তৌ চ তেজো ধান্নি পরাক্রমে । প্রভাব-রেতসোশ্চ’ ইত্যেতাবন্ম এবার্থা বিশ্বপ্রকাশাদৌ দর্শিতাঃ । মূর্তিরিত্যত্র মূর্তি ইতি নির্ণাতো বা পাঠঃ । তস্য প্রভাবদীপ্ত্যভ্যাং প্রাত্যেকমধর্য ইতি । মহাভূততেজোহংশরূপং তত্তেজোহপি কিয়দিত্যাহ—ভগবান্ ভগবদিভূতিরূপো মহাভূততেজোহধিষ্ঠাতরূপো দেবো বিভাবসুরপি নেত্যর্থঃ । ত্রয়ী-তন্মূহেন ততোহপি মহিষ্ঠমণ্ডলিত্বিত্যর্থঃ তদপ্যল্লপ্রমাণত্বেন খণ্ডয়তি—সূর্য ইতি । তেষামতাপহারকত্বমনাং হ্লাদকত্বং চাশঙ্ক্য চন্দ্রং বিতর্ক্য তমপি যথা খণ্ডয়তি—সোম ইতি । প্রভাবার্থমালম্ব্য মহেন্দ্রমপি তথা খণ্ডয়তি । মহেন্দ্রস্তত্ত্বৎসর্বদেবানামধিপোহপি ততোহন্যত্রাত্ত্বমনাস্ত্যাহ—লোকেতি । বা-শব্দঃ কটাক্ষে ।

॥ জীঃ ২৮ ॥

২৮। শ্রীজীবৈবতো টীকাবুবাদ : স্থিং কিং তেজস্বিনাং—কি অখিল তেজস্বীদের পুঞ্জীভূত তেজঃ ? —তা নয় কিন্তু, —তঁার অপেক্ষায় তাবৎ তেজই অল্পপ্রমাণ হওয়া হেতু । এই রূপে শ্লোকে ‘ভগবান্’ বা ইত্যাদি পরপর তেজোমূর্তির উল্লেখ । শ্রীধরে টীকা—প্রভাবো বা দীপ্তি, মূল শ্লোকের তেজকেও প্রভাব বলা হয়—বা দীপ্তি । শ্রীধর তেজ ও মূর্তিকে একই অর্থবাচক বলা হয়েছে—তেজ শব্দ কিন্তু মূর্তিবাচক নয়—‘তেজো বলে চ দীপ্তৌ চ তেজো ধান্নি-পরাক্রমে প্রভাবরেতসোশ্চ’ ইতি । এত পর্যন্তই অর্থ বিশ্বপ্রকাশাদিতে দেখান হয়েছে । মূর্তি স্থানে পাঠ

মন্যে ত্বাং দেবদেবানাং ত্রয়াণাং পুরুষৰ্ষভম্ ।

যদাধসে গুহাধ্বান্তং প্রদীপঃ প্রভয়া যথা ॥২৯॥

২৯। **অর্থঃ** যৎ (যস্মাৎ) প্রদীপঃ যথা [তথা] প্রভয়া (তেজসা) ত্বং গুহাধ্বান্তং (গুহাধ্বকার হৃদয়াজ্ঞানঞ্চ) বাধসে (দূরীকরোষি) [তস্মাৎ] ত্বাং দেবদেবানাং ('দেবানাং' ইন্দ্রাদীনাম্ অপি 'দেবানাং' শ্রেষ্ঠানাং) ত্রয়াণাং (ব্রহ্মা-বিষ্ণু শিবানাম্ মধ্যে) পুরুষৰ্ষভং (বিষ্ণুঃস্বরূপ মহাভগবত্বা-পর্যন্তবৈভবত্বাৎ সর্বপুরুষশ্রেষ্ঠ) মন্যে (সম্ভাবয়ামি) ।

২৯। **মূলানুবাদঃ** পূর্বে যাদের কথা বলা হল, তাদের উপরের প্রভাবশালীদেরও বিবেচনার মধ্যে এনে বলা হচ্ছে—

যেহেতু প্রদীপ যেমন স্থায়ী তেজের দ্বারা অন্ধকার দূর করে সেইরূপ আপনি নিজ দেহকান্তি দ্বারা গুহার অন্ধকার ও আমার হৃদয়ের অজ্ঞান দূর করছেন, এ জন্মই আমার মনে হয়, আপনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব এই তিনের মধ্যে [বিষ্ণু পর্যায়ে] সর্বপুরুষ শ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ।

হবে মূর্ত ইতি পাঠ । মহাভূতের তেজও আপনার তেজের অংশরূপ । মহাভূতের তেজ আর কত টুকু, এই আশয়ে বলা হল—**ভগবান্**—ভগবৎ-বিভূতিরূপ মহাভূত তেজের অধিষ্ঠাতৃ রূপ দেবতা বিভাবসু আপনার তেজের তুল্য নয় । এই তিন জন শরীরধারী হওয়া হেতু, এদের থেকেও মহিমাম্বিত অত্মদের বিচারের মধ্যে আনা হচ্ছে—তেজে কম হওয়া হেতু এদেরও খণ্ডন করা হচ্ছে—সূর্য ইতি—তার শীতলতাহারকত্বগুণ ও নিরানন্দতা আশঙ্কা করত—‘সৌম’ অর্থ চন্দ্রকে বিচারের মধ্যে নিয়ে আসা হল তাকেও পূর্ববৎ খণ্ডন করা হল । ‘প্রভাব’ অর্থ অবলম্বন করত মহেন্দ্রকে বিচারে আনলেও—পূর্ববৎ খণ্ডন করা হল । —মহেন্দ্র সেই সেই সর্বদেবের রাজা হলেও অন্যস্থানে উপেক্ষিত হওয়ায়—‘লৌকপাল’ শিবাди অষ্টদিকপালকে বিচারে আনা হল । বা শব্দ কটাক্ষে । জীঃ ২৮ ॥

২৭-২৮। **শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা :** পদ্মপলাশতুল্যাভ্যাং পদ্ম্যাম্ ॥বিঃ ২৭-২৮॥

২৭-২৮। **শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকানুবাদ :** পদ্মপলাশভ্যাম্, পদ্ম্যাম্—পদ্মপলাশতুল্য পদযুগলের দ্বারা । ॥বিঃ ২৭-২৮॥

২৯। **শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকা :** তেভ্য উর্দ্ধমপি বিবিচ্যাহ—মন্যে ইতি । ত্রয়াণাং মধ্যে পুরুষৰ্ষভং বিষ্ণুঃস্বরূপ মহাভগবত্বাপর্যন্তবৈভবত্বাৎ । সর্বপুরুষশ্রেষ্ঠো যন্তম্ । গুহয়োর্বাধ্যাত্মস্বরূপঃ গিরিকন্দরহৃদয়পোষ্যত্বং যথা স্বমন্ধকারং ত্বংখণ্ড প্রভয়া তেজসা । প্রদীপ ইবেতি—শশ্বৎ সর্বানুভূতেন দৃষ্টান্তিতং, ন তু যোগ্যতেন ॥জীঃ ২৯॥

২৯। **শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকানুবাদ :** উপরে যাদের কথা বলা হল তাদের থেকেও উচ্চ-কোটিতে যারা অবস্থিত তাদের বিচারের মধ্যে এনে বলা হচ্ছে—মন্যে ইতি—আমি মনে করি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-

শুশ্রীষতামব্যলীকমস্মাকং নরপুঙ্গব ।

৩০। স্বজন্ম কৰ্ম্য গোত্রং বা কথ্যতাং যদি রোচতে ॥৩০॥

৩০। অন্নয়ঃ [হে] নরপুঙ্গব (পুরুষোত্তম) অব্যালিক (নিজপ্রিয়ং স্বজন্ম-কর্ম-গোত্রং বা) শুশ্রীষতাং (শ্রুতং ইচ্ছতাং) অস্মাকম্ [সমীপে] যদি রোচতে কথ্যতাম্ ।

৩০। য়শাব্যবাদঃ হে পুরুষম্! আপনার জন্ম-কর্ম ও নাম শুনতে ইচ্ছুক আমাদের নিকট বলতে আজ্ঞা হোক যদি রুচি হয় আপনার ।

শিব—ব্রহ্মাণ্য—তিনের মধ্যে আপনি পুরুষম্ভূত—বিযুক্ত থেকে মহাভগবত্তা পর্যন্ত বৈভবতা হেতু সর্বপুরুষশ্রেষ্ঠ । গুহাধ্বান্তুঃ—গিরিকন্দের বাইরের ও ভিতরের ‘তম’ অন্ধকার এবং আমার হৃদয়-রূপের বাইরের-ভিতরের ‘তম’ ছুঃখ যথা প্রভয়া—তেজের দ্বারা । ‘প্রদীপ ইব ইতি’ এই উপমা সর্বদা চট করে যাতে সকলে বুঝতে পারে সেই জন্ত দেওয়া হয়েছে—উপযুক্ত হওয়া হেতু, যে তা নয় ।

॥ জীং ২৯ ॥

২৯। শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকাঃ গুহ্যো গিরিকন্দের মদন্তঃকরণযোধ্যাঃ তমস্তদন্ধকারমবিভ্রাঃ প্রদীপো মণিময়ঃ জ্ঞানময়শ্চ ॥ বিং ২৯ ॥

২৯। শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকানুবাদঃ প্রদীপ যেমন নিজ প্রভা দ্বারা অন্ধকার দূর করে, সেইরূপ আপনি নিজ দেহকান্তি দ্বারা গুহার অন্ধকার ও আমার হৃদয়ের অজ্ঞান দূর করছেন । বিং ২৯ ॥

৩০। শ্রীজীব বৈং তোঃ টীকাঃ নরপুঙ্গবেতি ভূমিস্পর্শাদি-মনুষ্যলীলাভিপ্রায়েণ, অতএবাব্যলীকং নিজপ্রিয়ং স্বজন্মাদিশুশ্রীষতামস্মাকং সকাশে কথ্যতাং ভবতেতি শেষঃ । তদনুত্তিঃ কৰ্ম্মণি প্রয়োগশ্চ গৌরবেণ । ‘ব্যলীকমপ্রিয়াকার্য্যাবলঙ্ঘ্যপি’ ইতি বিশ্বঃ । গোত্রং নাম; যদ্বা, অব্যালীকং নিষ্কপটং কথ্যতামিত্যম্বয়ঃ । বা সমুচ্চয়ে, যদ্বা, বিকল্পে । গুহ্যত্বেন্যেকতরমপি কথ্যতামিত্যর্থঃ । ‘যদি রোচতে’—ইতি বিনয়োক্তিঃ ॥ জীং ৩০ ॥

৩০। শ্রীজীব বৈং তোঃ টীকানুবাদঃ নরপুঙ্গব—ভগবানকে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ বলা হল ভূমিস্পর্শাদি মনুষ্যলীলা অভিপ্রায়ে । অতএব অব্যলীকং—নিজপ্রিয় আপনার জন্মাদি ‘ব্যলীকমপ্রিয়াকার্য্যাবলঙ্ঘ্যপি’ ইতি বিশ্ব । শূক্ষ্মতায়—শুনতে ইচ্ছুক আমাদের নিকট বলতে আজ্ঞা হোক । [শ্রীবলদেব—‘শুশ্রীষতামিতি’ বহুবচন প্রয়োগে মুচুকুন্দের নিজ গৌরব খ্যাপন—কৃষ্ণের থেকে প্রত্যুত্তর লাভের প্রয়োজনে নিজের নিকৃষ্টতা খ্যাপন অযোগ্য হেতু], গোত্রং—নাম । অথবা অব্যালিকং নিষ্কপটে অর্থাৎ অমায়ায় বলতে আজ্ঞা হোক । ‘যদি রোচতে’ যদি রুচি হয়—ইহা বিনয়োক্তি । ॥ জীং ৩০ ॥

বয়স্ত পুরুষব্যাস ! ঐক্ষাকাঃ ক্ষত্রবন্ধবঃ ।

মুচুকুন্দ ইতি প্রোক্তো যৌবনাশ্বাত্তজঃ প্রভো ! ॥৩১॥

৩১। অর্থঃ : পুরুষব্যাস ! বয়ঃ ঐক্ষাকাঃ (ইক্ষাকুবংশজাতঃ) ক্ষত্রবন্ধবঃ (নীচক্ষত্রিয়াঃ) প্রভো ! তু (কিল্ব) [তেযু মধ্যে অহং] যৌবনাশ্বাত্তজঃ (যুবনাশ্বাত্তাপত্যং পুন্মন্ যৌবনাশ্বঃ—মাক্ষাতা, তস্য আশ্বনঃ জায়তে ইতি যৌবনাশ্বাত্তজঃ) মুচুকুন্দ ইতি প্রোক্তঃ (মুচুকুন্দনামা কথিতঃ) ।

৩১। মূলানুবাদ : হে পুরুষব্যাস ! আমরা ইক্ষাকুবংশ জাত নীচ ক্ষত্রিয় । হে প্রভো ! তার মধ্যে আমি যুবনাশ্ব রাজার পুত্র মাক্ষাতা নামক রূপতির পুত্র মুচুকুন্দ ।

৩০। শ্রীবিষ্মবাস্য টীকা : ‘শুশ্রূষতা’মিতি বহুবচনে স্বর্গোরব প্রখ্যাপনং তৎপ্রতিবচন-শ্রবণার্থমেব স্বশ্রু নিকৃষ্টে প্রত্যুত্তরানর্হত্বাং ॥বিং ৩০॥

৩০। শ্রীবিষ্মবাস্য টীকানুবাদ : মুক্ষমতায়্ অম্মাকম্—শুনতে ইচ্ছক আমাদের নিকট, এই বহুবচন প্রয়োগে স্বর্গোরব খ্যাপন করা হল, কুষের থেকে উত্তর শ্রবণার্থেই । কারণ নিকৃষ্ট-জনে প্রত্যুত্তর অযোগ্য । বিং ৩০॥

৩১। শ্রীজীব বৈং ভোঃ টীকা : অহো মহত্তমস্য জন্মাদিপ্রশ্নে নীচকস্য কা শক্তিঃ, কথং বা তেন নীচে তৎ কথ্যতাম্ ? অত আশ্বনঃ সমর্পণার্থমাশ্বন এব জন্মাদিকং কথয়েয়ং, তৎপ্রসঙ্গাদসৌ স্বয়মপি তৎ কথয়েচ্চ । যতো নরলীল ইতি গূঢ়াভিপ্রায়েণাহ—রয়মিতি । তু-শব্দো নিজাঙ্গতা-মননা-দ্বিনোপক্রমে । ঐক্ষাকাঃ ইক্ষাকব ইত্যর্থঃ; ক্ষত্রবন্ধবঃ—নীচক্ষত্রিয়া ইতাপি বিনয়াভাবাৎ ॥জীং ৩১॥

৩১। শ্রীজীব বৈং ভোঃ টীকানুবাদ : অহো মহত্তমের জন্মাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে নীচ-জনের কি শক্তি? কেনই বা নীচের দ্বারা সেই প্রশ্ন তোলা হল? অতএব বুঝা যাচ্ছে, ইহা আশ্বনসমর্পণার্থে মুচুকুন্দের নিজেরই জন্ম কথার পূর্বাভাস—প্রসঙ্গক্রমে আপনি এসে গিয়েছে, যেহেতু ইহা নরলীলা ।

গূঢ়াভিপ্রায়ে বলা হল বয়ঃ তু ইতি । [শ্রীধর-বংশ উদ্দেশ্যে ‘বয়ঃ’ বহুবচন ব্যবহার ।] তু—মুচুকুন্দের নিজের নীচতা মনন হেতু ভিন্ন উপক্রমে ‘তু’ শব্দ । ঐক্ষাকাঃ অর্থাৎ ইক্ষাকবঃ । ক্ষত্রবন্ধবঃ—নীচ ক্ষত্রিয়—এও বলা হল বিনয়ভরে ॥

[শ্রীমনাতন—হে পুরুষব্যাস ইতি—ইক্ষাকুবংশ জাত হলেও আমাদের মাঝুয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব থাকলেও আপনিই সর্বথা সর্বশ্রেষ্ঠতম, একরূপভাব ।] ॥জীং ৩১॥

৩১। শ্রীবিষ্মবাস্য টীকা : তদপি মৌনমালক্ষ্য স্বেৎকর্মমপি ব্যাজয়ন্ তং পরিচায়য়তি—বয়স্বিত্তি । ক্ষত্রবন্ধব ইতি স্বশ্রু নিকর্ষোইপি নিরহঙ্কারিত্ব জ্ঞাপনয়া প্রকর্ষ এব ॥ বিং ৩১॥

চিরপ্রজাগরশ্রান্তো নিদ্রয়াপহতেন্দ্রিয়ঃ ।

শয়েহস্মিন্ বিজনে কামং কেনাপ্যুথাপিতোহধুনা ॥৩২॥

সোহপি ভস্মীকৃতো নুনমাত্মীয়েনৈব পাপম্ না ।

অনন্তরং ভবান্ শ্রীম'ল্লক্ষিতোহমিত্রশাসনঃ ॥৩৩॥

৩২। **অর্থঃ** চিরপ্রজাগরশ্রান্তঃ (‘চিরং’ বহুকালং ‘প্রজাগরেন’ সর্বতোভাবে জাগরণে ক্লান্ত) [অহং] নিদ্রয়া উপহতেন্দ্রিয়ঃ (উপহতানি আচ্ছন্নানি ইন্দ্রিয়ানি যন্ত তথাভূতঃ) [অহং] বিজনে (নির্জনে) অস্মিন্ [অরণ্যে] কামং (যথেষ্টং) শয়ে (শয়িতবানিত্যর্থঃ) অধুনা কেনাপি (কেনচিজ্ঞেনে) উত্থাপিতঃ (জাগরিতঃ) ।

৩৩। **অর্থঃ** নুনং (বিতর্কে,) [যো মাযুথাপিতবান্] সোহপি আত্মীয়েন [স্বীয়েন] এব পাপম্ না (পাপেন) ভস্মীকৃতঃ, [অহন্ত নিমিত্তমাত্র ঐয়ব বুদ্ধ্যা অসৌ নিজশত্রুর্বাতিত ইতি ভাবঃ যতঃ] অনন্তরং শ্রীমান্ (সর্বসৌন্দর্যযুক্তঃ) অমিত্রশাসনঃ (শত্রুমারকঃ) ভবান্ লক্ষিতঃ (ময়া দৃষ্টঃ) ।

৩২। **মূল্যাবুদ্বাদঃ** এইরূপে জন্ম ও নাম বলবার পর অন্তরের ভাব গোপন রেখে বাহ্যশয়ন-কারণ বলবার পর নিজের কর্ম বলছেন—

বহুকাল সর্বতোভাবে জাগা থাকায় ক্লান্ত আমার ইন্দ্রিয় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ায় আমি নির্জনে এই অরণ্যে যথেষ্ট শয়নে মগ্ন হয়ে আছি । অধুনা কোনও একজন আমাকে জাগিয়ে দিল ।

৩৩। **মূল্যাবুদ্বাদঃ** আমার মনে হয়, যে আমাকে ঘুম থেকে উঠিয়েছে, সে নিজেও নিজের পাপেই ভস্মীভূত হয়েছে (তাতে আমি কেবল নিমিত্ত কারণ, আপনিই বুদ্ধিদ্বারা স্বকীয় শত্রুর সংহার সাধন করেছেন) । তৎপরই সর্বসৌন্দর্যশালী, শত্রুঘন আপনি আমার দ্বারা দৃষ্ট হয়েছেন ।

৩১। **ত্রিবিম্বনাথ টীকাবুদ্বাদঃ** স্বগৌরব খ্যাপন করলেও কৃষ্ণের মৌনতা লক্ষ্য করে নিজের উৎকর্ষও প্রকাশ করে তাঁর কাছে পরিচয় প্রদান করলেন ‘বয়ং তু’ ইতি । **অব্রবন্ধবঃ**—নীচ ক্ষত্রিয়, এইরূপে নিজের নিকৃষ্টতা জ্ঞাপনে যে দৈন্ত প্রকাশ পেল তাও তার পক্ষে প্রকর্ষই । বিং ৩১॥

৩২। **শ্রীজীব বৈ. তো. টীকাঃ** এবং জন্ম নাম চ কথয়িত্বা বিনয়াদিনা স্বস্যান্তরং ভাবং গোপয়ন্ বাহ্য শয়নকারণং কথয়ন্নিজকর্ম্মাহ—চিরেতি ; প্রজাগরকারণাকথনঞ্চ বিনয়াদেব

॥ জীং ৩২ ॥

৩২। **শ্রীজীব বৈ. তো. টীকাবুদ্বাদঃ** এইরূপে জন্ম ও নাম বলবার পর বিনয়ে নিজের অন্তরের ভাব—(যতদিন কৃষ্ণদর্শন না হয় ততদিন মথুরার নিকটে নির্জনে ঘুমিয়ে থাকাই শ্রেয়)—গোপন রেখে বাহ্য শয়নের কারণ বলবার পর নিজের কর্ম বলছেন, চির ইতি । বহুকাল অনিদ্রার কারণ না-বলা বিনয় হেতুই । জীং ৩২ ॥

তেজসা তেহবিষয়েণ ভূরি দ্রষ্টুং ন শক্লুমঃ ।

হতোজসো মহাভাগ ! মাননীয়োহসি দেহিনাম্ ॥৩৪॥

৩৪। **অন্নয়ঃ** : হে মহাভাগ ! তে (তব) অবিষয়েন (সোঢ়ুং অশক্যেন) তেজসা হতোজসঃ (প্রতিহতপ্রভাবাঃ) [বয়ং] ভূরিদ্রষ্টুং (ভবন্তং বারম্বারং দ্রষ্টুং, কৃতং বক্তুং প্রষ্টুং বেতুর্থ) ন শক্লুমঃ (সমর্থ্যঃ ভবামঃ) [অতঃ হং] দেহিনাং (সর্বজীবানাং) মাননীয়োহসি ।

৩৪। **মূল্যাবাদঃ** : হে মহাভাগ ! আপনার সত্বের অতীত তেজে প্রতিহত প্রভাব আমরা আপনাকে বারম্বার চেয়ে দেখতেও সমর্থ হচ্ছি না, কথা বলা বা জিজ্ঞাসা করার কথা আর কি আছে ? অতএব আপনি সর্বজীবের মাননীয়ই কেউ নিশ্চয় ।

৩৩। **শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকা :** নূনং বিতর্কে । আত্মীয়েনৈবেতি স্বাপরাধঃ পরিহৃতঃ, বিনয়শ্চ ব্যঞ্জিতঃ । স্বস্বাপরাধাভাবঃ পরমভাগ্যদশাং চ ব্যঞ্জয়তি—অনন্তরমিতি ; শ্রীমানিতি শ্রীমন্নিতি বা পাঠঃ । ভবতৈব নিজশত্রুরসৌ বুদ্ধ্যা ঘাতিত ইত্যপি বুদ্ধমিত্যাশয়েনাই—অমিত্রং শাস্তি দণ্ডয়তীতি তথা সঃ, অমিত্রশাতন ইতি পাঠেইপি স এবার্থঃ ॥জীঃ ৩৩॥

৩৩। **শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকাবুদ :** বৃনং—বিতর্কে (আমার মনে হয়), আত্মীয়েন এব—‘স্বীয়েন’ অর্থাৎ নিজের দ্বারাই, এইরূপে নিজের অপরাধ পরিহার করা হল ও বিনয় ব্যঞ্জিত হল । নিজের অপরাধ-অভাব ও পরমভাগ্যদশা প্রকাশ করা হচ্ছে—‘অনন্তরং ভবান্’ ইত্যাদি দ্বারা । পাঠভেদে, শ্রীমান্ বা শ্রীমৎ । **অমিত্রশাতনঃ**—(শত্রুশাসন) এ নিজ শত্রু [বুদ্ধ্যা] এই বুদ্ধিতেই আপনার দ্বারা ঘাতিত, [বুদ্ধ] ‘জ্ঞানী’ এই আশয়ে বলা হচ্ছে শত্রুকে দণ্ডদান করেন, এরূপই আপনি । ‘অমিত্রশাতন’ এরূপ পাঠেও একই অর্থ ॥জীঃ ৩৩॥

৩৪। **শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকা :** তব তেজসা হতম্ ওজঃ প্রভাবো যেবাং তথাভূতাবয়ং ভূরি কিমর্থমত্রাগতোহসি ? কুত্র বা যাস্যসি ? কিংবাধুনা করিষ্যসি ? ইত্যাদিকং বহু প্রষ্টুং ন শক্লুমঃ । বক্তুমিতি বক্তব্যে হতোজস্বাদেব ভাবাবরণশক্তেঃ । প্রষ্টুম্ ইত্যুক্তং, দ্রষ্টুমিতি পাঠে দ্রষ্টুমপি, কুতো বক্তুং প্রষ্টুং বেতুর্থঃ । এতাবন্তু নির্ণীতমিত্যাহ—দেহিনাং ব্রহ্মাদীনাম্ মাননীয়োহসি ইতি তচ্চ যুক্তমেবেতি সম্বোধয়তি—মহল্লোকোত্তরং ভাগং মাহাত্ম্যসমূহো यस্য, হে তথা-বিধেতি ভগবদ্বাং সমূহে অণু-প্রত্যয়ঃ ॥ জীঃ ৩৪॥

৩৪। **শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকাবুদ :** তে—তোমার তেজসা—তেজে । হতোজসো—বিগত হয়েছে প্রভাব যাদের তথাভূত আমরা ভূরি—কিসের জন্ত এই অরণ্যগুহায় এসেছেন ? কোথায় যাবেন ? কিংবা অধুনা কি করবেন ইত্যাদি বহু প্রশ্ন—প্রশ্ন করতে পারলাম না । তাই বলা হচ্ছে । পাঠভেদে-দ্রষ্টুম্, এতে অর্থ আসছে, তাকিয়ে দেখতেই পারছি না, উক্তির কথা

এবং সম্ভাষিতো রাজ্ঞা ভগবান্ ভূতভাবনঃ ।
প্রত্যাহ প্রহসন্ বাণ্যা মেঘনাদগভীরয়া ॥৩৬॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

জন্মকর্মাভিধানানি সন্তি মেহঙ্গ ! সহস্রশঃ ।

ন শক্যন্তে হনু সংখ্যাতু মনস্তত্ত্বান্ময়াপি হি ॥৩৬॥

৩৫। অন্নয়ঃ : রাজা (মুচুকুন্দেন) এবং সম্ভাষিত ভূতভাবনঃ (অনুকম্পায়) ভূতমাত্রং পালয়িতুং প্রবৃত্ত ইত্যর্থঃ) ভগবান্ প্রহসন্ মেঘনাদগভীরয়া বাণ্যা (বাচ্য) প্রত্যাহ ।

৩৬। অন্নয়ঃ : শ্রীভগবান্ উবাচ—অঙ্গ ! [হে] (রাজন্ !) মে (মম) সহস্রশঃ জন্মকর্মাভিধানানি (জন্মানি কর্মানি নামানি চ) সন্তি, অনহং [তানি] ময়াপি (কিমুতায়েন) অনুসংখ্যাতুং সংখ্যাত সদৃশমপি কর্তুং ন হি (নিশ্চিতং) শক্যন্তে ।

৩৫। মূলানুবাদঃ : রাজা মুচুকুন্দের দ্বারা এইরূপে সম্ভাষিত হয়ে জীবমাত্রের পালক কৃষ্ণ শ্রীমুখের প্রসন্নতা স্বভাবেই ঈষৎ হাসতে হাসতে মেঘনাদবৎগভীর স্বরে প্রত্যুত্তর দিলেন ।

৩৬। মূলানুবাদঃ : শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে রাজা মুচুকুন্দ ! জন্ম-কর্ম-নাম সমূহ অনন্ত হওয়া হেতু সে সকল আমি নিজেও কোনও প্রকারে গণনার সাদৃশ্য দানেও সমর্থ নই—অণুর কথা আর বলবার কি আছে ?

বা প্রশ্ন করার কথা তো দূরে । এতটুকু তো নির্বর্ত হয়েচে, তাই বলছি । দেহিবাং—আপনি ব্রহ্মা-দির মাননীয়—কথাটা সঙ্গতই তাই সম্বোধন করা হল যহাভাগ—লোকাভীতমহত্ব বিশিষ্ট ‘ভাগ্য’ মাহাত্ম্যসমূহ যাঁর, হে তথাবিধ ॥জীঃ ৩৪॥

৩৫। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকা : অনুকম্পয়া ভূতমাত্রং ভাবয়তি পালয়িতুং প্রবৃত্তঃ, কিমুত তদৃশ-মিতি, তথাহ—ত এব প্রহসন্ । মেঘেতি স্বভাবানুবাদঃ ॥জীঃ ৩৫॥

৩৫। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকানুবাদঃ : ভূতভাবনঃ—ভগবান্ অনুকম্পায় জীবমাত্রকেই পালন করবার জন্ত প্রবৃত্ত, মুচুকুন্দ রাজার মতো ভক্তজনকে যে করবেন, তাতে আর বলবার কি আছে । এই আশয়ে বলি হচ্ছে, অতএব প্রহসন্—শ্রীমুখের প্রসন্নতা স্বভাবেই ঈষৎ হাসতে হাসতে । মেঘনাদগভীরয়া—মেঘনাদবৎ গভীরস্বরে—ইহা স্বভাবেরই অনুবাদ জীঃ ৩৫॥

৩৬। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : অমিত্রশাসনেতি মণ্ডো মদ্বারেণ স্বীয় স্বশত্রুঘাতিত ইতি ভাবঃ ॥বিঃ ৩৩॥

৩৬। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদঃ : অমিত্রশাসনঃ—আপনি ‘শত্রুশাসন’ তাই মনে হয় আমার দ্বারে আপনার দ্বারাই শত্রুঘাতিত, এরূপ ভাব ॥বিঃ ৩৫॥

কচিৎজাংসি বিমমে পার্থিবান্যুরজন্মভিঃ ।
গুণকর্মাভিধানানি ন মে জন্মানি কহিচিৎ ॥৩৭॥

কালত্রয়োপপন্নানি জন্মকর্মাণি মে নূপ ।।

অনুক্রমন্তো নৈবান্তং গচ্ছন্তি পরমর্ষয়ঃ ॥৩৮॥

৩৭। অর্থঃ : [যদি কচিৎজনাঃ] কচিৎ (কদাচিৎ) পার্থিবানি (পৃথিবীস্থিতানি) রজাংসি (ধূলিকণান) বিমমে (গণিতবান্) [তথাপি] উরুজন্মভিঃ (বহুভিঃ জন্মভিঃ অপি) কহিচিৎ (কদাচিৎ) মে (মম) গুণকর্মাভিধানানি (গুণাশ্চ কর্মণি চ অভিধানানি নামানি চ) জন্মানি ন (ন বিমিমীতে) ।

৩৮। অর্থঃ : নূপ ! (হে রাজন্) কালত্রয়োপপন্নানি ('কালত্রয়ে') ভূতে ভবিষ্যতি বর্তমানে চ উপপন্নানি (সিদ্ধানি) মে (মম) জন্মকর্মানি অনুক্রমন্তঃ (ক্রমেণ গণয়ন্তঃ) পরমর্ষয়ঃ (ভৃগু-পরাশর-বৈশম্পায়ন-শনকাদয়ঃ) অন্তং নৈব গচ্ছন্তি ।

৩৭। মূল্যাবাদ : যদি কোনও সূক্ষ্মবুদ্ধি লোক কদাচিৎ পৃথিবীর ধূলিকণা গণনা করতে সমর্থ হয়, তথাপি বহু জন্মেও কদাচিৎ আমার গুণ-কর্ম-নাম সমূহ গণনা করতে সমর্থ হবে না ।

৩৮। মূল্যাবাদ : হে রাজন্ ! যদিও ভৃগু-পরাশরাদি বৈদান্তিক ঋষিগণ আমার ভূত-ভবিষ্যত বর্তমান, এই ত্রিকালসিদ্ধ জন্ম ও কর্ম সকলের যথাক্রমে গণনা করতে গিয়ে অন্ত পায়নি । তথাপি হে মুচুন্দ ! আমি আমার বর্তমান জন্ম কর্মাদি বিষয় বলছি, আমার মুখে আপনি শ্রবণ করুন ।

৩৬। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকা : তানি চ সহস্রাণি অনুসংখ্যাতুং সংখ্যাতসদৃশমপি কর্তুম্ ; 'অনু হীনে সহার্থে চ পশ্চাৎ সাদৃশ্যোরপি' ইতি বিশ্বঃ । হি নিশ্চিতম্ ॥জী. ৩৬॥

৩৬। শ্রীজীব. বৈ. তো. টীকাবুদ : সহস্রাশঃ—জন্ম-কর্ম-নাম সকল ও সহস্র সহস্র ঐদিকে অনুসংখ্যাতুং—গোণার সাদৃশ্য দানে আমিও সমর্থ নই । 'অনু হীনে সহার্থে চ পশ্চাৎ সাদৃশ্যোরপি' ইতি বিশ্বঃ । হি—নিশ্চিত ॥জী. ৩৬॥

৩৭। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকা : বিমমে বিমিমীতে, তথাপি মে জন্মানি ন বিমিমীতেত্যর্থঃ । কীদৃশানি ? গুণৈঃ কর্মভিষ্ঠাভিধানানি নামানি যত্র তাদৃশানি ; টীকায়াং জন্মানীতি কর্ম্মাণ্যুপলক্ষয়তি উত্তরানুরোধাৎ । ন মে জন্মানীত্যর্থ ইতি তু চিৎস্বথঃ ॥জী. ৩৭॥

৩৭। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকাবুদ : কদাচিৎ রজাংসি বিষয়ে—গণিতবান্, তথাপি আমার জন্মসমূহ গণনীয় নয় । ঐ জন্ম সকল কিদৃশ ? এরই উত্তরে—এ সকল গুণকর্মাভিধানানি—গুণচয় ও কর্মসমূহের থেকে উদ্ভিত । শ্রীধরের টীকাতে 'জন্মানীতি' কর্ম্মানি উপলক্ষিত হয়েছে ৩৬ শ্লোকের অনুরোধে জী. ৩৭॥

কালনেমিহঁতঃ কংসঃ প্রলম্বাঢ্যশ্চ সদ্ভিষঃ ।

অয়ঞ্চ যবনো দন্ধো রাজংস্তে তিগ্ৰচক্ষুষা । ৪১॥

৪১। **অর্থ :** [আধুনিকানি কর্ম'নি আহ] হে রাজন্ ! কালনেমিঃ কংসঃ হতঃ (নিহতঃ) সদ্ভিষঃ (‘সতঃ’ সাধুন্ দ্বিষন্তি ইতি তথা) প্রলম্বাঢ্যশ্চ (অসুরা হতঃ) তে (তব) তিগ্ৰচক্ষুষা (উগ্ৰ-দৃষ্ট্যাময়ৈব) অয়ং যবনশ্চ দন্ধঃ ।

৪১। **মূলানুবাদ :** আধুনিক কর্ম' বলা হচ্ছে, যথা—পূর্বজন্মের যে কালনেমি এই জন্মে উগ্রসেন পুত্র কংস, সেই তাকে এবং সাধুগণের বিদ্বেষকারী প্রলম্বাদি অসুর গণকে আমি সংহার করেছি, আর এখন হে রাজন্ ! আপনার উগ্রদৃষ্টির তাপে কালযবনকেও পুড়িয়ে সংহার করলাম ।

৩৯। **শ্রীভীষ্মবৈঃ ভাঃ টীকা :** বিজ্ঞাপিত ইতি সার্বকম্ । ধর্মগুণ্ডয়ে সাধুনাং রক্ষণা-
য়েত্যর্থঃ ॥জীঃ ৩৯॥

৩৯। **শ্রীভীষ্মবৈঃ ভাঃ টীকানুবাদ :** ‘বিজ্ঞাপিত’ থেকে ‘আনকহ্নুভেঃ’ পর্যন্ত দেড় শ্লোক একসঙ্গে, ধর্মগুণ্ডয়ে—সাধুদের রক্ষণের জন্ত । ॥জীঃ ৩৯॥

৪০। **শ্রীভীষ্মবৈঃ ভাঃ টীকা :** আদৌ জন্মাহ—অবতীর্ণ ইতি, নামাহ—বদন্তীতর্ককেন । বাসুদেবেতীতি, ‘সহ সুপা’ (পা ২।১।৪) ইতি সামান্যঃ সমাসঃ । ননু ‘বসন্তি তত্র ভূতানি’ ইত্যাদিনা তব নামেদং পূর্বমপি প্রসিদ্ধমেব, সত্যং, কিন্তু মধ্যে মধ্যে তিরোভূতেন প্রবৃত্তি-নিমিত্তবিশেষণাধুনিকমিব প্রতীয়ত ইত্যাহ—বসুদেবস্মৃতিমতি । হি প্রসিদ্ধো । শ্রীরামাদিষ্মনেকেষপি তৎপুত্রেষু সংস্প্রাপ্যাত্মানঃ স্যাব তৎপ্রদিকিরিত্যর্থঃ ॥জীঃ ৪০॥

৪০। **শ্রীভীষ্মবৈঃ ভাঃ টীকানুবাদ :** প্রথমে জন্ম বলা হয়েছে—অবতীর্ণ ইতি এবার নাম বলা হচ্ছে বদন্তি ইতি অর্ধশ্লোকে বাসুদেবেতীতি—‘সহ সুপা’ ইতি সামান্য সমাস । আচ্ছা ‘বসন্তি তত্র ভূতানি’ ইত্যাদি দ্বারা আপনার এই নাম পূর্বেই প্রসিদ্ধ হয়ে আছে ? এরই উত্তরে—সত্যই কিন্তু মধ্যে মধ্যে তিরোভূত হওয়া হেতু প্রবৃত্তি-নিমিত্ত-বিশেষণে আধুনিকের মতই প্রতীয়মান হন, তাই পুনরায় বিশেষ ভাবে পরিচয় করাবার জন্ত বলা হল বসুদেব স্মৃতি । হি—প্রসিদ্ধিতে, [‘বসুদেব’ অর্থান্তর গুহ্য সত্ত্ব,] এই অর্থ ধরে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে এখানে—শ্রীরামাদি অনেকেই বসুদেব পুত্র হলেও তাদের মধ্যে প্রধান হওয়ায় আমাতেই বসুদেব-পুত্র-প্রসিদ্ধ

[শ্রীসনাতন টীকা—এইরূপে আদিকাল থেকেই বাসুদেব নামের সম্যক অর্থতা দেখানই হয়েছে, তা হলেও শ্রীরামাদির চিত্ত অধিষ্ঠাতৃ বসুদেব পুত্ররূপে বাসুদেব নাম সম্ভব হলেও পিতৃস্নেহাধিক্যে আমাতেই বাসুদেব নামের প্রসিদ্ধি । শ্রীকৃষ্ণদামোদর-গোবিন্দাদি গোকুল সম্বন্ধি নাম সকল গুহ্য হওয়া হেতু উক্ত হল না।—অতএব মুচুকুন্দের এই সকল শ্রীকৃষ্ণাদি নাম এই জন্মে শ্রবণ অযোগ্য

সোহং তবানুগ্রহার্থং গুহ্যমেতানুপাগতঃ ।
প্রার্থিতঃ প্রচুরং পূর্বং ত্রয়াহং ভক্তবৎসলঃ ॥৪২॥

৪২। **অর্থ :** [কথমত্রাগত ইত্যাক্ষয়—] সঃ (উক্তবিধঃ) অহং তব অনুগ্রহার্থং (স্বাম-
নুগ্রহিতুং) এতাং গুহ্যং উপাগতঃ (দাক্ষিণ্যেনাগতঃ) [যতঃ] পূর্বং ত্রয়া ভক্তবৎসলঃ তহং প্রচুরং প্রার্থিতঃ
(শুদ্ধভাবাদিনা দ্রষ্টুং যাচিতঃ ইত্যর্থঃ)

৪২। **মূল্যবুদ্ধি :** এই গুহ্য আপনি এসেছেন কেন, এই প্রশ্নের আশঙ্কায় বলছেন—
উক্তবিধ আমি আপনাকে অনুগ্রহ করার জন্য করুণায় এই গুহ্য এসেছি, কারণ পূর্বে আপনি ভক্ত-
বৎসল আমার নিকট শুদ্ধ ভাবাদির সহিতদর্শনের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন ।

হওয়া হেতু পরবর্তী যোগ্য জন্মে যে পাবে তা শ্রীকৃষ্ণ নিজেই পরবর্তী ১০।৫১।৬৩ শ্লোকে
বলেছেন । জীঃ ৪০॥

৪১। **শ্রীজীবৈব তো দীক্য :** কর্ম্মহ—কালনেমিরিতি ; ময়েতি শেষঃ ॥ জীঃ ৪১॥

৪১। **শ্রীজীবৈব তো দীক্যাবুদ :** কর্ম বলা হচ্ছে, কালনেমিরিতি—আমার দ্বারা
কালনেমি প্রভৃতি হত হয়েছে । জীঃ ৪১॥

৪২। **শ্রীজীবৈব তো দীক্য :** ন চ তদনন্যার্থমেবাগতোহস্মি, অত্থাপি তস্মৈ শক্যত্বাৎ ;
কিন্তু তৎকৃপার্থমেবেত্যশয়েনাহ—স ইতি । তদৃশমাহাত্ম্যোহপ্যইহং উপ দাক্ষিণ্যেনাগতঃ ; 'উপ-
সামীপ্যাদাক্ষিণ্যদোষাখ্যাপনাত্যেষপি' ইতি বিশ্বঃ । প্রচুরং যথা স্মাত্থা প্রকর্ষণে শুদ্ধভাবাদিনার্থিতঃ,
দ্রষ্টুং যাচিতো বাঞ্ছিত ইত্যর্থঃ ॥ জীঃ ৪২॥

৪২। **শ্রীজীবৈব তো দীক্যাবুদ :** আমি কালযবন হননার্থেও আসিনি—যদি হন-
নার্থেও আসতাম তাও পারতাম । কিন্তু এসেছি তোমাকে অনুগ্রহ করার জন্য—এই আশয়ে
বলা হচ্ছে, স ইতি । তদৃশ মহিমা বিশিষ্ট হলেও আমি উপাগত—'উপ' দাক্ষিণ্য গুণে চালিত
হয়ে এসেছি—['উপ'-সামীপ্য-'দাক্ষিণ্য' দোষাখ্যাপনাত্যেষপি 'ইতি বিশ্বঃ] প্রচুরঃ—পর্যাপ্ত যাতে
হয় সেইরূপে প্রার্থিতঃ—'প্র'—প্রকর্ষণ অর্থাৎ শুদ্ধ ভাবাদির সহিত যাচিত । জীঃ ৪২॥

৩৬-৪২ **শ্রীবিষ্ণুনাথ দীক্য :** পরমনিরহঙ্কারিহেহপি মদ্বচনশ্রবণার্থমেব স্বেৎকর্ম্মমসৌ ত্বোতয়-
ত্যাতেহমপি পরমনিরহঙ্কারোহপি নিজমুখেনবাস্মৈ স্বেৎকর্ম্মমভিধান্যামি "যে যথা মাং প্রপত্ত্বন্তে" ইতি
মহত্ত্বেরিতি বিশ্বশ্রুতঃ—জন্মেতি বিমমে কশ্চিদগণয়ামাস ॥ বিঃ ৩৬-৪২ ॥

৩৬। **শ্রীবিষ্ণুনাথ দীক্যাবুদ :** পরম নিরহঙ্কারী হলেও আমার বচন-শ্রবণ প্রয়োজনে
নিজের উৎকর্ষ প্রকাশ করেছে এই মুচুকুন্দ, অতএব আমিও পরমনিরহঙ্কার হলেও নিজ মুখেই এর

বরান্ বৃণীষ রাজর্ষে সর্বান্ কামান্ দদামি তে ।
মাং প্রপন্নো জনঃ কশ্চিন্ন ভূয়োহহীতি শোচিতুম্ ॥৪৩॥

শ্রীশুক উবাচ ।

ইত্যুক্তস্তং প্রণম্য হ মুচুকুন্দো মুদারিতঃ ।

জ্ঞাত্বা নারায়ণং দেবং গর্গবাক্যমনুস্মরন ॥৪৪॥

৪৩। **অন্বয় :** রাজর্ষে ! বরান্ বৃণীষ (প্রার্থয়) তে সর্বান্ কামান্ দদামি । মাং প্রপন্নঃ (শরণাগতোহপি) কশ্চিন্নজনঃ ভূয়োশোচিতুম্ অহীতি ।

৪৪। **অন্বয় :** শ্রীশুক উবাচ । ইতি (এতৎ উক্তসন্) মুচুকুন্দ গর্গবাক্যমনুস্মরন তং (শ্রীকৃষ্ণং) নারায়ণং দেবং জ্ঞাত্বা (সুষ্ঠু নিশ্চিত্য) মুদারিতঃ প্রণম্য (সাষ্টাঙ্গ নম্রা) আহ ।

৪৩। **মূলানুবাদ :** হে রাজর্ষে ! বর প্রার্থনা করুন । আমি আপনার সমস্ত অভিলাষই পূর্ণ করব । আমার শরণাগত হলেই কোন জীব আর শোচ্য থাকে না । তদৃশ ভক্তের কথা আর বলবার কি আছে ? (সুতরাং তুচ্ছ বর প্রার্থনা করো না,—ইহাই নিগূঢ় অভিপ্রায়) ।

৪৪। **মূলানুবাদ :** শ্রীশুকদেব বলছেন—রাজা মুচুকুন্দ শ্রীভগবান্ কর্তৃক উপযুক্ত প্রকারে উক্ত হয়ে গর্গ বাক্য স্মরণকরত সম্মুখের করুণার মূর্তিকে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ বলে সুষ্ঠুভাবে নিশ্চয় করত আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করত বলতে লাগলেন,—

নিকট নিজ উৎকর্ষ সম্যক্রূপে তুলে ধরব । ‘আমাকে যে যে ভাবে ভজনা করে, আমি তাকে সে ভাবেই ভজনা করে থাকি’—ইহা আমারই উক্তি । এই উক্তি বিবেচনা করত শ্রীকৃষ্ণ বললেন ‘জন্ম’ ইতি ॥ বিং ৩৬॥

৩৭। **শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদ :** বিম্বায়ে—কদাচিৎ গণনা করা যায় । বিং ৩৭॥

৪৩। **শ্রীজীব বৈং তোঃ টীকা :** হে রাজর্ষে ইতি রাজ্ঞ স্বার্থে চ যোগ্যান্ সর্বানিতি ভাবঃ । প্রপন্নঃ শরণাগতোহপি, কিং পুনর্ভক্তিমাংস্তাদৃশ ইত্যর্থঃ । ন ভূয় ইতি, তস্মাত্তুচ্ছো বরো ন হৃগ্য ইতি তু নিগূঢ়ো ভাবঃ ॥ জীং ৪৩॥

৪৩। **শ্রীজীব বৈং তোঃ টীকানুবাদ :** হে রাজর্ষে ! রাজার ও ঋষির যোগ্য সর্বান্—সকল কাম্য বস্তুই দিব । প্রপন্নঃ—শরণাগতোহপি ন ভূয় ইতি—পুনরায় আর শোচ্য থাকেনা পুনরায় তদৃশ ভক্তের কথা আর বলবার কি আছে—সুতরাং তুচ্ছ বর প্রার্থনা কর না, ইহাই নিগূঢ় অভিপ্রায় জীং ৪৩॥

শ্রীমুচুকুন্দ উবাচ

বিমোহিতোহয়ং জনৈশ মায়ায়া

তদীয়য়া ত্বাং ন ভজত্যনর্থদৃক্ ।

সুখায় দুঃখপ্রভবেষু সজ্জতে

গৃহেষু যোষিৎ পুরুষশ্চ বঞ্চিতঃ ॥৪৫॥

৪৫। অর্থঃ : মুচুকুন্দ উবাচ—ঈষ ! (হে পরমেশ্বর !) যোষিৎ পুরুষশ্চ (ইতি দ্বিবিধোহপি) অয়ং জনঃ তদীয়য়া (তৎসম্বন্ধিতা) মায়ায়া (বিমোহিতঃ) অনর্থদৃক্ ত্বাং । পরমার্থরূপিনং ভবন্তং । ন ভজতি [ইতি] বঞ্চিত [সন্] দুঃখপ্রভবেষু (দুঃখানাংমেব 'প্রভবঃ' উৎপত্তির্থেষু তেষু) গৃহেষু তৎসম্বন্ধি-পুত্রাদিধনেষু) সজ্জতে (আসক্তো ভবতি) ।

৪৫। মুলানুবাদঃ : মুচুকুন্দের উক্তি—আপনার শ্রীচরণে ভক্তি পরিহার করত যেহেতু কাম্য-বিষয় সকল বরণ করে নেয়, ইহাই আপনার মায়া।—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—

হে পরমেশ্বর ! স্ত্রী-পুরুষ দ্বিবিধ লোকই আপনার মায়ায় বিমোহিত হয়ে অনর্থস্বরূপ সংসারে বদ্ধদৃষ্টি হয় ।

পরমার্থস্বরূপ আপনার দিকে দৃষ্টি যায় না, তাই আপনাকে ভজন করে না—এইরূপে বঞ্চিত হয়ে দুঃখের উৎপত্তি স্থান গৃহ ও তৎসম্বন্ধি পুত্রাদিধনে আসক্ত হয় ।

৪৩। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : শোচিত্বং নাহ'তীত্যত্বেদন্তেষু বরেষু ক্ষীয়মাণেষু সংস্রু যথা শোচতি নৈব মাং প্রপন্নঃ । মদন্তবরণামক্ষয়ত্বাদিতি ভাবঃ ॥বিং ৪৩॥

৪৩। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকানুবাদঃ : শোচিত্বম্, ন অহ'তি ইতি—শোকের যোগ্য থাকে না অর্থাৎ শোচ্য থাকে না,—অতঃ পর যথা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গেলে শোক করে, এরূপ আমাতে শরণাগত জন করে না—আমার দত্ত বর অক্ষয় হওয়া হেতু ॥বিং ৪৩॥

৪৪। শ্রীজীবৈবং ভোঃ টীকা : ইত্যেতদ্বাক্তঃ সন্ গর্গবাক্যমনুস্মরণস্তং নারায়ণং দেবং স্ময়ং ভগবন্তং কৃষ্ণং জ্ঞাত্বা স্মৃষ্টু নিশ্চিত্য মুদায়িতঃ প্রণম্য সাষ্টাঙ্গং নম্রাহ ॥জী° ৪৪॥

৪৪। শ্রীজীবৈবং ভোঃ টীকানুবাদঃ : ইতি—উপযুক্ত কথা বলা হয়ে গেলে গর্গবাক্য অনুস্মরণ—স্মৃতিতে নিয়ে এসে সন্মুখের এই করুণার মূর্তিকে নারায়ণং দেবং—স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ বলে জ্ঞাত্বা—ভাল করে নিশ্চয় করে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে প্রণম্য—সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করত বললেন,—

[শ্রীসনাতন—বৃদ্ধ গর্গ ঋষির বাক্য—অষ্টাবিংশতিতম যুগে বসুদেব গৃহে ভগবান্ অবতীর্ণ হবেন—এই বাক্য শ্রবণে নিয়ে এসে আনন্দিত হয়ে প্রণাম করে বললেন ।] ॥জী° ৪৪॥

৪৪। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : অষ্টাবিংশতিতমে যুগে ভগবানবতরিত্বাতি তং ত্বং দ্রক্ষ্যসীতি বৃদ্ধ-

লক্ষ্যং জনো দুঃখভ্রমত্র মানুযং

কথঞ্চিদব্যঙ্গমযত্নতোহনঘ ।

পাদারবিন্দং ন ভজত্যসম্মতি-

গৃহীতকূপে পতিতো যথা পশুঃ ॥৪৬॥

৪৬। অর্থঃ : [হে] অনঘ ! (হে যৎকিঞ্চিৎভজনে সর্বদুঃখনিবর্তক) অত্র (ভারতভূমৌ) অব্যঙ্গং (অবিকলাঙ্গং অর্থাৎ ভবৎপদারবিন্দ ভজনাইম্) মানুযং (মনুষ্যদেহম্) কথঞ্চিৎ (পূর্বদৃষ্টেন্ হৃদীচ্ছয়া বা) অযত্নতঃ (প্রয়াসমন্তরা) লক্ষ্যং (প্রাপ্যাপি) অসম্মতিঃ (অসতি বিষয়স্থে মতিঃ যস্ত তথাভূতঃ) পশুর্যথা গৃহীতকূপে পতিতঃ (চ সন্ পদারবিন্দং ন ভজতি) ।

৪৬। স্মৃতিবাদ : হে অনঘ ! [ভজনমাত্রে সর্বদুঃখ নিবর্তক !] এই ভারতভূমিতে মানুয পূর্বজন্মের অদৃষ্টবশে বিনা প্রয়াসে ভজনযোগ্য সুস্থ শরীর পেয়েও অসৎ বিষয় স্থখে মজে যায় । আদরে, এমন কি অভিলাষশূন্য ভাবেও ভজন করে না । পশুর মত বিবেকরহিত ভাবে গৃহীতকূপে পতিত হয় ।

গর্গবাক্যমনুস্মরনিত্যর্থঃ ॥বিং ৪৪॥

৪৪। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবাদ : অষ্টাবিংশতিতম যুগে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হবেন তাকে তুমি দর্শন করবে,—এই পূর্ব বুদ্ধগর্গ বাক্য স্মরণ করত ॥বিং ৪৪॥

৪৫। শ্রীজীব বৈং ৩০ টীকা : হৃদীয়য়েতি—দুর্লভমভিপ্রেতম্ । অয়মিতি—এতচ্ প্রত্যক্ষমেবেত্যর্থঃ । গৃহেযু তেষু তৎসম্বন্ধি-পুত্রধনাদিষু চ সজ্জতে, আসক্তো ভবতি, ন চ সাক্ষাদুৎথে-হপি কদাচিৎ নির্বিঘ্নঃ স্যাৎ । রত্যাদিনা প্রতারণাদিত্যহ—বঞ্চিত ইতি ॥জীং ৪৫॥

৪৫। শ্রীজীব বৈং ৩০ টীকাবাদ : মুচুকুন্দ বললেন । হৃদীয়য়া ইতি—আপনার মায়ায়, এখানে ‘হৃদীয়’ শব্দ প্রয়োগে এই মায়ার দুর্লভমভিপ্রেরিত । অয়ম্ ভবঃ—এই লোক সকল বিমোহিত ইহা যে প্রত্যক্ষই তা বুঝানো হল এই ‘অয়ম’ শব্দ দ্বারা । গৃহেষু—গৃহে ও তৎসম্বন্ধি পুত্রধনাদিতে সজ্জতে—আসক্ত হয়, সাক্ষাৎ উৎথেও কখনও নির্বেদপ্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ উৎথ বোধ হয় না—কামপন্থী প্রভৃতি দ্বারা প্রতারণা হেতু, এই আশয়ে বলা হচ্ছে ‘বঞ্চিত’ ।

৪৫। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : হৃদয়ন্তি পরিহার্য কামা যতঃ ব্রিয়ন্তে ঐষব তব মায়েত্যাশয়েনোহ, বিমোহিত ইতি । যোষিচ্চ জনঃ পুরুষশ্চ ভনো বঞ্চিত ইত্যর্থঃ ॥বিং ৪৫॥

৪৫। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবাদ : আপনার চরণে ভক্তি পরিহার করত যেহেতু কাম্য বিষয় সকল বরণ করে নেয়,—ইহাই আপনার মায়া ।—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—‘বিমোহিত’ ইতি । যোষিৎ

মমৈষ কালোহজিত নিফলো গতো

রাজ্যশ্রিয়োল্লস্কমদস্য ভূপতেঃ ।

মর্ত্য্যাত্মবুদ্ধেঃ স্মৃতদারকোশভূ-

ম্বাসজ্জমানস্য দুরন্তচিন্তয়া ॥৪৭॥

৪৭। **অর্থঃ** (ন কেবলমন্ত্ৰেণাং মমাপি তথা ইত্যশয়েনাহ—)
অজিত ! ভূপতেঃ (সর্বপৃথ্বীশাভিমানিনঃ) [অতঃ] রাজ্যশ্রিয়া উল্লস্কমদস্য (উল্লস্কঃ সংরুদ্ধঃ মদো যস্য তস্য)
মর্ত্য্যাত্মবুদ্ধেঃ (মরণধর্মিণি শরীরে আত্মবুদ্ধির্ন্যস্ত তস্য) স্মৃতদারকোশভূষু (পুত্র-কলত্র-ধনাগার-রাজ্যেযু)
আসজ্জমানস্য (অতাসক্তস্য) মম দুরন্তচিন্তয়া এষকালঃ নিফলো গতেঃ ।

৪৭। **মূল্যাবাদ :** এক্ষেত্রে আমারও কোনও বিশেষত্ব নেই, সাধারণ মানুষের দলভুক্তই আমি এই আশয়ে বলা হচ্ছে—

হে অজিত ! সর্বপৃথ্বীশ্বর অভিমানে আমি রাজ্য সম্পদের দ্বারা অতিশয় গর্বিত হয়েছিলাম, আর এই নশ্বর দেহকেই আত্মজ্ঞান করত পুত্র-কলত্র-ধনাগার ও রাজ্যে অত্যন্ত আসক্ত হওয়াতে দুরন্ত চিন্তাতেই এতাবৎ কাল নিফলেই অতিবাহিত হয়েছে ।

জনও, পুরুষজনও উভয়েই বঞ্চিত অর্থাৎ প্রতারিত । বিং ৪৫॥

৪৬। **শ্রীজীব বৈ. তো. টীকা :** মানুষঃ মানুষ্যম্ ; অনঘ হে যৎকিঞ্চিদ্ভজনে সর্বহুঃখনি-
বর্তক ! কথঞ্চিৎ পূর্বদৃষ্টেন লব্ধা পাদারবিন্দং স্বদীয়মিতি প্রকরণবলাৎ সাক্ষাদভুক্তিঃ । সম্ভ্রমেণা-
যত্তোহপি ন ভজতি ; অপ্রয়াসেন তস্য যত্ভজনং, তদপি ন কুরুতে ; অভজনে হেতুঃ—যথা পশু-
স্তৃথবাসম্মতঃ বিবেক-রহিতঃ ; অতো গৃহাঙ্ককূপে পতিতশ্চ ভবতি ॥জী. ৪৬॥

৪৬। **শ্রীজীব বৈ. তো. টীকাবুদ :** যাবুদঃ—মনুষ্য দেহ । **অনঘ**—[হে] যৎকিঞ্চিৎ
ভজনে সর্বহুঃখ নিবর্তক । **কথঞ্চিৎ**—পূর্বদৃষ্টে পেয়ে গেলেও **পাদারবিন্দং**—এই বাক্যের পূর্বে
'স্বদীয়ম্' বাক্যটি প্রকরণ বলেই পাওয়া যাওয়া হেতু সাক্ষাৎভাবে উক্ত হয় নি । —**ন ভজতি**—
আদরে, এমন কি অযত্নেও ভজন করে না । **অপ্রয়াসঃ**—অভিলাষশূণ্য ভাবে তাঁর যে ভজন, তাও
করে না ; অভজনে হেতু—যথা পশু—পশুর মত **অসম্মতঃ**—বিবেকরহিত । অতএব গৃহরূপ অঙ্ক-
কূপে পতিত হয় ॥জী. ৪৬॥

৪৬। **শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা :** অহো দ্বিবিবরাটিকামূল্যোনাঞ্জশ্চিন্তামণিঃ বিক্রীণাতীত্যাহ,—
লব্ধেতি । অত্র ভারতভূমৌ অব্যঙ্গমবিকলাঙ্গম্ ॥বিং ৪৬॥

৪৬। **শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুদ :** অহো অজ্ঞব্যক্তি দু-তিন কড়ি মূল্যে চিন্তামণি বিক্রী করে দেয় ।
এই আশয়ে বলা হচ্ছে, লব্ধা ইতি **অত্র** (ভারতভূমৌ) **ব্যঙ্গম্**—অবিকলাঙ্গম্ ॥বিং ৪৬॥

কলেবরেহস্মিন্ ঘটকুডাসন্নিভে

নিরুচমানো নরদেব ইত্যহম্ ।

রতো রথেশ্বপদাত্যনীরূপৈ-

র্গাং পর্যটংস্তাগণয়ন্ সুদুর্মদঃ ॥৪৮॥

৪৮। **অর্থঃ** (উল্লঙ্ঘনমদং প্রপঞ্চয়তি)—ঘটকুডাসন্নিভে (ঘটপটাদিসদৃশে) [অনাগ্নি] অস্মিন্ কলেবরে অহং নরদেবঃ (নরাণাং দেবঃ অধিপতিঃ) ইতি নিরুচমানঃ (বন্ধুন্ অভিমানঃ) রথেশ্বপদাত্যনীরূপৈঃ (রথাস্থ 'ইভাঃ' হস্তিনশ্চ অশ্বাশ্চপদাতয়ঃ সৈনিকশ্চ অনীরূপঃ সেনাপত্যশ্চ) তে [তৈ] রতঃ (বেষ্টিতঃ) গাং (শ্রীং) পর্যটন্ (পরিতঃ ভ্রমন্) ত্বা (ত্বাং ভগবন্তম্) অগণয়ন্ (বিস্মরণাদিভিন্নানাং দ্রিয়মাণঃ সন্) সুদুর্মদঃ (যতঃ আসং অতঃ মমৈব কালঃ নিফলো গতঃ ইত্যর্থঃ)।

৪৮। **মূলানুবাদ :** ৪৭ শ্লোকস্থ তাদৃশ ছরত্চিত্তার পর্যাবসান দশা প্রকাশ করা হচ্ছে—ঘটপটাদি সদৃশ অনাগ্নি এই দেহে আমি 'রাজরাজেশ্বর' বন্ধুন্ অভিমান পোষণ করে চলেছি, রথ-হস্তি-অশ্ব-পদাতিক সৈনিক সেনাপতি প্রভৃতির দ্বারা পরিবৃত হয়ে পৃথিবীর চতুর্দিকে ভ্রমণ করতে করতে আপনাকে বিস্মরণাদি হেতু আদর না করে অতিশয় উন্নত অবস্থায় ছিলাম, তাই আমার সময় নিফলে গিয়েছে।

৪৭। **শ্রীজীব বৈ. ভো. টীকা :** মম তু তত্রাবিশেষ ইত্যাহ—মমেতি। এষ বহুযুগলক্ষণঃ; নিফলত্বং হেতুঃ—অজিত হে মদ্বিধ, বহিমুখাবশীকৃত! ভক্তিবিলে হেতুঃ—ভূপতে: সর্বপৃথ্বীশাভিমানিনঃ, অতো রাজ্যশ্রিয়ান্নকঃ সংবুদ্ধো মদো যস্য তস্য; অতো মর্ত্যাত্মবুদ্ধেঃ, অতএব চ স্মৃতিদিশ-প্যাসজ্জমানস্ত, তত্রাপি 'ইদমগ্ধ ময়া লক্ষম্' (শ্রীগী ১৬।১৩) ইত্যাহুত্ছরত্চিত্তয়াংপারচিত্তনেন; যদা, ছঃখমন্তে যস্তাস্তয়া তাদৃশচিত্তয়াংতো ন কেবলং নিফলত্বং, কিন্তু ছঃখদম্পনীতি ভাবঃ ॥জীঃ ৪৭॥

৪৭। **শ্রীজীব বৈ. ভো. টীকানুবাদ :** এক্ষেত্রে আমারও কোনও বিশেষত্ব নেই—সাধারণ মানুষের দলভুক্ত আমিও। —এ আশয়ে বলা হচ্ছে, মম ইতি। **এষ কালঃ**—'এষ' বহুযুগলক্ষণ-কাল। 'নিফলো গতো' নিফলে হেতু **অজিতঃ**—[হে] মদ্বিধ বহিমুখজনের অবশীকৃত! ভক্তি বিলে হেতু ভূপতেঃ—সর্বপৃথিবীর প্রভু জ্ঞান, এ হেতু বেড়ে ওঠা অহঙ্কার, এ হেতু নশ্বর দেহাদিতে আত্মজ্ঞান। আরও অতঃপর স্মৃতিদিতেও অত্যাসক্ত **মম**—আমার এতাবৎকাল **দুরন্তচিত্তয়া**—তত্রাপি 'আজ আমি এই বস্তু পেয়েছি, এতো আছেই পুনরায় এই ধনপাব'—(শ্রীগী. ১৬।১৩) ইত্যাদি উক্ত **দুরন্তচিত্তয়া**—অপার চিত্তনে নিফলে গেছে। অথবা, [ছঃ+অন্ত=ছরন্ত] যার শেষ ছঃখে তাদৃশ চিত্তায় সময় নিফলে গেছে—কেবল তাই নয় কিন্তু এই চিত্তা ছঃখদও, এক্রপ ভাব ॥জীঃ ৪৭॥

৪৭। **শ্রীশঙ্করাখ্য টীকা :** যমহং নিন্দামি সচাহমেবেত্যাহ,—মমেতি। মর্ত্যে শরীরে এষ আত্মবুদ্ধির্গত তস্ত ॥বিঃ ৪৭॥

প্রমত্তখুচৈরিতিকৃত্যচিন্তয়া

প্রবুদ্ধলোভং বিষয়েষু লালসম্ ।

ত্বমপ্রমত্তঃ সহস্যাভিপত্তসে

ক্ষুল্লেলিহানোহহিরিবাখুমন্তকঃ ॥৪৯॥

৪৯। **অর্থঃ** [ত্বাং অগণয়ন্তং ত্বং আক্রমসি ইত্যাহ] ইতি কৃত্যচিন্তয়া (এবমেবং করণী-
য়ং ইতি মনোরথপরম্পরয়া উচ্যেঃ প্রমত্তঃ (নিতরাং অনবহিতং বিষয়েষু লালসং (তদীপ্সাভরাকুলং)
প্রবুদ্ধলোভং (তেষাং ভোগাদনুপরতম্, প্রাপ্তে তু বিষয়ে পরিবর্দ্ধিত তৃষ্ণাযুক্তং) [জনং] অপ্রমত্তঃ
(সদাপ্রবুদ্ধঃ) অতুতকঃ (কালরূপঃ) ত্বম্, ক্ষুল্লেলিহানঃ (ক্ষুধয়া স্ফিগী লেলিহানঃ) অহিঃ আখুম্,
(মুষিকম্) ইব সহসা অভিপত্তসে (অভিভবসি)

৪৯। **মূলানুবাদঃ** শ্রীভগবান্ আপনাকে আদর না-করা জনকে কালরূপী আপনি আক্রমণ
করেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—

এইরূপ আমর করণীয়, এইরূপ মনোরথ পরম্পরা হেতু আপনার বিষয়ে অতিশয় তম্নোযোগী,
অপ্রাপ্ত বিষয়ে অভিলাষ ভরাকুল, ও সেইসব থেকে অনিবৃত্ত ও প্রাপ্ত বিষয়ে পরিবর্তিত তৃষ্ণাতুর
জনকে সদা জাগ্রত কালরূপ আপনি উহার অলক্ষিতে গ্রাস করে থাকেন, যেমন নাকি ক্ষুধায় ওষ্ঠ-
প্রান্ত পুনঃ পুনঃ লেহনকারী সর্প ইচ্ছাকে গ্রাস করে থাকে।

৪৭। **শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদঃ** যাকে আমি নিন্দা করছি, সে তো আমিই এই আশয়ে
বলা হচ্ছে মম ইতি। **স্বার্থো**—শরীরেই আত্মবুদ্ধি যার, তার। বিং ৪৭।

৪৮। **শ্রীজীব বৈ. তো. টীকাঃ** অগ্নিন্ সর্বদোষাস্পদেহগণয়ন্ বিস্মরণাদিভিন্ননাদ্রিয়-
মাণঃ ॥ জীং ৪৮॥

৪৮। **শ্রীজীব বৈ. তো. টীকানুবাদঃ** কলেবরেহস্মিন—‘তস্মিন্’ এই সর্বদোষাস্পদ
কলেবরে অভিমান। **ত্বা অগণয়ন্**—আপনাকে (শ্রীভগবান্কে) বিস্মরণাদি হেতু আদর না করে।
॥জীং ৪৮॥

৪৮। **শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাঃ** কুড়াং ভিত্তিঃ যতোহহং সূক্ষ্মদোহভূবম্ । অত এষ কালো নিফলো
গত ইতি পূর্বেণাশ্রয়ঃ ॥ বিং ৪৮॥

৪৮। **শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদঃ** কুড়া—ভিত্তি। যেহেতু আমি বিষয়ে অতিশয়মত্ত, তাই
আমার সময় নিফলেই গিয়েছে, এই টুকু পূর্বের শ্লোকের সহিত অশ্রয়। বিং ৪৮॥

৪৯। **শ্রীজীব বৈ. তো. টীকাঃ** তাদৃশচিন্তায়াঃ পর্য্যবসানদশাং ব্যঞ্জয়তি—প্রমত্তমিতি ।
উচ্যেঃ প্রমত্তং ত্বয়ি স্মরণাদৌ চাবধানরহিতম্, অতঃ প্রাপ্তেষু বিষয়েষু প্রবুদ্ধলোভং, তেষাং ভোগা-

পুরা রথৈহেমপরিষ্কৃতৈশ্চরন

মতঙ্গজৈর্বা নরদেবসংজিতঃ।

স এব কালেন দুরত্যয়েন তে

কলেবরো বিট্-কুমিভস্মসংজিতঃ ॥৫০॥

৫০। **অর্থ :** [যঃ] কলেবরঃ (দেহঃ) পুরা হেমপরিষ্কৃতৈঃ (সুবর্ণালঙ্কৃতঃ) রথৈঃ মতঙ্গজৈঃ (হস্তিভিঃ) বা চরণ নরদেবসংজিতঃ, স এব [দেহঃ] দুরত্যয়েন (দুরতিক্রমণীয়েন) তে (তব) কালেন (প্রভাব রূপেন কালেন) বিট্-কুমি-ভস্ম সংজিতঃ।

৫০। **মূল্যাবাদ :** যে দেহ পূর্বে সুবর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত রথে বা হাতীতে বিচরণ করত মহারাজচক্রবর্তী নামে সঙ্গীত হইত, সেই দেহই দুরতিক্রমণীয় প্রভাবশালী কালগ্রস্ত হয়ে বিট্টা-কুমি-ভস্ম বলে অভিহিত হয়।

দনুপরতম্, অপ্রাপ্তেষু তু তেষু লালসাঞ্চ তদীপ্সাভরাবুলং, কালরূপেণাত্ময়সীত্যত্বেকত্বম্—অভেদোক্তিঃ। কালশক্তেস্তু বভজনং ভয়েনাপি যুক্তমিতি বিবক্ষয়া সহসা তর্কমতিক্রম্য অভিপত্তসে, আভিমুখ্যেন সর্বতো বা প্রাপ্নোষি; দৃষ্টান্তেহপি বিশেষণানি সমানানি ॥জী০ ৪৯॥

৪৯। **শ্রীজীব বৈ০ ভো০ টীকাবুদ :** ৪৭ শ্লোকস্থ তাদৃশ দুরন্তচিন্তার পর্যবসানদশা বলা হচ্ছে—প্রমত্তং ইতি। **উক্তঃ প্রমত্তং**—হে ভগবন্! আপনার স্মরণাদিতেও অবধান রহিত, অতএব প্রাপ্তবিষয়ে **প্রমত্তলোভঃ**—ক্রমবর্দ্ধমান লোভ, সেই সব ভোগ থেকে অনিবৃত্ত, অপ্রাপ্ত বিষয়ে **লালসম্**—তৎপ্রাপ্তি-ইচ্ছা ভরাকুলজনকে আপনি কালরূপে পরাভূত করে থাকেন, -তাই আপনি অন্তক-অভেদ উক্তি। কালশক্তির ভয়েও আপনার ভজন যুক্তিযুক্ত, এরূপ যদি বলা হয়, তারই উত্তরে **সহসাপ্তিপদ্যাসে**—তর্ক অতিক্রম করত আপনি সহসা সম্মুখে গিয়ে পরে সর্বতো-ভাবে পরাভূত করে থাকেন-জী০ ৪৯॥

৪৯। **শ্রীবিষ্মবাহু টীকা :** স্বামভজন্তুং জনং ত্বং স্বরূপঃ কাল এবং গ্রাসেদিতিাহ,—প্রমত্তং বিষয়াসক্তত্বেন ত্বয়ানবহিতম্। ইতিকৃত্যমেবমেবং করণীয়মিতি তচ্চিন্তয়া বিষয়েষু প্রবুদ্ধলোভম্। মনোরথে ভগ্নেহপি লালসং বিষয়েষুৎসুকম্। অন্তকঃ কালরূপী তন্তু অপ্রমত্তঃ সাবধান এবাভিপত্তসে অভিভবসি। ক্ষুধা স্কন্ধিনী লেলিহানোহহিরাণুং মূষিকং যথাভিপত্ততে তথা ॥বি০ ৪৯॥

৪৯। **শ্রীবিষ্মবাহু টীকাবুদ :** শ্রীভগবানকে যারা ভজন করে না, সেরূপ জনকে ভগবৎ স্বরূপ কাল এইরূপে গ্রাস করে থাকে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে,—

প্রমত্তম্—বিষয়াসক্ত হওয়া হেতু আপনাতে অনবহিত। তাই বিষয়কর্ম এইরূপ করণীয়,

নির্জিত্য দিক্চক্রমভূতবিগ্রহো

বরাসনস্থঃ সমরাজবন্দিতঃ ।

গৃহেষু মৈথুন্যমুখেষু যোষিতাং

ক্রীড়ামৃগঃ পুরুষ দৈশ নীয়তে ॥৫১॥

—৫১। **অর্থঃ** (বিষয়ভোগে পারতন্ত্র্যদুঃখং আহ—)

দৈশ ! (হে মায়য়া জগন্মোহনকারিন্ !) দিক্চক্রঃ (দিগাংলং নির্জিত্য অভূতবিগ্রহঃ (অবিভ্রমান সংগ্রামঃ, —নিবৃত্তসংগ্রামকৃষ্ণঃ ইত্যর্থঃ বরাসনস্থঃ (মহাসিংহাসনে স্থিতঃ) সমরাজবন্দিতঃ (পূর্বং সমাঃ যে রাজানঃ তৈর্বন্দিতোহপি) পুরুষঃ, যোষিতাং (স্ত্রীণাং) মৈথুন্যমুখেষু গৃহেষু ক্রীড়ামৃগঃ [ই] নীয়তে (ইত্যন্তঃ চাল্যতে যোষিত্তিস্তদাস্যাদিভির্বেতি শেষঃ) ।

৫১। **মূল্যাবাদঃ** বিষয়ভোগে আসক্ত রাজরাজেশ্বরেরও পরাধীনতার দুঃখ বলছেন—
হে পরমেশ্বর ! যিনি দিগ্দিগন্তের নরপতিগণকে জয় করত সংগ্রাম ক্রেশ দূর করে মহাসিংহাসনে সমাক্রুত হয়ে আছেন । সেই তিনিও রমণীগণের সুরতসুখময় গৃহনিবহে ক্রীড়া মৃগের তায় নারী-গণের দ্বারা ইত্যন্তঃ চালিত হন ।

এইরূপে বিষয় চিন্তা হেতু বিষয়ে প্রবুদ্ধালাভঃ—ক্রমবর্ধমান লোভ । মনোরথ ভগ্ন হলেও লাভসং—
বিষয়ে উৎসুক হয় । **অন্তকঃ**—কালরূপী আপনি অত্ক অর্থং নাশকারী । **অগ্রমভঃ**—সাবধানে
সহনা—তার অলক্ষিতে **অভিপদ্যাস**—পরাভূত করেন । **জ্ঞানলিহাবো ইতি**—যথা ‘ক্ষুং’
ক্ষুধায় ওষ্ঠপ্রাপ্ত পুনঃ পুনঃ লেহনকারী সর্প আখুম্ ইহু পরাভূত করে । বিং ৪৯॥

৫০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** : মরণেহপি চাত্যন্তঘৃণাকরং কালবরং স্যাদিতি সমুখবিকার-
মাহ—পুরেতি । যশ্চরন্মাসীৎ, স এব ; অত্র পুংস্তমার্ষম্ ; তে তব, প্রভাবরূপেণ কালেন ॥জী০ ৫০॥

৫০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাবুদ** : মরণেও অত্যন্ত ঘৃণা কর দেহ হয়, এই আশয়ে
মুখবিকারের সহিত বললেন পুরা ইতি চরন্—যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, স এব—সেই জনই । **ত**—
তব । **দুবত্যায়েণ কাশেণ**—প্রভাবরূপ কালের দ্বারা ॥জী০ ৫০॥

৫০। **শ্রীবিষ্মবাত টীকা** : কালগ্রস্তো দেহ এবং ভবেদিত্যাহ—পুরেতি । যো রথৈর্মতঙ্গ-
জৈবী চরন্ নরদেবনামা শোভিত আসীৎ স এব দেহঃ বিট কুমিভস্মনামা বীভৎসিতো ভবতীত্যর্থঃ ॥
বিং ৫০॥

৫০। **শ্রীবিষ্মবাত টীকাবুদ** : কালগ্রস্ত দেহ এরূপই , এই আশয়ে বললেন—পুরা
ইতি । যে জন রথে বা হাতীতে বিচরণ করত মহারাজ নামে শোভিত হতেন, সেই দেহ ছরতায়
কালের দ্বারা গ্রস্ত হয়ে বিষ্ঠা-কুমি-ভস্ম নামক বীভৎসিত রূপ ধারণ করে । বিং ৫০॥

করোতি কৰ্ম্মাণি তপঃসুনিষ্ঠিতো

নিবৃত্তভোগস্তদপেক্ষ্যাদদৎ ।

পুনশ্চ ভূয়াসমহং স্বরাড়িতি

প্রবুদ্ধতর্যো ন সুখায় কল্পতে ॥৫২॥

৫২। **অর্থ :** ধর্ম আচরণকারী হলেও কামীজনের সদা দুঃখ, এই অভিপ্রায়ে বললেন—
পুনশ্চ (জন্মান্তরে) আমি স্বরাট্ (চক্রবর্তী ইন্দ্র বা) ভূয়েয়ং [স্মাং] ইতি প্রবুদ্ধতর্যঃ (প্রবুদ্ধঃ তৃষণ
যস্ত তথাভূতঃ) তপঃ-সুনিষ্ঠিতঃ (তপসি অধঃশয়নব্রহ্মচর্যাদৌ 'সুনিষ্ঠিতঃ' সঞ্জাতপরমনিষ্ঠঃ, অতএব)
নিবৃত্তভোগঃ (নিবৃত্তঃ-ভোগঃ বিষয়ভোগঃ যস্ত তথাভূতোহপি, জনঃ) তদপেক্ষয়া (তস্য ভোগস্যৈব
অপেক্ষয়া) [তু] দদৎ (কর্মসাম্প্রদায়ং ধনদানং কুর্বন্ সন্) কর্মানি (ব্রতযজ্ঞাদীনি) করোতি [অতঃ]
ন সুখায় কল্পতে (যোগ্যা ভবতি)।

৫২। **মূল্যাবুদ :** কামীমাত্রেরই জন্মান্তরে আমি চক্রবর্তী বা ইন্দ্র হব, এরূপ তৃষ্ণার্ত হয়ে
মাটিতে শয়ন ও ব্রহ্মচর্যাদি তপস্যাতেই সুনিষ্ঠিত হয় বলে বিষয় ভোগ থেকে নিবৃত্ত হয়, কিন্তু
সেই ভোগেরই অপেক্ষায় কর্ম সমাপ্তির নিমিত্ত দক্ষিণাদিরূপে ধনদান করতে করতে ব্রত-যজ্ঞাদি কর্মে
লিপ্ত হয়ে পড়ে। অতএব কোন সময়েই সুখের মুখ দেখতে পারে না।

৫১। **শ্রীজীব বৈ. তো. টীকা :** কামীমাত্রস্য জীবনে মরণেইপি সুখং নাস্তীতি বদন্তাদা-
বৈহিককামিনঃ সাম্রাজ্যেইপি পরাধীনতাঃ দুঃখমাহ—নির্জিত্যেতি দ্বাভ্যাম্। বরাসনস্থঃ মহাসিংহাসনে
স্থিতঃ। নীযতে যোষিত্তিস্তদাস্যাভিভিরপি। হে ঈশেতি—সর্বেষাং স্বায়াধীনত্বাদিতি ভাবঃ ॥
জী০ ৫১॥

৫১। **শ্রীজীব বৈ. তো. টীকাবুদ :** কামীমাত্রেরই জীবনে মরণে কখনওই সুখ নেই,
এই আশয়ে বলা হচ্ছে—বলতে গিয়ে প্রথমে ঐহিক কামীজনের সাম্রাজ্য ও পরাধীনতা-দুঃখ বল-
ছেন—নির্জিত্যেতি দুটি শ্লোকে।

বরাসনস্থঃ—মহাসিংহাসনে অবস্থিত পুরুষ **নীযাত**—নারীগণের দ্বারা, এমন কি তাদের দাসী-
গণের দ্বারাও ইত্যন্ততঃ পরিচালিত হয়ে থাকেন। জী০ ৫১॥

৫১। **শ্রীকিশ্বনাথ টীকা :** এবং স্বসজাতীয়জনস্য নরদেবত্বং বিটুকুমিত্বং কালভেদগতমুক্তম্।
দিগ্বিজয়িত্বং যোষিত্তিক্রীড়াগৃহত্বস্ত সমকালগতমেবেত্যাহ,—নির্জিত্যেতি। অভূতবিগ্রহঃ নিবৃত্তসংগ্রাম-
কৃচ্ছ ইত্যর্থঃ। পূর্বং যে সমাস্তৌ রাজভির্ভবন্তিতোহপি পুরুষঃ যোষিতাং ক্রীড়াগৃহো ভবন্ গৃহেষু
বিবিধান্তঃপুরুষে নীযতে। যোষিত্তিস্তদাস্যাভিভবতি শেষঃ ॥বি০ ৫১॥

৫১। **শ্রীকিশ্বনাথ টীকাবুদ :** উপযুক্তরূপে নিজ স্বজাতীয় জন সম্বন্ধে নরদেবতা ও বিটকা-
কুমিত্ব কালভেদগত কথা উক্ত হল। দিগ্বিজয়িত্ব, যোষিত্তিক্রীড়া গৃহত্ব কিন্তু সমকালগত কথাই, এই

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-

জ্ঞনস্ত তর্হ্যচ্যুত সংসমাগমঃ ।

সংসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদগতো

পরাবরেশে ভয়ি জায়তে মতিঃ ॥৫৩॥

৫৩। **অর্থঃ** হে অচ্যুত! ভ্রমতঃ জনস্য যদা ভবাপবর্গঃ (সংসার দুঃখস্য নাশঃ) ভবেৎ তর্হি (তদা) সংসমাগমঃ, যর্হি সংসঙ্গমঃ তদৈব সদগতো (সন্ত এব গতিরাশ্রয়ো যস্য তস্মিন্) পরাবরেশে (উচ্চনীচানাং ঈশে) ভয়ি মতিঃ জায়তে ।

৫৩। **মুদ্রাবাদঃ** হে অচ্যুত! নানা যোনিতে ভ্রমণ করতে করতে জীবের যখনই আপনার কৃপায় সংসার দুঃখের অবসান হয়, তখনই সংসঙ্গ লাভ হয়ে থাকে। আর সংসঙ্গ লাভ হলেই, সাধুই আশ্রয় যার সেই কার্যকারণ নিয়ন্তা আপনাতে অঙ্কুরূপা আসক্তি জন্মে থাকে।

আশয়ে বললেন—নির্জিত ইতি। **অভূতবিগ্রহঃ**—নিবৃত্ত সংগ্রামক্লেশ। **সমব্রাজবন্দিতঃ**—পূর্বে যারা সমান ছিলেন, সেই রাজগণের দ্বারা বন্দিত হয়েও পুরুষো যোষিতাং ইতি—সেই পুরুষ নারীগণের সুরতসুখময় গৃহনমুহে অর্থাৎ বিবিধ অস্ত্রপুর্বে ক্রীড়াযুগের মত নীয়াতঃ—ইতস্ততঃ চালিত হয়। ঐ নারীগণের দ্বারা বা তাদের দাসীগণের দ্বারা বিঃ ৫১॥

৫২। **শ্রীজীব বৈঃ তাতাঃ টীকা :** ধর্মমাচরণতোহপি পারলৌকিক-কামিনোহপি সদা দুঃখমেবেত্যাহ—করোতীতি। কর্ম্মাণি ব্রতযজ্ঞাদীনি, তপঃসুনিষ্ঠিতহ্মান্নিবৃত্তবিষয়ভোগোহপি তস্য ভোগসম্যাপেক্ষয়া দদদ্বিবিধানং কুর্ধ্বনঃ; যদ্বা, কর্ম্মসঙ্গতর্থাৎ দক্ষিণাং দদৎ; এবমহিকর্ম্মকর্যাদিহুঃখং সূচিতম্। সুখায় ন বক্লতে, যোগ্যোহপি ন ভবতি, এবং স্বর্গেহপি পাতভীতস্য 'ক্ষয়িষ্যোর্নাশ্চি নিবৃতিঃ' ইত্যাদিত্যয়েনেন্দ্রেহপি সুখাভাবাৎ পারলৌকিকমপি দর্শিতম্। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চা'স্যাব স্তব্র্তা—'দেবলোকগতিং প্রাপ্তো নাথ দেবগণোহপি হি। মন্তঃ সাহায্যকামোহভূহ্মাশ্বতী কুত্র নিবৃতিঃ' ইতি ॥ জীঃ ৫২॥

৫২। **শ্রীজীব বৈঃ তাতাঃ টীকাব্রাদঃ** ধর্ম আচরণ করে চলা জনও, পারলৌকিক কামিগণও সদা দুঃখই পেয়ে থাকে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—করোতি ইতি। **কর্ম্মাণি**—ব্রত-যজ্ঞসমূহ **তপঃ সুনিষ্ঠিত**—তপস্যায় সুনিষ্ঠিত হওয়া হেতু নিবৃত্ত বিষয় ভোগ হলেও সেই ভোগেরই বাসনায় **দদৎবিবিধ**—দান করতে করতে, অথবা, কর্ম সমাপনের জন্য দক্ষিণা দান করতে করতে।—এইরূপে ইহকালের অর্থকর্যাদি হুঃখ সূচিত হল। **সুখায় ন বক্লতে**—সুখের মুখ দেখতে পায় না, সুখের যোগ্যও হয় না, এইরূপে স্বর্গেও পতনভীত জনের 'ক্ষয়িষ্যোর্নাশ্চি নিবৃতি' ইত্যাদি আয়ে ইন্দ্রেও সুখঅভাব

হেতু পরলোক সম্বন্ধীয় হুঃখও দর্শিত হয় ॥জী० ৫২॥

৫২। **শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা :** হামভজতো বিষয়ভোগো যথা নিন্দ্যস্তথা বিষয়ভোগাভাবোইপি নিন্দ্য ইত্যাহ,—করোতীতি। তপসি অধঃশয়নব্রহ্মচর্যাদৌ স্নিগ্ধিতঃ পুনশ্চ স্বরাড়িদ্ভ্রশ্চক্রবর্তী বা।

১০৭। ভৌর ত্যক্ত হার শ্যম্যচ্যায়

॥বি० ৫২॥

৫২। **শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুবাদ :** তাঁকে যারা ভজন করেন। সেই সব জনের বিষয়ভোগ যথা নিন্দনীয় তথা বিষয়ভোগ অভাব ও নিন্দনীয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—করোতি ইতি। তপসি—মাটিতে শয়ন, ব্রহ্মচর্যাদিতে স্নিগ্ধিতঃ—স্নিগ্ধিত জন পুনরায় ঈশ্বর বা ইন্দ্র চক্রবর্তী হবে, এরূপ তুষাযুক্ত চিত্তে ইত্যাদি ॥বি० ৫২॥

৫৩। **শ্রীজীব বৈ. ভো. টীকা :** তই কদা ভজং স্যাৎ ? তত্রাহ—ভবেতি। যদা ভবেৎ, সর্বজ্ঞঃ সম্ভাবিতো ভবতি, তই সংসঙ্গমোইপি বিবেকিভিঃ সম্ভাব্যত ইত্যর্থঃ ; যদাতিশয়োক্তি-নাম্নোইলঙ্কারস্য চতুর্থোইয়ং ভেদঃ। যথোক্তঃ তদ্বিবর্তে—‘চতুর্থী সা কারণস্য গদিতুং শীঘ্রকামিতাম্। যা হি কার্যস্য পূর্বোক্তিঃ’ ইতি। তস্মাদযহি সংসঙ্গমো ভবেত্তই ভবাপবর্গঃ শীঘ্রমেব ভবেদিত্যর্থঃ, যতঃ সংসঙ্গম ইত্যাদি, যতস্তয়ি মতো চ জাতায়াং, ভবাপবর্গস্যাপ্যব্যতিচারঃ স্যাদিত্যাহ—তদেবেতি। এবকারান্নাতদা কদাপীত্যর্থঃ। অচ্যুতেতি সম্বোধ্য তত্র ভ্রমচ্যুতো ভবসীতি ভাবঃ। ননু মৎকৃপাং বিনা সংসঙ্গমোইপি ন স্যাদিতি সৈবাস্বাদিকারণং, তত্রাহ—সম্ভ এব গতিরাশ্রয়ো यस্য তস্মিন্ স্বেচ্ছা-ময়শ্চেতি—‘অহং ভক্তপরাধীনঃ’ (শ্রীভা ৯।৪।৩৩) ইতি সদিচ্ছ্যেব তত্র সর্বং প্রবর্ততে, ন তু স্বতঃ, অতঃ সাপি তদনুগত্বেতি ভাবঃ। সত্যঙ্গতাবিত্যশ্লিষ্টার্থেইপি অসত্যঙ্গতিনি ভবসীতি ভাবঃ ; পূর্ব-পূর্বের সত্তাপরস্তু সত্ত্ব নিষ্পাদিত এব সা প্রবর্ততে, ন তু পূর্বং ‘স্বয়ং সমুত্তীৰ্য্য’ (শ্রীভা ১০।২।৩১) ইত্যাদেঃ, ততঃ প্রথমতঃ সংসঙ্গমেনৈব ভ্রমতিঃ স্যাদিতি ভাবঃ। তত্র হেতুঃ—পরাবরেশে পরেষাম-বরেষাঞ্চ জ্ঞানাত্মনধীনে, অতো মমাপি শ্রীগর্গসঙ্গমাদেব ভ্রমতিজাতা। ‘প্রার্থিতঃ প্রচুরং পূর্বং স্বয়া-হম্’ (শ্রীভা ১০।৫।১।৩২) ইতি ভবহুক্তরীত্য। যয়াসৌ ভবাপবর্গদাতা হং লব্ধ ইতি ভাবঃ। মতিরিতি রতিরিতি চ পাঠঃ। সমর্থ এব সংসঙ্গমেন রত্যঙ্কুররূপেব মতিজায়ত ইতি ॥জী० ৫৩॥

৫৩। **শ্রীজীব বৈ. ভো. টীকাবুবাদ :** তা হলে কখন সঙ্গল হবে, এরই উত্তরে ‘ভব ইতি’ শ্লোকটি। যদা ভবেৎ—যদা সর্বজ্ঞ শ্রীভগবানের দ্বারা সম্ভাবিত হয়, অর্থাৎ হতে পারে এরূপ অনুমেয় হয়, তদা সংসঙ্গমও বিবেকীগণের দ্বারা সম্ভাবিত হয়। অথবা অতিশয় উক্তি নামক অল-ঙ্কারের চতুর্থ ভেদ ইহা—(‘বিপর্যয়ে কার্যকারণয়োঃ সম্বন্ধাৎ’)—যথা এর বিবর্তিতে উক্ত হয়েছে—কারণের শীঘ্র কামিতা বুঝানোর জন্য কার্যের পূর্বোক্তি [যথা ‘আয়ুর্ঈষতম্’ যথা আয়ু বৃদ্ধি হয় যত সেবনে] সুতরাং যখনই সংসঙ্গম হয়, তখনই ভবাপবর্গ—সংসার নাশ শীঘ্র হয়ে যায়। যেহেতু সং-

সদায়া—ইত্যাদি, যেহেতু আপনাতে মতি জাত হলে সংসার-দুঃখের নাশ, অতথা হয়না অর্থাৎ নিশ্চয়ই হয়ে থাকে—এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **তদৈব ইতি**—সেইক্ষণেই, কদাপি অত্ন সময়ে নয়।
অচ্যুত ইতি—অচ্যুত বলে সম্বোধন করে বুকানো হল, এ বিষয়ে আপনি চ্যুতিরহিত হয়ে থাকেন।
 পূর্বপক্ষ, আমার কৃপা বিনা তো সংসঙ্গমও হয় না, অতএব উহাই আদিকারণ হোক, এরই উত্তরে
সদগাতী—সাদুই ‘গতি’ আশ্রয় যার সেই, পরাবরেশে—স্বচ্ছাময় শ্রীভগবান্ বলছেন, ‘অহং ভক্তপরাধীন’ (শ্রীভা. ৯।৪।৬৩), অতএব সতের ইচ্ছাতেই শ্রীভগবানের কার্যে প্রবৃত্তি, স্বতঃ হয় না। অতএব শ্রীভগবানও ‘তদনুগতি’ ভক্তের অধীনতাই স্বীকার করে থাকেন, এরূপ ভাব।
 —‘ভক্তের অধীনতা’ এই অর্থেও অভক্তের অধীন হন না, এরূপ ভাব। পূর্ব পূর্বের দ্বারা সত্ত্বা পরের সঙ্গে নিষ্পাদিত, কিন্তু পূর্ব নয়। —এ বিষয়ে প্রমাণ ‘স্বয়ং সমুত্তীর্ণ’ (শ্রীভা. ১০।২।৩১) অর্থে “(হে স্বপ্রকাশ আপনি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, আপনার চরণাশ্রিত মহাজনগণ এই ভীষণ সুহৃস্তর ভবাপর্ব স্বয়ং উত্তীর্ণ হয়ে আপনার পাদপদ্মতরণী ইহলোকে গুরুপরম্পরায় রেখে গিয়েছেন, কেননা তাঁরা সর্বভূতে অতিশয় প্রীতিযুক্ত)” —সুতরাং প্রথমে সংসঙ্গেই শ্রীভগবানে মতি হয়, এরূপ ভাব।
 এ বিষয়ে হেতু—**পরাবরেশ**—উচ্চ ও নীচজনের দুঃখাদি নিত্য আনন্দময় শ্রীভগবানের স্পর্শ হয় না (কিন্তু সাদুর হয় কারণ সেতো ভবদাবাগ্নি পার হয়েই এসেছে)—অতএব আমারও আপনার ভক্ত গর্গমুনির সঙ্গ থেকেই আপনাতে মতি জাত হয়েছে। —হে মুচুকুন্দ, ‘আপনি ভক্তবৎসল-আমার নিকট বহুত কৃপা প্রার্থনা করেছিলেন পুরাকালে।’—(শ্রীভা. ১০।৫১।৪২)। এইরূপে আপনার দ্বারা উক্ত রীতিতে সেই ভবাপবর্গদাতা আমাকে আপনি ব্রহ্ম হলেন, এরূপ ভাব। পাঠ, মতি ও রতি! সমর্থ সংসঙ্গমের দ্বারা ইতি—অঙ্কুররূপা আসক্তি অর্থাৎ মতি জন্মে। জী. ৫৭।

৫৩। **শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা :** তর্হি সর্বদুঃখোপশমনী পরমসুখময়ী ভক্তিরেব কদা ভবেদিত্যত আহ,—ভবেতি। হে অচ্যুত ! ভ্রমতো জীবন্ত যদা ভবাপবর্গো ভববন্ধস্ত নাশঃ স্যাৎ তদা সংসঙ্গমঃ । অনুগ্রাহকসাদুসঙ্গে ভবেৎ । যই সংসঙ্গমস্তদৈবেত্যেকারান্নাশ্চদা কদাপীত্যর্থঃ । অত্র যই তর্হি ইতি স্থূলকালমালম্ব্যোবোক্তিঃ, সূক্ষ্মকালমবলম্ব্য তু সংসমাগমভবাপবর্গয়োঃ কারণকার্য্যয়োঃ পৌর্ব্বা-পর্য্যমবশ্যমেব বক্তুমুচিতম্ । তদপি তদ্বিপর্য্যয়েণোক্তিঃ, কার্য্যস্বাতীশৈত্ৰ্য্যবোধিত্যতিশয়োক্তিশ্চতুর্থী জ্ঞেয়া । অত্র সদগতাবিত্যস্য বৈষ্ণবতোষণ্যাং ব্যাখ্যা যথা,—“ননু মংকৃপাং বিনা সংসঙ্গমোপি ন স্যাদিত্যতো মংকৃপৈবাদিকারণমস্ত তত্রাহ,—সন্ত এব গতিরাত্রয়ো यस্য তস্মিন্ । স্বচ্ছাময়স্যেতি অহং ভক্তপরা-ধীন” ইত্যাদেঃ সদিচ্ছ্যেব তচ্চ সর্বং প্রবর্ততে ন স্বত ইতি বুধ্যতে । অতস্তৎ কৃপাপি সদনুগতৈ-বেতি ভাবঃ । সতাং গতাবিত্যস্মিন্নর্থোপাসতাং গতি ন ভবসীতি পূর্ব্ব-পূর্ব্বণ সতা পরম্পরস্য সন্তে নিষ্পাদিত এব তৎ কৃপা প্রবর্ততে নতু পূর্ব্বং স্বয়ং সমুত্তীর্ণ্যোত্যাৎদেবিত্যেবা ॥ বি. ৫৩।

মন্যে মমানুগ্রহ ঈশ তে কৃতো

রাজ্যানুবন্ধাপগমো যদৃচ্ছয়া ।

যঃ প্রার্থ্যতে সাধুভিরেকচর্যয়া

বনং বিবিক্ষুদ্ভিরখণ্ডভূমিটৈঃ ॥৫৪॥

৫৪। অর্থঃ ঈশ ! তুঘট-ঘটনা-পটো ! সাধুভিঃ—বিবেকিভিঃ । বনং বিবিক্ষুদ্ভিঃ (তপসে বনং প্রবেষ্টুং ইচ্ছন্তিঃ) অখণ্ডভূমিটৈঃ (সার্বভৌমৈঃ একচর্যয়া (একান্তনিষ্ঠয়া) যঃ (যোঃ-নুগ্রহঃ) প্রার্থ্যতে, মম [সঃ] রাজ্যানুবন্ধাপগমঃ (রাজ্যাদি সঙ্গবিচ্ছেদঃ) তে (ত্বয়া) অনুগ্রহঃ কৃতঃ, [ইতি] মন্যে (তর্কয়ামি) ।

৫৪। মূল্যাবাদঃ : হে তুঘট-ঘটনা-পটো ভগবান্ ! তপস্যা দ্বারা বনে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক বিবেকী সার্বভৌম সম্রাটগণের দ্বারা একনিষ্ঠায় যে অনুগ্রহ প্রার্থিত, সেই রাজ্যাদি-আসক্তি বিনাশ হে কৃষ্ণ, আপনার অনুগ্রহেই আমার হয়ে গিয়েছে বলে মনে করি ।

৫৩। শ্রীবিষ্ণুস্বাধ্য টীকাবুদ : তর্হি—কদাপি । এখানে যর্হি তর্হি—শব্দ দুটি অস্পষ্ট কালকে অবলম্বন করেই বলা হয়েছে । সূক্ষ্মকাল অবলম্বন করে যদি হত তবে সাধুসঙ্গ ও সংসার নাশরূপ কারণ কার্যদ্বয়ের পূর্বাপর সম্বন্ধ অবশ্যই বলা উচিত ছিল । তা হলেও ঐ উল্টা উক্তি, (কার্য ‘সংসার নাশ’ বলবার পর, এর কারণ ‘সংসঙ্গ’) কার্যের অতি শীঘ্রতা বোধিনি অতিশয় উক্তি চতুর্থী বুঝতে হবে । এখানে সঙ্গগতো ইতি এর শ্রীজীবকৃত বৈষ্ণবতোষণী ব্যাখ্যা, যথা—“পূর্বপক্ষ আচ্ছা, আমার কৃপা বিনা সংসঙ্গও হয় না, অতএব আমার কৃপাই আদিকারণ হোক, এরই উত্তরে বলা হচ্ছে, ‘সঙ্গগতো’ সাধুই ‘গতি’ আশ্রয় যার সেই পরাবরেশে আপনাতে মতি জন্মে । স্বেচ্ছাময় শ্রীভগবান্ বলেছেন—‘আমি ভক্ত পরাধীন’ ইত্যাদি হেতু সাধুর ইচ্ছাতেই হে কৃষ্ণ ! আপনার সব কিছুতে প্রবৃত্তি হয় স্বতঃ হয় না, এরূপ বুঝা যাচ্ছে । অতএব আপনার কৃপাও সাধুরূপার পশ্চাতে-ই হয়, এরূপ ভাব । ‘ভক্তের অধীনতা’ এই বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় ‘অভক্তের অধীন হন না’ পূর্বপূর্বের দ্বারা সঙ্গ পরের সঙ্গে নিষ্পাদিত কিন্তু পূর্ব নয়—এ বিষয়ে প্রমাণ ‘স্বয়ং সমুত্তীর্ণ’ (শ্রীভা. ১০।২।৩১) অর্থাৎ হে স্বপ্রকাশ ভগবান্ আপনি বাঞ্ছাকল্পতরু, আপনার চরণাশ্রিত মহাজনগণ এই ভীষণ সুদুস্তর ভবার্ণব স্বয়ং উত্তীর্ণ হয়ে আপনার পাদপদ্মতরণী ইহলোকে গুরুপরম্পরায় রেখে গিয়েছেন, কেন-না তাঁরা সর্বভূতে অতিশয় প্রীতিযুক্ত ।’ বি. ৩৩।

৫৪। শ্রীজীব টীকা : ততস্তদারভ্যেব ময়ি স্বদনুগ্রহো লক্ষিত ইত্যাহ—মহা ইতি । হে ঈশ ‘মুক্ করোতি বাচালম্’ ইত্যাদি-শ্রায়েন হে তুঘট-ঘটনা-পটো ! রাজ্যানুবন্ধস্য রাজত্বা-শক্তেরপগমো যস্মান্নাদৃশোইনুগ্রহঃ তে ত্বয়ৈব যদৃচ্ছয়া স্বৈরিতয়া কৃত ইতি তর্কয়ামি । যোইনুগ্রহ

ন কাময়েহন্যং তব পাদসেবনং-
 দক্ষিণপ্রার্থ্যতমাদরং বিভো
 আরাধ্য কস্তাং হৃদবর্গদং হরে
 বৃণীত আৰ্যো বরমাত্মবন্ধনম্ ॥৫৫॥

৫৫। অন্নয়ঃ বিভো—প্রভো তব অক্ষিণ-প্রার্থতমাং ('অক্ষিণা' ভক্তা, তৈঃ প্রার্থতমাং) পাদ-
 সেবনাং অত্য়ং বরং 'মোক্ষমপীত্যর্থঃ' ন কাময়ে, হরে ! (হে মনোহর !) কঃ আৰ্যঃ ('আৰ্য' বিবেকী)
 অপবর্গদং (শুদ্ধ ভক্তিপ্রদং) হি (অপ্যর্থঃ) হাং আরাধ্য (প্রাপ্য সেবিত্বা বা) আত্মবন্ধনং (আত্মানং বধ্বতি
 তথা) বরং [হৃদা দিৎসিতমপি] বৃণীত (নৈব বৃণীত ইত্যর্থঃ)।

৫৫। মূল্যাবাদঃ : হে প্রভো ! আপনার ভক্তগণ আপনার নিকট প্রার্থ্যতম পাদসেবনাদি-
 বিনা অত্য় বর, এমন কি মোক্ষও কামনা করে না। হে মনোহর ! কোন্ বিবেকী শুদ্ধভক্তিপ্রদ
 আপনাকে পেয়ে নিজের বিষয়বন্ধন বর, আপনি দিলেও গ্রহণ করে ? (নিশ্চয়ই করে না।)

একচর্য্যা একান্তনিষ্ঠয়া অথভূমিপৈরপি যুগ্যতে, কিং পুনর্ভারতবার্ষিকদেশপতিভিরিত্যর্থঃ। তেষাং
 কথং বনবিবিক্ষা স্যাৎ ? তত্রাহ—সাপুভিঃ বিবেকেনাসম্মিষ্ঠায়াগিভিরিত্যর্থঃ ॥জী० ৫৭॥

৫৭। শ্রীজীবৈব তাতাং টীকানুবাদঃ : অতঃপর সাধুসঙ্গে অক্ষররূপা মতি থেকে আরম্ভ
 করেই আমাতে আপনার অনুগ্রহ লক্ষিত, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—মত্ব ইতি। হে ঈশ্বর 'মুককে
 বাচাল করেন' এই ত্রায় অনুসারে হে ছুট-ঘটনাপট্টা ! রাজ্যানুবন্ধঃ—রাজত্ব অভিলাষের বিনাশ
 যার থেকে তদৃশ অনুগ্রহ তত—হ্রৈব অর্থাৎ তোমার দ্বারাই যদৃচ্ছয়া কৃত—স্বেচ্ছাচারে কৃত,
 এক্রপ মনে হয় যে অনুগ্রহ একচর্য্যা—একান্ত নিষ্ঠার সহিত অথভূমিপৈঃ—সার্বভৌম সম্রাটও
 প্রার্থনা করেন। ভারতের একদেশাধিপতির কথা আর বলবার কি আছে ? কি করে তাদের
 বনে যাওয়ার ইচ্ছা হতে পারে ? এই উত্তরে সাপুভিঃ—বিবেকের দ্বারা অসম্মিষ্ঠা ত্যাগীদের
 দ্বারা ॥জী० ৫৭॥

৫৭। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাঃ : মম তু হৃদভূমিগর্গসঙ্গানন্তরমকস্মাদেব যো রাজ্যাদিসঙ্গবিচ্ছেদো
 জাতঃ স তবানুগ্রহাদিত্যহং জানামীত্যাহ,—মত্ব ইতি। “বৈবর্গিকায়াসবিঘাতমস্মৎপতি বিন্দতে
 পুরুষস্য শক্রঃ। ততোহনুময়ো ভগবৎপ্রসাদো যো হুর্নভোহিক্ষণ গোচরোহনু”রিতী শ্রীব্রহ্মোক্তেঃ।
 যো রাজ্যানুবন্ধোপগমঃ সাধুভিঃ প্রার্থতে। একচর্য্যা একচারিণেন নির্বিবর্তনীয়ধ্যানভক্তি-
 সিদ্ধার্থমিতি ভাবঃ ॥বি० ৫৪॥

৫৭। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদঃ : আমার তো আপনার ভক্তগর্গসঙ্গের পরেই যে রাজ্যাদি-
 সঙ্গ বিচ্ছেদ জাত হল, সে আপনার অনুগ্রহ বলেই জানি, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—মত্ব ইতি।

হে ইন্দ্র ! আমাদের প্রভু ভগবান্ শ্রীহরি হৃদীয় ভক্তগণের ধর্ম-অর্থ-কাম চেষ্টা বিনাশকারী । তদ্বারাই তাঁর কৃপা অনুমান করা যায় । এতাদৃশ ভগবৎপ্রসাদ একমাত্র নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তেরই লভ্য । অন্য বিষয়াবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিদের পক্ষে দুর্লভ ।

শ্রীব্রহ্মোক্তির রাজ্য-অভিলাষ-বিনাশ, বিবেকী রাজচক্রবর্তীগণ একনিষ্ঠায় প্রার্থনা করেন, নির্বিঘ্নে হৃদীয় ধ্যানভক্তি সিদ্ধির জন্ম । বিং ৫৭॥

৫৫। শ্রীজীব বৈং তোঃ টীকা : অতঃ পাদসেবনাং সাক্ষাদ্বিবিধপরিচর্যয়া অতঃ বরং বরণীয়ার্থং ন কাময়ে, তদেব কাময়ে ইত্যর্থঃ । কুতঃ ? অকিঞ্চনামুক্তিপৰ্য্যন্তমর্থঃ তুচ্ছীকৃত্য ভক্তা-স্তৈরপি প্রার্থ্যতমাং প্রার্থ্যা ভক্তিঃ, প্রার্থ্যতরং দর্শনং, প্রার্থ্যতমং পাদসেবনম্ ; তস্মাদিতি সর্ব-পুরুষার্থত আধিক্যমুক্তম্ । তদেব হি যোগ্যমিত্যাশয়েন সম্বোধয়তি —বিভো হে সর্বপুরুষার্থাধিক-সুখদানসমর্থ ! আরাধ্য প্রাপ্য, সেবিত্বা বা ; অপবর্গো ভক্তিঃ ; তথা চ পঞ্চমস্কন্ধে (১৯।১৮-১৯) —‘যথার্ববিধানমপবর্গশ্চ ভবতি’, ‘যোঃসৌ ভগবতি সর্বভূতাস্বয়নাশ্বোহনিক্লেশনিলয়নে পরমাত্মনি বাসুদেবেননামিত্তভক্তিযোগলক্ষণঃ’ ইতি ; যদ্বা, মুক্তিঃ কথং ন বৃণুযে ? তত্রাহ—আরাধ্যোতি । বরমীদংপ্রিয়েঃব্যয়ম্ ; আরাধ্য সেবিত্বা বা, কস্তামপবর্গদং মুক্তিপ্রদং সন্তং বৃণীত ? বরমাত্মবন্ধন-মেব বৃণীতেত্যর্থঃ ॥ জীং ৫৫।

৫৫। শ্রীজীব বৈং তোঃ টীকাবৃত্তাদ : অতঃপর পাদসেবন থেকে সাক্ষাৎবিবিধ পরিচর্যা বিনা অতঃ বরং—বরণীয়ার্থ কামনা করি না, বিবিধপরিচর্যাই কামনা করি । কেন ? অকিঞ্চন অর্থাৎ মুক্তগণ মুক্তি পর্য্যন্ত অর্থ তুচ্ছীকৃত করত, ভক্তগণে পরিগণিত, এই ভক্তগণের দ্বারাও প্রার্থ-তম হতেও প্রার্থণীয় ভক্তি, প্রার্থ্যতর দর্শন, আর প্রার্থ্যতম হল পাদসেবন—এইরূপে সর্বপুরুষার্থ থেকে আধিক্য উক্ত হল ।

[শ্রীবলদেব—হে বিভো ! আপনার পাদসেবন বিনা অতঃ বরং—স্বসুখ-ঐশ্বর্যপ্রধান মোক্ষও আমি কামনা করি না । কী দৃশ থেকে ? এই আশয়ে বলা হয়েছে—অকিঞ্চন ইতি—প্রার্থ্যতর আপনার স্নেহ, প্রার্থ্যতম কিন্তু আপনার পাদসেবন । অপবর্গদং—শুদ্ধভক্তিপ্রদং] ॥জীং ৫৫॥

৫৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা : বরান্ বৃণীষেতি যতুক্তং তত্রোত্তরমাহ,—নেতি । অকিঞ্চনঃ প্রার্থ্যা ভক্তিঃ প্রার্থ্যতরঃ প্রেমা প্রার্থ্যতমং পাদসেবনং তস্মাৎ । অতঃ মোক্ষমপি ন কাময়ে কিমু-তাত্মান্ বরান্ । অপবর্গদং ভক্তিযোগপ্রদং পঞ্চমস্কন্ধে অপবর্গশব্দেন ভক্তিযোগোক্তেঃ অথবা দৃষ্টান্ত-মপি কৈমুতোনেবাহ,—হি অপ্যর্থঃ । অপবর্গদং মোক্ষার্থিত্বাং মোক্ষপ্রদমপি ত্বাং আরাধ্য কঃ খলু বিবেকী আত্মনো বন্ধনং বরং ত্বয়া দিৎসিতমপি বৃণীত । অহন্ত মোক্ষেহপি নিরপেক্ষঃ কথং তং বৃণয়ামিতি ভাবঃ ॥বিং ৫৫॥

তস্মাদিত্যজ্যাশিষ ঈশ সর্বতো

রজস্তমঃসত্ত্বগুণানুবন্ধনাঃ

নিরঞ্জনং নিগুণমদ্বয়ং পরং

ত্বাং জ্ঞাপ্তিমাাত্রং পুরুষং ব্রজাম্যহম্ ৷৫৬৷

৫৬। অর্থঃ ঈশ (সর্বপ্রদান সমর্থ!) তস্মাৎ সর্বতো (সর্বা এব) রজস্তমঃ সত্ত্ব 'গুণানুবন্ধনাঃ' (রজস্তমঃসত্ত্ব-ত্রিগুণাবিতা) আশিষঃ (ফলানি) বিসৃজ্য অহং নিরঞ্জনং (উপাধিঃ বিনা স্বরূপেণৈব তথাস্থিতম্) নিগুণং (প্রাকৃতগুণগুণ্যং) অদ্বয়ং (প্রকৃতি সম্বন্ধ রহিতম্) জ্ঞাপ্তিমাাত্রং (জ্ঞানঘনং সচ্চিদানন্দবিগ্রহমিত্যর্থঃ) পরং পুরুষং (পরমেশ্বরং) ত্বাং ব্রজামি (শরণং যামি)।

৫৬। মূল্যাবাদঃ হে সর্বপ্রদান সমর্থ! অতএব আমি সর্বতোভাবে সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণের সম্বন্ধযুক্ত কাম্যবিষয় পরিত্যাগ পূর্বক উপাধিবিনা স্বরূপেই তথাস্থিত, প্রাকৃতগুণগুণ্য, প্রকৃতি সম্বন্ধরহিত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বর আপনার চরণে শরণ নিলাম।

৫৫। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাব্লাদঃ বর সকল প্রার্থনা কর, এই যা বলা হয়েছে, তারই উত্তরে—'নেতি'—অকিঞ্চনের দ্বারা প্রার্থ্যনীয় হল ভক্তি, প্রার্থ্যিত হল প্রেম আর এই প্রার্থিতম হল পাদসেবন; কাজেই অতঃপর মোক্ষও কামনা করি না, আর অতঃবারের কথা বলবার কি আছে? অপবর্গদং—ভক্তিযোগপ্রদং—ভাঃ পঞ্চম স্কন্ধে 'অপবর্গ' শব্দে ভক্তিযোগ অর্থ করা হেতু। অথবা এখানে দৃষ্টান্তেও কৈমুতিক আয়েই বলা হয়েছে 'হি' শব্দটি এই শব্দের 'অপি' অর্থ করত 'অপবর্গদং' মোক্ষার্থী জনের কাছে আপনি মোক্ষপ্রদ হলেও আপনাকে আরাধনা করে কে এমন বিবেকী আছে, যে নিজের বন্ধন বর আপনি দিলেও গ্রহণ করবে? মোক্ষও নিরপেক্ষ আমি আর কি করে তা গ্রহণ করব? এক্ষণ ভাব। বিঃ ৫৫৥

৫৬। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকাঃ আশিষঃ ফলানি; সর্বশ ইতি পাদসেবনবিরুদ্ধো মোক্ষো-হপি নিরন্তঃ। সর্বত ইতি পাঠে স এবার্থঃ। তস্মাপি জ্ঞানহীনসত্ত্বগুণানুবন্ধনত্বাৎ সেবায়ান্ত নৈগুণ্যহেতুকত্বাৎ। 'সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা' (শ্রীভা ১১।২৫।২৭) ইত্যাদৌ, 'মৎসেবায়ান্ত নিগুণা' ইতি শ্রীভগবত্বক্তেঃ। অতঃপরে। তত্র আমিত্যেতদাকারেণাবিভবন্তমিত্যর্থঃ। তৎ 'সত্যং পরং ধীমহি' (শ্রীভা ১।১।১) ইতি, 'আত্মোহবতারঃ পুরুষঃ পরশ্চ' (শ্রীভা ২।৬।৪২) ইতি, 'কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্' (শ্রীভা ১।৩।২৮) ইতি-দৃষ্ট্যা স্বয়ং ভগবন্তমিত্যর্থঃ। 'পুরুষমীশ্বরম্' (শ্রীভা ১০।৭০।৪) ইতি, 'বিষ্ণুভ্যাঃ হিমদং কৃৎস্নমেকাশেন' (১০।৪২) ইতি গীতাদৃষ্ট্যান্তর্যাম্যাকারেণ পরমাত্মাত্মমিত্যর্থঃ। জ্ঞাপ্তিমাাত্রমিতি—'জ্ঞানমাাত্রং পরং ব্রহ্ম' (শ্রীভা ৩।৩২।২৬) ইতিদৃষ্ট্যা চিন্মাত্রাকারেণ সর্বত্র ব্রহ্মাত্ম্য-মিত্যর্থঃ। তত্ক্ষম্—'ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে' (শ্রীভা ১।২।১১) ইতি। তদেব-

মাবিভাবত্রয়ায়াকে মায়াতীতত্বমাহ —কুত ইত্যাদিনা ।। তত্র ত্রিধাপি নিরঞ্জনমুপাধিং বিনা স্বরূপেণব
তথা তথা স্থিতং, ভগবদে পরমাশ্রয়েহপি নিগুণং, নির্গতা গুণেভ্যঃ প্রাকৃতেভ্যো গুণাঃ স্বরূপশক্তি-
রভিক্রুপা ঐশ্বর্যাদয়ো যস্য তং মধ্যপদলোপঃ ; ‘মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্বক’ (শ্রীভা ১১।১৩।৪০) ইত্যাদৌ,
‘সাম্যাসঙ্গাদয়ো গুণাঃ’ ইতি শ্রীভগবদুক্তেঃ । অদ্বয়ং—সজাতীয়-বিজাতীয়ভেদ-রহিতং, জপ্তিমাশ্রয়েহপি
স্বরূপশক্তির্যৎকিঞ্চিদুপলভ্যতে, ঐক্ষিত্বস্য স্বাভাবিকতয়াবস্থাং মন্তব্যাহং । তদুক্তং ‘ঈক্ষতের্নামকম্’
(শ্রীভা ১।১।৫) ইত্যত্র ভাগ্যকৃতিজ্ঞানস্বরূপস্য তস্য জ্ঞানসাধনাপেক্ষা নাস্তি, প্রকাশস্বরূপবস্তনঃ
প্রকাশসাধনাপেক্ষাভাবাদিতি ভগবদে পরমাশ্রয়ে চ স্পষ্টমেব সা শ্রীয়াতে । ‘ন তস্য কার্য্যং করণং চ
বিद्यতে, ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে । পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রীয়াতে, স্বাভাবিকী জ্ঞানলক্রিয়া চ ॥’
(শ্রীশ্বে ৬।৮) ইতি, ‘অপানিপাদো যবনো গ্রহীতা’ (শ্রীশ্বে ৩।১৯) ইতি চ বিগ্রহশ্চ ; ‘যমেবৈষ
বৃণুতে তেন লভ্যস্ত্যশ্চৈষ আত্মা বিরণুতে তল্লং স্বাম্’ (শ্রীকঠ ১।২।২৩, শ্রীমু ৩।২।৩) ইতি ; যদা,
নিরঞ্জনং নিতরাং রঞ্জকং নিগুণং নিঃশেষেণ গুণয়তি উত্তরোত্তরং ভবিবিস্তারেণ বর্দ্ধয়তীতি তদদ্বয়ং
প্রতিদ্বন্দ্বিশূন্যং জপ্তিশিচিদকলক্ষণং ব্রহ্মাখ্যং বস্তৃপি মাত্রাংশো যস্য তং সচ্চিদানন্দরূপমনুশি
পুরুষাকারং স্বামেতমিত্যর্থঃ । ব্রজামি সেব্যতেনাসাদয়ামি, শেষং পূর্ববৎ ॥জীঃ ৫৬॥

৫৬। শ্রীভীষ ১০।২৩। টীকাভাবাদঃ আশিষঃ—যলসমূহ সর্বত্র ইতি—সর্বতোভাবে
পাদসেবনবিরুদ্ধ মোক্ষও নিরস্ত হল । ‘সর্বত্র ইতি’ পাঠেও একই অর্থ । এই মোক্ষেরও হেতু জ্ঞান
হওয়ায় ইহা সম্বন্ধগুণ সম্বন্ধযুক্ত । তাই ইহা পরিত্যাগ করত আপনার শরণাগত হচ্ছি । সেবা
বিষয়িনী শ্রদ্ধা কিন্তু নিগুণা । এ বিষয় প্রমাণ—“সাত্ত্বিক্যাত্মাত্মিক—মৎসেব্যায়ান্ত নিগুণা” (শ্রীভাঃ
১১।২৫।২৭) অর্থাৎ ‘আত্মবিষয়িনী শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, কর্মবিষয়িনী শ্রদ্ধা রাজসী, অধর্মবিষয়িনী শ্রদ্ধা তামসী
এবং মদীয় সেবা বিষয়িনী শ্রদ্ধা নিগুণা ।’ —শ্রীভগবৎ উক্তি (শ্রীভাঃ ১১।২৫।২৭) ।—[শ্রীশ্রী-
স্বামী—রজ-তম-স্বত্বগুণের দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত যে আশিষ—শক্রমারণাদি ধর্মাদিরূপা ঐশ্বর্যাদি । সিস্টা—
পরিত্যাগ করত পরমপুরুষঃ—পরমেশ্বর জপ্তিমাত্রাং—জ্ঞানঘন, নিরঞ্জন—নিগুণ যে সে আর কি
কথা, অদ্বয় যে সে আরও কি কথা—অতএব পরিপূর্ণ ‘স্বাম্’ আপনার শরণাগত হচ্ছি ।] শ্রীধর টীকায়
ত্বাহ ইতি—এই শ্যামসুন্দররূপে আবর্তিত আপনার শরণাগত হচ্ছি । আরও আপনি সত্যঃ পরঃ
ধীমহি (শ্রীভাঃ ১।১।১) ইতি, অর্থাৎ সত্যস্বরূপ পরতত্ত্বকে সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে, স্বয়ং ভগবান্
শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করি । সেই নীলা পুরুষোত্তমই একমাত্র ধ্যানের বস্তু ইতি, “আত্মোৎপত্তারঃ পুরুষঃ
পরম্” (শ্রীভাঃ ২।৬।৪২) ইতি, অর্থাৎ ‘পরম্’ পরমব্যোমাধিনাথ ভগবানের, ‘আত্মঃ’ প্রথম অবতার,
‘পুরুষঃ’ প্রকৃতি ঈক্ষণকর্তা কারণার্ণবশায়ী ইতি, ‘কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্’ (শ্রীভাঃ ১।৩।২৮) অর্থাৎ
‘কৃষ্ণেরই ভগবৎ-লক্ষণ ধর্ম সাধিত হয়, ভগবানের কৃষ্ণত্ব নয়, স্তুরাং কৃষ্ণই ভগবান্ মূলীভূত । ইহাই
পুনরায় পরিষ্কার করতে গিয়ে বলা হচ্ছে, স্বয়ম্ ইতি—এর দ্বারা পুরুষ-অবতারী ভগবান্ মহানারায়ণ

থেকেও কৃষ্ণের উৎকর্ষ সাধিত হইল। ভগবানের মাধুর্য-ঐশ্বর্য-কারুণ্যাদি শক্তি-প্রকাশ তারতম্যের দ্বারাই অংশত-পূর্ণত ব্যবস্থা। আবির্ভাবিত পূর্ণসর্বশক্তিত্বপূর্ণত। আবির্ভাবিত যথা প্রয়োজন। অল্প-শক্তিত্ব অংশত। —কৃষ্ণ পূর্ণত্ব-ঐশ্বর্যমাধুর্যের মহাসাগর। সমস্ত অবতারকে তাঁর অন্তর্ভুক্ত করত নিখিলশক্তিমান। ‘মহাপুরুষমীশ্বরম্’—(শ্রীভা. ১০।৪০।৪) অন্তর্যামিস্বরূপ ঈশ্বর আপনাকে। **বিষ্ণুভ্যাঃ হৃদয়ং কৃৎস্নমেকাশেব**—(গীতা ১০।৪২) অর্থাৎ ‘হে অর্জুন! আমি একাংশে প্রকৃতির অন্তর্যামী পুরুষরূপেই এই সৃষ্ট জগৎব্যাপী অবস্থান করছি।’ এইরূপে গীতাদৃষ্টে অন্তর্যামী আকারে পরমাত্মা আখ্যায় ভূষিত। জ্ঞপ্তিমাংস—আপনি জ্ঞানঘন—‘জ্ঞানমাংসং পরং ব্রহ্ম’—(শ্রীভা. ৩।৩২।২৬) এই দৃষ্টান্ত অনুসারে আপনি চিৎমাংস আকারে সর্বত্র ব্রহ্ম আখ্যায় ভূষিত।—ইহাই বলা হয়েছে—“ব্রহ্মেতি পরমাশ্রুতি ভগবানিতি শব্দ্যতে”—(ভা. ১।২।১১) ইতি। কিভাবে কথিত হন? এরই উত্তরে—উপযুক্ত। তিনভাবে থাকলেও নিরঞ্জন অর্থাৎ উপাধিবিনা স্বরূপেই তথা তথা স্থিত। ভগবান্ রূপে ও পরমাত্মারূপে ‘নিগুণ’ অর্থাৎ প্রাকৃতগুণের বাইরে অবস্থিত স্বরূপশক্তির বৃত্তিরূপা ঐশ্বর্যাদি যার সেই তত্ত্ববস্তু কথিত হন। ‘মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্বৈ’ (শ্রীভা. ১১।১৩।৪০) ভগবান বলছেন—‘সমতা অপ্রাকৃতেও আসক্তি স্বভক্ते ইত্যাদি নিত্য অপ্রাকৃতগুণ সকল অনিত্য প্রাকৃতগুণ সম্পর্ক শূণ্য, নিরপেক্ষ, সর্বহিতকারী সর্বপ্রমাম্পদ, সর্বাস্তর্যামিস্বরূপ আমার সেবা করে থাকে।’ **অদ্বয়ম্** (১০।৫১।৫৬) শরণাগত হতে গিয়ে মুচুকুন্দ কৃষ্ণের পরিচয় দিচ্ছেন—অদ্বয়ং—সজাতীয়-বিজাতীয়ভেদ রহিত [জ্ঞানং চিদেকরূপম্; অদ্বয়ত্বং চাস্ত্য স্বয়ংসিদ্ধ—তাদৃশতত্ত্বাত্তরাভাবাৎ স্বশাঙ্ক্যকসহায়ত্বাৎ পরমাশ্রয়ং তং বিনা তাসামসিদ্ধাত্মাচ্চ। তত্ত্বমিতি পরমপুরুষার্থতা দ্যোতনায় পরমসুখরূপস্য অস্ত্য জ্ঞানস্য বোধ্যতে। অতএব তস্য নিত্যত্বঞ্চ দর্শিতম্।—(শ্রীভা. ক্রমসন্দর্ভ)]। জ্ঞপ্তিমাংস—জ্ঞানঘন-মাংস হলেও স্বরূপশক্তি যৎকিঞ্চিৎ পাওয়া যায়, ভগবানের ঈক্ষণ কর্তৃত্ব স্বাভাবিক হওয়া হেতু, এ বিষয়ে মন্তব্য করা সমীচীন, তাই বলা হচ্ছে, ‘ঈক্ষণতোনাশব্দং’ (শ্রীব্রহ্মসূত্র ১।১।৫) এই সূত্রে ব্যাখ্যা ভাষ্যকারগণের দ্বারা এরূপ করা হয়েছে, যথা ‘জ্ঞানস্বরূপ তাঁর জ্ঞানের জন্য সাধনের অপেক্ষা নেই, প্রকাশস্বরূপ বস্তুর প্রকাশসাধন অপেক্ষার অভাব থাকায়।—ভগবত্বে ও পরমাশ্রুত ইহা শুনা যায় স্পষ্টই, যথা—‘তাঁর কার্য নেই, কার্যের সাধনও নেই তাঁর সম নেই অধিকও নেই। ভগবানের শক্তি বিবিধ বলেই শুনা যায়, স্বাভাবিকী জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া॥’—(শ্রীশ্বে ৬।৮) ইতি, তাঁর হাত নেই, পা নেই কিন্তু তিনি হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করেন, হেটে চলেন—(শ্রীশ্বে ৩।১৯) তাই দেখা যাচ্ছে তিনি অপ্রাকৃত বিগ্রহবান। ‘এই আত্মা যাকে বরণ করেন তিনিই তাঁকে পেতে পারেন, তাঁকেই তিনি স্বীয় তত্ত্ব পর্যন্ত দান করে থাকেন।’—(শ্রীকঠ ১।২।২৩)।

অথবা, শ্রীভা. ১০।৫১।৫৬ শ্লোকের শেষ দু-সাইনের অর্থ প্রকার অর্থ করা হচ্ছে—**নিদ্রজ্ঞানং**—

অত্যন্ত চিত্তচমৎকারকারী **বিগুণঃ**—‘নিঃশেষণ গুণয়তি’—উত্তরোত্তর ভক্তিবিশ্তারের দ্বারা বাড়িয়ে
তোলেন। **অদ্বয়ঃ**—আপনি প্রতিদ্বন্দ্বিগুণ জ্ঞপ্তি—চিদেকলক্ষণ ব্রহ্মাখ্যবস্তু অর্থাৎ তত্ত্বও **মাত্রঃ**—
অংশ যার সেই সচ্চিদানন্দরূপ অনন্তশক্তি পুরুষঃ—পুরুষাকার আপনার শরণাগত হচ্ছি। [শ্রীজীব
ক্রমসন্দর্ভ—**আশিষঃ**—ফল সকল। সর্বশ ইতি—সর্বতোভাবে, এই পদে মোক্ষও নিরন্তর হল, তারও
জ্ঞান হেতু—সত্ত্বগুণের সহিত সম্বন্ধ থাকায়। সেবা কিন্তু নিগুণতা—হেতু সম্বন্ধীয় হওয়ায় প্রার্থ-
নীয়—(ভা. ১।১।২৫।২৭) শ্রীভগবৎ উক্তি আশ্ববিষয়িণী শ্রদ্ধা সাত্বিকী, কর্মবিষয়িণী শ্রদ্ধা রাজসী,
অধর্ম বিষয়িণী শ্রদ্ধা তামসী এবং মদীয় সেবাবিষয়িণী শ্রদ্ধা নিগুণা।” **জ্ঞপ্তিমাত্রঃ**—জ্ঞানঘন
অর্থাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। **নিরঞ্জনম্**—উপাধিবিনা স্বরূপে তথা স্থিত। **বিগুণঃ**—যাঁর গুণ
প্রাকৃতগুণের থেকে বাইরে অবস্থিত। **অদ্বয়ঃ**—প্রকৃতি সম্বন্ধ রহিত।] জী. ৫৬।

৫৬। **শ্রীবিষ্মতাপ্য টীকা :** স্বস্ত সর্বকামনিষ্পত্তং স্পষ্টীকৃত্যাহ,—তস্মাদিতি। সর্বশঃ সর্ব
এব ‘সর্বত’ ইতি পার্শ্বেইপি স এবার্থঃ। রজস্তমঃ সত্ত্বগুণৈরনুবধ্যন্ত ইতি তাঃ। তেন জ্ঞান-
হেতুসত্ত্বগুণানুবন্ধিনী মুক্তিরপি বিমুখা গুণত্রয়াতীতা পাদসেবনাস্থিকা ভক্তিরেব প্রার্থিতা। শ্রীমদগী-
তাস্বকাদশে চ ভক্তিরেব ত্রিগুণাতীতত্বশ্রবণাৎ ত্বাং পুরুষং ব্রজামি প্রাপ্নুয়ামিত্যর্থঃ। নহু পুরুষা-
কারং মাং মায়াশরণং ব্রহ্মেতি কেচিৎচাক্ষতে। তত্রাহ,—নিরঞ্জনং অঞ্জনমুপাধিস্তদ্রহিতম্। যতো
নিগুণম্। নহু, সত্যং নিগুণং এবাস্মি ইদং মদীয়ং বপুস্ত গুণময়মেব বদন্তীত্যত আহ,—অদ্বয়ঃ
ত্বং তদ্বপুশ্চ ন ভিন্নং তমেব তদ্বপুরিত্যর্থঃ। তর্হি বপুরিদং কং স্বরূপং তত্রাহ,—জ্ঞপ্তিমাত্রং চিৎ-
স্বরূপং ব্রহ্মবেত্যর্থঃ। যদ্বা, গুণময়জগতোহপি ত্বচ্ছক্তিময়ত্বেন ত্বদ্ভিন্নত্বাভাবাদদ্বয়ম্। স্বরূপশক্ত্যা
তু জ্ঞপ্তিমাত্রং পুরুষম্ ॥বি. ৫৬।

৫৬। **শ্রীবিষ্মতাপ্য টীকাবুদ :** মুচুকুন্দ নিজের সব কামনা-বাসনা সম্বন্ধে নিষ্পত্তা স্পষ্ট
করে বলেছেন—তস্মাদিতি। ‘সর্বশঃ’ = ‘সর্বাব’ সর্বতোভাবে এবং ‘সর্বতঃ’ তু পার্শ্বেই একই অর্থ।
রজঃ-তমঃ ও সত্ত্বগুণের সহিত সম্বন্ধ আমার দ্বারা ত্যক্ত হওয়ায় জ্ঞানের হেতু সত্ত্বগুণের সহিত
সম্বন্ধযুক্ত মুক্তিও ত্যক্ত হয়েছে। গুণত্রয়ের অতীত পাদসেবনাস্থিকা ভক্তিই আমার দ্বারা প্রার্থিত।
শ্রীগীতা-একাদশে ভক্তিই ত্রিগুণাতীতা বলে শ্রবণ হেতু ত্বাং পুরুষং—ত্রিগুণাতীতপুরুষ আপ-
নাকে লাভ করব। কৃষ্ণ যেন পূর্বপক্ষ করেছেন, কেউ কেউতো বলে থাকেন, পুরুষাকার আমি
মায়া-উপহত চৈতন্য। এরই উত্তরে বলা হচ্ছে **নিরঞ্জনঃ**—অঞ্জন-রহিত যেহেতু **বিগুণঃ**—
নিগুণ। পুনরায় পূর্বপক্ষ, সত্যই আমি নিগুণই বটে, কিন্তু আমার এই বপু গুণময়, এরূপ
কেহ কেহ বলে থাকে। এরই উত্তরে বলা হচ্ছে, **অদ্বয়ঃ**—আপনি ও আপনার বপু ভিন্ন নয়,
আপনিই তৎ বপু। তা হলে এই বপুর স্বরূপ কি এরই উত্তর **জ্ঞপ্তিমাত্রঃ**—চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম
‘অথবা’ গুণময় জগৎও আপনার শক্তিময় হওয়া হেতু আপনা থেকে ভিন্ন নয় বলে ‘অদ্বয়’।
স্বরূপ শক্তিয়ুক্ত জ্ঞানঘন পুরুষ ॥বি. ৫৬।

চিরমিহ বৃজিনান্তস্তপ্যমানোহনুতাপৈ-

রবিতৃষষড়মিত্রো লব্ধশান্তিঃ কথঞ্চিৎ ।

শরণদ সমুপেতত্ত্বং পদাঙ্জং পরাভ্রান্

অভয়মৃতমশোকং পাহি মাপন্নমীশ ॥ ৫৭ ॥

৫৭। **অন্নয়ঃ** [হে] শরণদ ! (শরণং দদাতীতি), ঈশ, ইহ (সংসারে) চিরং (দীর্ঘকালং) বৃজিনান্তঃ ('বৃজিনৈঃ' কর্মফলৈঃ আন্তঃ) অনুতাপৈঃ (পুণ্যং তদবাসনাভিঃ) তপ্যমানঃ (সন্তাপিতঃ) [তথাপি] অবিতৃষ-ষড়মিত্রঃ (ন বিগত তৃষা ষট্, অমিত্রাঃ ইন্দ্রিয়রূপাঃ শত্রবঃ যস্য সং) [অতএব] অলব্ধ শান্তিঃ [অহং] কথঞ্চিৎ (বিনা প্রযত্নে অনিকপণীয় কোনও কারণে) স্বাতং (সত্যং) [অতঃ] অভয়-অশোকং তৎপদাঙ্জং (তবপাদপদ্মং) সমুপেতঃ (প্রত্যক্ষতয়া, তত্রাপি 'উপ' সমীপে 'ইতঃ' প্রাপ্তঃ অস্মি) [অতঃ] আপন্নং (আপদা ব্যাপ্তং) মা (মাং) পাহি (রক্ষ) ।

৫৭। **মূলানুবাদ :** হে শরণ দাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ! এই সংসারে দীর্ঘকাল নিজ কর্মফলে আর্ত পুনরায় ঐ বিষয় বাসনা দ্বারা সন্তাপিত, পুণ্যভোগক্ষয়ে শোকে সন্তাপিত তথাপি যাদের তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়নি, এমন ছয়টি ইন্দ্রিয়রূপা শত্রু কবলিত, অলব্ধ শান্তি আমি দিনা পয়স্বে অনিকপণীয় কোনও কারণে সত্য-অভয়-অশোক আপনার পাদপদ্ম প্রত্যক্ষরূপে প্রাপ্ত হয়ে গেলাম, অতএব আপদে আচ্ছন্ন আমাকে রক্ষা করুন ।

৫৭। **শ্রীজীবৈব. ভো. টীকা :** অতোহধুনা কথমপি মামুপেক্ষিতং নাহঁসি, কিন্তু সর্বতো রক্ষতি সর্দৈশ্চমর্থয়তে—চিরমিতি । ইহ সংসারে বৃজিনৈঃ পাপভোগেরান্তঃ অনুতাপৈঃ পুণ্যভোগক্ষয়ে শৌক্যস্তপ্যমানঃ, কথঞ্চিদপি ন লব্ধা শান্তিঃ চিত্তস্থগ্যাং সুখং বা যেন সং : যদ্বা, কথঞ্চিৎ প্রযত্নাভাবাদ-নিকাশ্যেণ কেনাপি কারণেন সম্যক প্রত্যক্ষতয়া । তত্রাপ্যপ সমীপে ইতঃ প্রাপ্তঃ, তচ্চ তব যোগ্য-মিত্যাহ—হে শরণদ 'আর্তানাং শরণং ব্রহ্ম' ইত্যাদি-স্বপ্রতিজ্ঞাপেক্ষয়া স্বাশ্রয়দায়ক ; ন চ বস্তব্যং, বৃত্তস্তবিশাদিত ভক্তেরপি প্রবর্তকস্তমেব ইত্যশয়েন সম্বোধয়তি—পরোভ্রান্নিতি । অতোহধুনা নিজ-পাদাঙ্জ-মাহাত্ম্যানুরূপমেব দাতুমহঁসি, ন ত্বাদিত্যাশয়েন পাদাঙ্জং বিশিনষ্টি—পদেদ্বিভিরতঃ পাহি, নিজসেবকত্বেন পালয়, তচ্চ কেবলং দীনবাৎসল্যাদেবেতি দৈগ্ধেন পুনরাহ—আপন্নমিতি । তত্র চ ব্রহ্মবৈকং সমর্থ ইত্যাহ—হে ঈশেতি ॥ জী. ৫৭ ॥

৫৭। **শ্রীজীবৈব. ভো. টীকানুবাদ :** অতএব অধুনা কোনও প্রকারেই আপনি আমাকে উপেক্ষা করতে যোগ্য নন, অতএব সর্বতোভাবেই পালন করুন, এইরূপে সর্দৈশ্চ প্রার্থনা করছেন—চিরম্ ইতি । ইহ—এই সংসারে বৃজিবৈঃ—পাপভোগে আর্ত অনুতাপৈঃ—পুণ্যভোগক্ষয়ে শোকে

তপ্যমান, কথঞ্চিৎ ইতি—কোনও প্রকারেই ‘শান্তি’ চিত্তস্থ বা সুখ লব্ধ হচ্ছে না যার দ্বারা, সেই আমি। অথবা, কথঞ্চিৎ—বিনা প্রযত্নে অনিরূপণীয় কোনও কারণে সমুপগতঃ—[সম্+উপ+ইতঃ] ‘সম্যক্’ প্রত্যক্ষরূপে, এর মধ্যেও আবার ‘উপ’ নিকটে ‘ইতঃ’ প্রাপ্ত,—এও আপনার পক্ষে’ যোগ্যই বটে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—হে শরণদ—সম্বোধন করেই মনে বিচারের উদ্ভব হল’ এইরূপ—‘আর্তদের শরণ আমি’ ইত্যাদি স্বপ্রতিজ্ঞা অপেক্ষায় নিজজনের আশ্রয়দায়ক। এও বলতে পার না, তদীয় ভক্তি বশ হেতু ‘শরণদ’ কারণ ভগবান্ ভক্তির প্রবর্তকও, এই আশয়ে সম্বোধন করছেন—পর্যায় ইতি—[অন্তর্যামিক্রমে সর্বত্র প্রবর্তক—শ্রীসনাতন]

অতএব অধুনা নিজপাদোক্ত মাহাত্ম্য অনুরূপেই দান করতে যোগ্য, অতুরূপে নয় কিন্তু—এই আশয়ে পাদপদ্যকে বিশেষায়িত করা হচ্ছে—তিনটি পদের দ্বারা, যথা—[‘অভয়ং’ কালাদি ভয়নিবর্তক, ‘অশোকং’ স্ববিচ্ছেদশোক নিবর্তক, যেহেতু ‘স্বাত’ স্বএকান্তিসহ সর্বদাস্থিতা—শ্রীবলদেব] পাহি—নিজসেবকরূপে পালন করুন তাও কেবল দীনবৎসল হওয়া হেতুই। দৈন্তে পুনরায় বলছেন আপনায়—আমি আপন আশ্রয়। জী. ৫৭ ॥

৫৭। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাঃ ভূজ্ঞে তাবদোগান্ তদন্তে সাক্ষাৎ পাদসেবনং ত তে দাস্যামো-বেতি পুনর্ব্বারঃ প্রলোভয়ন্তু শ্রীকৃষ্ণং পাদোপগ্রহণেন প্রার্থয়তে চিরমিতি। বৃজিনঃ সংগ্রামে শত্রুৈরজিগীষালক্ষণৈরুপদ্রবৈরবাত্তঃ। হরি হরি এতাবদ্দিনানি ভগবন্তু নাভজমিত্যনুতাপস্তপ্যমানঃ বিষয়ভোগে প্রস্তুত সত্যবিতৃষণ্ডমিত্রঃ। বিগততৃষ্ণানি মে যদ্বিদ্ভিয়াণি ন ভবন্তি কথঞ্চিৎ স্বকৃতেনাগতেন বিবেকেনাপ্যলক্ষণান্তিঃ। তেন হৃদন্তেষপি ভোগেষ্বমেব পুনরপ্যহং ভবিষ্যামি। বিষয়ভোগস্য স্বভাব এবায়ং তস্মান্মাদেহি ভোগানিতি দ্যোতিতম্ হে পরমাত্মন। অন্তর্যামিন সর্বং ত্বং জানাস্যেবেতি ভাবঃ। অভয়মুতমশোকমিতি শব্দোক্তস্য বিশেষণবয়েণ। অগত্র মানুষসম্পত্তৌ রোগবিপক্ষাদিভয়ং দিব্যসম্পত্তৌ অচিরস্থায়িত্বলক্ষণমুতত্বম্। ব্রাহ্মসম্পত্তৌ তৎপাদসেবনবধিতত্ত্বলক্ষণঃ শোক ইত্যং তাভিরিতি দ্যোতিতম্। তস্মান্মামাম্ আপন্নমাপদগ্রস্তং পাহি স্বপাদোক্তে এব রক্ষতার্থঃ ॥ বি. ৫৭ ॥

৫৭। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবৃত্তাদঃ যত কিছু ভোগ আছে সব ভোগ করে নেও তারপর সাক্ষাৎ পাদসেবন তোমাকে দিব নিশ্চয়ই এইরূপে পুনরায় প্রার্থিতকারী শ্রীকৃষ্ণের নিকটে চরণধারে প্রার্থনা করলেন চিরম্ ইতি।

বৃজিবর্ত্তঃ—সংগ্রামে ইন্দ্র শত্রুর বিজয়েচ্ছা লক্ষণ উপদ্রবের দ্বারা আতঁ হয়ে হরিহরি এতাবদ্দিন ভগবান্কে ভজন করিনি, এইরূপে অনুতাপে সন্তপ্ত। প্রস্তুত বিষয় ভোগে অবি-ভ্রাম্যত্বমিত্রো—আমার চক্ষু-কর্ণ-নাসা-জিহ্বা-হৃদ ও মন, এই ছয়টি ইন্দ্রিয়ের ভোগতৃষ্ণা নিবৃত্ত হচ্ছে না। কথঞ্চিৎ—স্বকৃত অহৃদন্ত বিবেকের দ্বারাও শান্তি পাচ্ছি না, সুতরাং আপনার দ্বারা দত্ত

শ্রীভগবানুবাচ ।

সার্বভৌম মহারাজ মতিস্তে বিমলোজ্জিতা ।

বরৈঃ প্রলোভিতস্তাপি ন কাট্মৈবিহতা যতঃ ॥ ৫৮ ॥

৫৮। **অবয়ঃ** শ্রীভগবান্ উবাচ—সার্বভৌম ! (হে অখণ্ড মহিপতে) হে মহারাজ ! তে (তব) মতিঃ বিমলা (সংসার বাসনাশূন্যা) উজ্জিতা (রস বিদগ্ধা), যতঃ বরৈঃ প্রলোভিতস্তাপি [তব সা মতিঃ] কাট্মৈঃ ন বিহতা (ন ক্ষোভিতা) ।

৫৮। **মূল্যাবাদঃ** ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ বললেন—হে অখণ্ডমহিপতে, হে মহারাজ ! তোমার অন্তঃকরণ সংসার বাসনা শূন্য, রসবিদগ্ধা, কারণ বরের দ্বারা প্রলোভিত করলেও ঐ অন্তঃকরণ কামের দ্বারা চঞ্চল হয় না ।

তলেও ভোগে এইক-এইরূপই পুনরায়ও ভোগের দিকেই ধারিত হব. ভোগের স্বভাবই এইরূপ । সুতরাং ভোগ "দিবন না, একপই কথার ছোতনা এখানে । [হে] পরমাত্মন ! —অখ-র্যামিন !—সবই তো আপনি জানেন একপ ভাব । **অভয়তমশোকঃ** [অভয়ঃ—কালাদি ভয়নিবর্তক, অশোকঃ—স্বজন বিচ্ছেদ শোক নিবর্তক কারণ **প্রাণতঃ**—নিজ ঐকান্তিক ভক্তসহ সর্বদাই অবস্থান করেন আপনি—শ্রীবলদেব] পাদাঙ্কুর এই বিণেষণবয়ের দ্বারা অগ্নয় মানুষ সম্পত্তিতে রোগ-বিপদাদি ভয় দিবা সম্পত্তিতে অচিরস্থায়ী লক্ষণ, ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় সম্পত্তিতে ভগবৎপাদ-সেবন বঞ্চিত হই লক্ষণ শোক, তাই এই সব তুচ্ছ, একপ ভাব । সুতরাং **মাপন্নমীশ** [ঈশ + মা + আপন্নম্] আপদগ্রস্ত আমাকে পালন করুন । বিঃ ৫৭।

৫৮। **শ্রীজীবৈবং তাতো দীক্যঃ** হে সার্বভৌমেষপি মহারাজ. হে সার্বভৌম-মহারাজ ইত্যাত্মাদরাং পৌনরুক্ত্যং বা । ততঃ পরমেশ্বরস্বাপীদশঃ বচনমিত্যন্তে সৌন্দর্য্যমিতি ভাবঃ । বিমলা সংসারবাসনাশূন্যা উজ্জিতা প্রথরা রসবিদগ্ধত্বার্থঃ । তত্র হেতুঃ—প্রকাশে মাং প্রাপন্নোজন ইত্যাত্মক্যক্যা লোভিতস্তাপি কাট্মৈঃ সাম্রাজ্যাদিমৌলিপৰ্য্যটনদৃষ্ট্য কাম্যমানরৈর্থম্ বিহতা, কিন্তু তস্যামেব বদম্পহা জাতত্বার্থঃ ॥ জীঃ ৫৮ ॥

৫৮। **শ্রীজীবৈবং তাতো দীক্যঃ** হে সার্বভৌমদেব মধ্যেও মহারাজ ! হে সার্বভৌম-মহারাজ, একপ সম্বোধন অত্যন্ত আদর হেতু বা পুনরুক্তি । অতঃপর পরমেশ্বরেরও ঈদৃশ বচন, অহো সুশীলতা, একপ ভাব । **বিমলা**—তোমার মতি সংসার বাসনা শূন্যা ও **উজ্জিতা**—প্রথরা অর্থাৎ রসবিদগ্ধা । এতে হেতু—আমার শরণাগতজন পুনরায় অনুশোচনীয় হয় না (শ্রীভাঃ ১০।৫১।৪৩), ইত্যাদি উক্ত যুক্তি দ্বারা প্রলোভিত হলেও তোমার মতি ন কাট্মৈবিহতা

প্রলোভিতো বটৈর্যৎ অপ্রমাদায় বিদ্ধি তৎ ।

ন ধীরেকান্তভক্তানামাশীর্ভাভিভূতে কচিৎ ॥ ৫৯ ॥

৫৯। **অর্থ :** অম্ [ময়া] বটৈঃ প্রলোভিতঃ [ইতি] যৎ (প্রলোভনং) তৎ অপ্রমাদায় (প্রমাদায় ন ভবত্যেব) বিদ্ধি (জানীহি) [যত] একান্ত ভক্তানাং ধীঃ (মতিঃ) আশীর্ভ (কামনাভিঃ) ন ভিভূতে (ন প্রবিণ্ডতে, তাম্ নাসজ্জত ইত্যর্থঃ) কচিৎ ।

৫৯। **মূলোববাদ :** হে মহারাজ ! আপনাকে যে বরদ্বারা প্রলোভিত করেছিলাম, নিশ্চয়ই জানবেন তা আপনাকে প্রমাদে ফেলবার জ্ঞান নয় ; কারণ একান্ত ভক্তদের মতি কখনওই সংসার বাসনায় আসক্ত হয় না ।

—আমার ভক্তি বিনা সাম্রাজ্যাদি প্রাপ্তি পর্যন্ত, কাম্যমান অর্থের দ্বারা প্রতিহত হয় না, কিন্তু ভক্তিতেই বদ্ধস্পৃহা জাত হয় ॥ জীঃ ৫৮ ॥

৫৮। **শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা :** উজ্জ্বতা চালয়িতুমশক্যাদ্বলবতী ॥ বিঃ ৫৮ ॥

৫৮। **শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবৃত্ত :** উজ্জ্বতা—বলবতী, এদিক-ওদিক চালনার যোগ্য না হওয়া হেতু । [হে সাম্রাজ্যভোম—হে নিখিল ভূমি বিজিত ! (শ্রীবলদেব)] ॥ বিঃ ৫৮ ॥

৫৯। **শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকা :** প্রলোভিত ইতি তৈর্য্যাখ্যাতম্ । অত্র প্রমাদশিষ্টান্তরং, তথা ন ভবত্যেবেত্যনন্তরমিতি তদ্বিকীর্ণি শেষঃ । একান্তভক্তানামুপাসনান্তর-কামনান্তরশূন্যানামাশীর্ভিঃ কামনাভির্ম ভিভূতে, ন প্রবিণ্ডতে, তাম্ নাসজ্জত ইত্যর্থঃ । এতদর্শনায়ৈব প্রলোভিতোহসি ইতি ভাবঃ । অপ্রমাদায় প্রমাদাভাবায় ॥ জীঃ ৫৯ ॥

৫৯। **শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকাবৃত্ত :** [শ্রীধর—প্রলোভিত ইতি—অপ্রমাদায়—প্রমাদের উৎপাদক হবে না, তৎ-বিদ্ধি—একথা জেনে রাখ । কেন ? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে দ্বিতীয় লাইনে ন ধীরিতি । —কারণ একান্ত ভক্তদের মতি প্রাপ্ত বিষয়ে আসক্ত হয় না ।] শ্রীধরের ব্যাখ্যার ‘প্রমাদ’ শব্দের অর্থ অত্র চিন্তা ‘তথা ন ভবতি এব’ অনন্তর অত্র চিন্তার উৎপাদক হবে না । একান্ত ভক্তদের অত্র উপাসনা-অত্র কামনার লেশমাত্রও হয় না । **আশীর্ভিঃ**—কাম্য বিষয়ে ন ভিভূতে—আসক্ত হয় না ।—ইহা দেখাবার জ্ঞানই প্রলোভিত করেছিলাম, এরূপ ভাব । **অপ্রমাদায় ইতি**—অত্র চিন্তার (উৎপাদক হবে না) ॥ শ্রীজীবঃ ৫৯ ॥

৫৯। **শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা :** অপ্রমাদায় তবাপ্রমাদং দ্রষ্টুমন্তোপাসকান্ দর্শয়িতুমিতি বা ‘ক্রিয়ার্থোপপদন্তে’ ত্যাदिना চতুর্থী । যতো ন ধীরিত্যাदि ॥ বিঃ ৫৯ ॥

যুজ্ঞানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভিন্ননঃ।

অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুৎথিতম্ ॥ ৬০ ॥

৬০। অন্নয়ঃ [হে] রাজন্ ! প্রাণায়ামাদিভিঃ (প্রাণায়াম-শম দমাদি) যুজ্ঞানানাং (যোগাভ্যাস কারিণাম্) অভক্তানাং অক্ষীণ-বাসনং মনঃ পুনঃ উৎথিতং (বিষয়াভিমুখং) দৃশ্যতে, [মন্তুতানান্ত মনঃ ময়ি লীনত্বাৎ ন পুনরুৎথিততি]

৬০। যুক্তাবুবাদঃ হে রাজন্ ! প্রাণায়াম (প্রাণবায়ু সংযম)-শম (মনঃসংযম)-দমাদি (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ) যোগাভ্যাসকারী—অভক্তদের অক্ষীণ-বাসন মন পুনরায় বিষয়াভিমুখ হতে দেখা যায়। [আমার ভক্তদের মন আমাতে মগ্ন হওয়া হেতু পুনরায় বিষয়াভিমুখ হয় না।]

৫৯। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাবুবাদঃ অপ্রমাদায়—তোমার অপ্রমাদ (অন্য চিন্তার) উৎপাদক হবে না, দর্শক অন্য উপাসকদের ইহা দেখাবার জন্য প্রলোভিত করা হল। বা “ক্রিয়ার্থোপপদস্ত্রে” (২।৩।১৪) ইত্যাদি চতুর্থী বিভক্তি ‘অপ্রমাদায়’। যেহেতু ‘ন ধীঃ’ ইত্যাদি দ্বিতীয় লাইন ॥ বিং ৫৯ ॥

৬০। শ্রীজীব ঐবং ততো টীকাঃ মার্গান্তরে তু কামত্যাগযত্নবতমপি প্রমাদঃ স্মাদিত্যাহ—যুজ্ঞানানামিতি। সমাদধানানাং ক্রমান্ত দৃশ্যনিষ্ঠাজনকস্য ভক্তিমাত্রস্তাভাবাদেব ন ক্ষীণা বিষয়াদিবাসনা যন্ত তৎ ॥ জীং ৬০ ॥

৬০। শ্রীজীব ঐবং ততো টীকাবুবাদঃ অন্য সাধনপথে কিন্তু কামত্যাগে যত্নবান জন-দেরও প্রমাদ অর্থাৎ বিষয় আসক্তি থেকেই যায়। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—যুক্তাবাবাম্ ইতি—যোগী ও জ্ঞানীদের ক্রমানুসারে তদৃশ নিষ্ঠাজনক ভক্তিমাত্রের অভাব হেতুই বিষয় বাসনা ক্ষীণ হয় না। [শ্রীজীব ক্রমসন্দর্ভ—উপযুক্ত উক্তির ব্যতিরেকে যে দোষ আসে, তা বলা হচ্ছে—যুজ্ঞানানাম্ ইত্যাদি। অভক্তদের প্রাণায়ামাদি দ্বারা মন, যোগাভ্যাসকারীদেরও অক্ষীণ বাসন মন পুনরায় বিষয়ে আসক্ত হতে দেখা যায়। কিন্তু আমার ভক্তদের মন আমাতে মগ্ন হয়ে যাওয়ায় পুনরায় ওখান থেকে আর উঠে আসতে পারে না] ॥ জীং ৬০ ॥

৬০। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাঃ অন্তোপাসকানান্ত প্রমাদো ভবত্যেবেত্যাহ—যুজ্ঞানানামিতি। অভক্তানাং মন্তুতভিন্নানাং যোগীনাং জ্ঞানিনাঞ্চৈতর্যঃ। প্রাণায়াম-শম-দমাদিভিঃ। উৎথিতং বিষয়াভি-মুখং ভবতি ॥ বিং ৬০ ॥

৬০। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাবুবাদঃ অন্য উপাসকদের কিন্তু প্রমাদো অর্থাৎ বিষয়-আসক্তি হয়ই, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, যুজ্ঞানানামিতি। অভক্তাবাৎ—আমার ভক্ত থেকে ভিন্ন যোগীদেরও জ্ঞানীদের মন প্রাণায়াম-শম-দমাদি সাধনে পুনরায় উৎথিতং-বিষয়াভিমুখী হতে দেখা যায় ॥ বিং ৬০ ॥

বিচরস্ব মহীং কামং ময্যাবেশিতমানসঃ ।

অস্ত্বেবং নিত্যদা তুভ্যং ভক্তিস্বয়ানপায়িনী । ৬১ ॥

ক্লাত্রধর্মস্থিতো জন্তুন্‌ গৃবধীমৃগয়াদিভিঃ ।

সমাহিতস্তং তপসা জহাষং মদুপাশ্রিতঃ ॥ ৬২ ॥

৬১। অন্নয়ঃ [হং] ময়ি আবেশিত-মানসঃ সন্‌ মহীং কামং (যথেষ্টং) বিচরস্ব (বিহর) ময়ি তুভ্যং (তব) ময়ি এবং (এতাদৃশী) অনপায়িনী (কৈবল্য নিরপেক্ষিনী) ভক্তিঃ নিত্যদা (সদা) অস্তু ।

৬১। য়লাবুবাদঃ হে রাজন্‌ ! তুমি আমাতে আবেশিতমনা হয়ে যথেষ্ট পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াও । আমাতে তোমার এতাদৃশী কৈবল্য নিরপেক্ষিনী ভক্তি সদা বিরাজিত থাকুক ।

৬২। অন্নয়ঃ [হে রাজন্‌ হং] ক্লাত্রধর্মস্থিতঃ (ক্লাত্রিয় ধর্মে অবস্থিতঃ সন্‌) মৃগয়াদিভিঃ জন্তুন্‌ (জীবান্‌) অবধীঃ (বিনাশিতবান্‌) সমাহিতঃ (কৃতচিন্তা-স্থিঃ) মদুপাশ্রয়ঃ (মদাশ্রয়গতঃ) তপসা (ময়ি চিন্তেকাগ্রণ) [তং] অঘং (মুচ্ছতাং তাদৃশ বাসনাম্‌) জহি (বিনাশয়) ।

৬২। য়লাবুবাদঃ হে রাজন্‌ ! তুমি ক্লাত্রিয় ধর্মে অবস্থিত হয়ে মৃগয়া ও যুদ্ধাদিতে বহু জীব হত্যা করেছ, কাজেই এখন চিন্তা স্থির করত আমার শরণাগত হয়ে আমাতে চিন্তের একাগ্রতা দ্বারা সেই মুচ্ছিত অবস্থায় থাকা তাদৃশ বাসনা বিনাশ কর ।

৬১। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকাঃ ইতঃপরং কৃতকৃত্য এব হমিত্যাহ—বিচরস্বেতি, ময্যাবেশিত-মানসস্তং কামং যথেষ্টং বিচরস্ব বিহর, যতঃ অস্ত্বেবেতি পাঠে যথাস্থি, তথ্যেবাস্তিত্যর্থঃ ॥ জী. ৬১ ॥

৬১। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকাবুবাদঃ অতঃপর তোমার পক্ষে বিহিত কর্ম কি, তাই বলা হচ্ছে—বিচরস্বেতি—আমাতে আবেশিতমনা তুমি কামং—ইচ্ছানুরূপ বিচরস্বা—ঘুরে বেড়াও । অস্ত্বেবং [অস্তু + এবং অনপায়িনী ভক্তিঃ] এখন যেমন অনপায়িনী ভক্তি আছে, তথাই থাকুক । [শ্রীজীব ক্রমসন্দর্ভ—সুতরাং তোমার দ্বারা যা অভিসমিত, তাই হোক । এই আশায়ে বলা হচ্ছে,—অস্ত্বেবমিত্যাदि । ভক্তিস্বয়ানপায়িনী—‘অনপায়িনী’ কৈবল্য অর্থাৎ জ্ঞানীদের মোক্ষ নিরপেক্ষিনী আমাতে ভক্তি ।] ॥ জী. ৬১ ॥

৬১। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাঃ তুভ্যমিতি পূর্বমধুনাপি বিশেষতো দত্তেব ॥ বি. ৬১ ॥

৬১। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুবাদঃ তুভ্যমিতি—তোমার প্রতি বিষয়বাসনা শূন্য ভক্তি পূর্বেও দেওয়া ছিল এখনও আবার বিশেষভাবে দেওয়া হল ॥ বি. ৬১ ॥

জন্মগতন্তরে রাজন্ সর্বভূতসুহৃদমঃ ।

ভূত্বা দ্বিজবরন্ত্বং বৈ মাযুপৈশ্যসি কেবলম্ । ৬৩ ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে

পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে

মুচুকুন্দ-স্তুতির্নাম একপঞ্চাশত্তমঃ অধ্যায়ঃ ।

৬৩। **অর্থঃ** হে রাজন্ ! অনন্তরে (অব্যবহিতে) জন্মনি সর্বভূত সুহৃদমঃ স্বঃ দ্বিজবরঃ (পরমাদরনীয়ো বিপ্রঃ) ভূত্বা মাং বৈ (মামেব) কেবলম্ (ন তু মদ্বিভূতাদিকং) উপৈশ্যসি (সামীপ্যেন প্রাপ্যসি) ।

৬৩। **মূলানুবাদঃ** হে রাজন্ ! অব্যবহিত জন্মে সর্বভূত সুহৃদম তুমি পরমাদরনীয় বিপ্র হয়ে কেবলমাত্র তোমার অভীষ্ট আমাকেই সমীপে পাবে, (তোমার অনভীষ্ট জ্ঞানৈশ্বর্য প্রভৃতি পাবে না কিন্তু) ।

৬২। **শ্রীজীবৈবং ততোঃ টীকাঃ** ক্ষাত্রেতি তৈরবতারিতঃ, তত্র ভীষয়ন্থিতি সহজ-সৌশীল্যেন তদগ্ধমনুজ পুনরতিকারুণ্যাং স্বস্মিন্ তস্মৈ প্রেম-বিশেষসম্পাদকোৎকর্থাবর্দনার্থং কালবিলম্ব-নেনেনি ভাবঃ । আনুষঙ্গিকং প্রয়োজনমাহ—লোকসংগ্রহ ইতি । অত্র ভীষয়ন্থিত্যর্থ ইব প্রয়োগ আর্হানগামিহাদিতি স্ক্রিয়ম্ : যদা, তদর্থমেব কৃত্যশেষাভাসং প্রদর্শয়ন্যাহ—ক্ষাত্রেতি । তপসা ময়ি চিত্তকাগ্রাণ অঘং মূর্চ্ছিতাং তাদৃশবাসনাম্ ॥ জী° ৬২ ॥

৬২। **শ্রীজীবৈবং ততোঃ টীকানুবাদঃ** [ক্ষাত্র ইতি এর ব্যাখ্যা শ্রীশ্বামিপাদের দ্বারা অবতারিত হয়েছে, যথা—মল্লাভাসে ভীষয়ন্ অর্থাৎ ভয় দেখিয়ে তপসা-তপস্ঠায় লোক সংগ্রহে প্রবর্তিত করা হয়েছে]—টীকার ‘ভীষয়ন্’ শব্দের অর্থ—নিজের সহজ সৌশীল্যে শ্রীভগবান্ মচকন্দ্র গুণ উঠিয়ে না ধরে আবার অতি কারুণ্য হেতু নিজেতে তার প্রেমবিশেষ-সম্পাদক-উৎকর্থা বর্ধনের জন্ম কালবিলম্বের প্রয়োজনে (লোকসংগ্রহে প্রবর্তিত করা হয়েছে) । লোকসংগ্রহ আনুষঙ্গিক প্রয়োজন ।

অথবা, উৎকর্থা বৃদ্ধির জন্ম কৃত্যের শেষ-আভাস দেখাতে গিয়ে বলা হল—ক্ষাত্র ইতি । **তপসা**-আমাত্রে চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা **অঘং**—মূর্চ্ছিত অবস্থায় থাকা তাদৃশ বাসনা পরিত্যাগ কর ॥ জী° ৬২ ॥

৬২। **শ্রীবিষ্মলাথ টীকাঃ** হা হা অতঃ পরমপি মাং স্বসঙ্গাদ্বিযোজয়িতুমিচ্ছামি মৈবং মৈবমিতি । তস্মমহোৎকর্থালাভ্য ভগবতা বিচারিতম্ । অয়মশ্লিষ্টবতারে স্বসঙ্গে নেতুমনহঃ ।

মদীয়-লীলাপরিকরা হি দ্বাপরাস্তম্ভবা উদ্ধবাক্রুরাদয়ো যুধিষ্ঠিরার্জুনাদয়শ্চ ইমমেতন্মহন্তর প্রথমসময়-
ভবমতিপ্রাচীনং দৃষ্ট্বা অহো কোহয়মতিদীর্ঘতমোহতিস্থলতমোহম্মদননুরূপো মানুষ্য ইত্যুক্তা হসিগ্ধান্তি
তথা সংপ্রত্যেব জরাসন্ধাৎ পলায়নলীলায়াং তথাগ্রিমাশ্চ ক্লিষ্টগীহরণাদিলীলাশ্চ জরাসন্ধাদিভিঃ শাৰ্বাদি-
ভিশ্চ সংগ্রামে নাশং মৎসঙ্গানুরূপো ভবিতুমহতি । অয়ং হি তান্ মদ্বিপক্ষান্ মশকানিব করতলা-
ভ্যামেব ঘৃষ্টা বধিগ্ধান্তীত্যত ইমং স্বসঙ্গাদ্বিয়োজয়িতুং কাং যুক্তিং করোমীতি বিচিন্ত্য কেবলমলীকোক্তি-
ময়ং তৎপ্রত্যায়কং কিমপ্যাহ,—ক্ষাত্রেতি ॥ বি° ৬২ ॥

৬২। **শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকাবুবাদ :** মুচুকুন্দ যেন ভাবছেন, হা হা অতঃপর আমাকে স্বসঙ্গ
থেকে পৃথক করতে ইচ্ছা করছেন কি ? না না একরূপ করবেন না, করবেন না—তাঁর একরূপ মহা উৎকণ্ঠা
লক্ষ্য করে ভগবান্ বিচার করছেন. এই অবতারে একে নিজসঙ্গে নেওয়া ঠিক হবে না । আমার লীলা
পরিকরণ দ্বাপরাস্তম্ভে আবির্ভূত উদ্ধব-অক্রুরাদি ও যুধিষ্ঠির অর্জুনাদি এই মহন্তরে প্রথম সময়ে জাত অতি
প্রাচীন একে দেখে, অহো কে এই অতি দীর্ঘ—অতি স্থলতম আমাদের থেকে ভিন্নরূপ মানুষ, এইরূপ
বলে হাসাহাসি করবে । তথা সম্প্রতিই জরাসন্ধ থেকে পলায়ন লীলায় তথা সামনের ক্লিষ্টগীহরণাদি
লীলায়, জরাসন্ধাদির সহিত ও শাৰ্বাদির সহিত সংগ্রামে এ আমার সঙ্গানুরূপ হওয়ার যোগ্য নয় ।
এতো তদিকে আমার বিপক্ষ মশার মত ছুই করতলে পিষেই বধ করে ফেলবে । অতএব একে
আমার সঙ্গ থেকে পৃথক করে দিতে কি যুক্তি করি, একরূপ চিন্তায় পরে কেবল অলীক উক্তিময়
মুচুকুন্দের প্রতারক কিছু একটা বলে দিলেন—ক্ষাত্রধর্মস্থিতো ॥ বি° ৬২ ॥

৬৩। **শ্রীজীব বৈ. ভো. টীকা :** তথৈবাহ—জন্মনীতি, উত্তরপক্ষে তথৈব প্রারন্ধাদি
ভাবঃ । স্বদভীষ্টং মামেব কেবলং, ন তু স্বদনভীষ্টং বিভূতাদিকমপি উপ সামীপ্যো নৈশ্যসি প্রাপ্যসি,
সাক্ষাদ্বিচিত্রমং পরিচর্যাং করিষ্যসীত্যর্থঃ ॥ জী° ৬৩ ॥

৬৩। **শ্রীজীব বৈ. ভো. টীকাবুবাদ :** মুচুকুন্দ যদি বলেন আপনার সঙ্গী কবে হবে,
এরই উত্তরে কৃষ্ণ বলছেন, **অজ্ঞানবস্তুরে**—প্রারন্ধ বশেই সন্নিহিত পরের জন্মের কথা বলা হল ।
তোমার অভীষ্ট আমাকেই কেবল পাবে । তোমার অনভীষ্ট জ্ঞানৈশ্বর্য প্রভৃতি পাবে না কিন্তু ।
উপায়সি—‘উপ’ সমীপে পাবে । সাক্ষাৎ বিচিত্র পরিচর্যা করবে ॥ জী° ৬৩ ॥

৬৩। **শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকা :** ননু তর্হি হংসঙ্গী কদা ভবিষ্যামীত্যত আহ,—জন্মনীতি ।
অয়মর্থঃ । অতঃ পরং দেহান্তে হং মদ্ধাম বৈকুণ্ঠং যাশ্চাস্তেব স্ববৈরিভ্যোহপ্যশ্মিন্নবতারে মোক্ষং
বৈকুণ্ঠবাসঞ্চ দদামি কিং পুনঃস্থভ্যাং পরমভক্ত্যয় । কিন্তু বতারান্তরে হ্যাং স্বসঙ্গিনঃ লীলাপরিকরণ
করিষ্যামি যদা হ্যাং স্বঞ্চ তুল্যকাল এবাবির্ভাবিষ্যামীতি । অনন্তরে জন্মনি মম চ তব চেত্যর্থঃ

सर्वभूतानामुपकारकत्वां यथायोगं विद्याप्रदानाच्च सुहृत्तमः । द्विजवरः परमादरणीयो विप्रो ब्रूहा
मां केवलं वैराग्यद्वान्निष्परिग्रहमुपैष्यासि मंसङ्गे एव श्वाश्रमीत्यर्थः ॥ वि० ७७ ॥

৬৩। **ত্রিবিম্বনাথ টীকাবুদ :** পূর্বপক্ষ, আচ্ছা তা হলে আপনার সঙ্গী কবে হব, এরই উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, জন্মনীতি। এই শ্লোকের অর্থ—অতঃপর দেহান্তে তুমি আমার ঐশ্বর্য-ধাম বৈকুণ্ঠে যাবে, মোক্ষ ও বৈকুণ্ঠবাস দিব। পরমভক্ত তোমার পক্ষে আর এমন কি? কিন্তু অণু অবতারে তোমাকে স্বসঙ্গী ও লীলাপরিকর করব, যখন তোমাকে ও নিজেকে একই সময়েই আবিভূত করাব, এর সন্নিহিত জন্মেই। **সর্বভূতসুহৃদত্বঃ**—জীবের উপকার করা হেতু ও যথোপযুক্ত তত্ত্বজ্ঞান প্রদান হেতু সুহৃদত্বম। **দ্বিজবরঃ**—পরম আদরনীয় বিপ্র হয়ে আমাকে **কেবলঃ**—বৈরাগ্য হেতু পরের দানাদি নেওয়া থেকে বিরত হয়ে **উপবাসি**—আমার সঙ্গীই থাকবে।

[শ্রীবলদেব—কতদিনে আপনাকে পাব! এর উত্তরে, এই জন্মের পরের জন্মে পাবে। রাজন্!
হে হ্রিজি!—হে ক্রিয়য়ি! আমার বিরহ অতিশয় বুদ্ধিপ্ৰাপ্ত হলে উচ্ছলিত প্রেমে বরঃ—শ্রেষ্ঠ লাভ
করত দেহান্তে আমাকে পাবে] ॥ বিং ৬৩ ॥

শ্রীরাধাচরণনৃপুৰে কৃষ্ণ কৃষ্ণবাদনেচ্ছ দীনমণি কৃত

দশমে একপঞ্চাশতম অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

— 20 X 20 —